শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা বার্তা, নাম/পদবী পরিবর্তন, হারানো বিজ্ঞপ্তি, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, স্মরণে বা স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দিতে সরাসরি যোগাযোগ করুন—

৯১০১৬৩৫৯০৪, ৭৫৭৭৮৪৫৩৭৮

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক

সাময়িক প্রসঙ্গ

গোপীনাথ জুয়েলার্স

স্বর্ণশারদীয়া

১০ই অক্টোবর - ১৯ই অক্টোবর, ২০২৬

flat 7% মেকিং চার্জ

(মেকিং চার্জে 60% ছাড়)

আগরতলা | শ্রীভূমি | শিলচর +91 9059059400

বর্ষ ৪৯ ☐ সংখ্যা ১৯৮ শিলচর ☐ শনিবার ☐ ৭ নভেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ☐ ২০ কার্তিক ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ☐ ২৬ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮ হিজরি ☐ ১২ পাতা ☐ আট টাকা www.samayikprasanga.in

মেয়র ও ডেপুটি মেয়রকে নিয়ে বৈঠক মন্ত্রী কৌশিকের

শিলচরে মাস্টার ড্রেনেজ প্রকল্পে বরাদ্দ হচ্ছে ২০০ কোটি টাকা

সাময়িকপ্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার শপথ গ্রহণের পর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শিলচর পুর নিগমের মেয়র ও ডেপুটি মেয়র। এরপর শুক্রবারই নিগমের কাজকর্মের রূপরেখা ঠিক করতে রাজ্যের আবাসন ও নগর বিষয়ক বিভাগের মন্ত্রী কৌশিক রায় মেয়র অমরেন্দ্র পাল ও ডেপুটি মেয়র বিজেন্দ্রপ্রসাদ সিংকে নিয়ে এক বৈঠকে বসেন। শিলচরে জেলা কমিশনারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে নিগম এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডের জমা জল, পানীয়জল

এরপর ছয়ের পাতায়



বৈঠকে মন্ত্রী কৌশিক রায়, দুই সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ ও পরিমল শুক্লবৈদ্য সহ পুর নিগমের মেয়র অমরেন্দ্র পাল ও ডেপুটি বিজেন্দ্রপ্রসাদ সিং।

শিলচর পুর নিগম ও সুয়ারেজের দুই কর্তাকে বরখাস্তের নির্দেশ

সাময়িকপ্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ নভেম্বর : দুর্নীতি ও কাজের ক্ষেত্রে গাফিলতি নিয়ে কড়া মনোভাব দেখালেন রাজ্যের আবাসন ও নগরোন্নয়ন বিষয়ক বিভাগের মন্ত্রী কৌশিক রায়। শুক্রবার শিলচরে জেলা কমিশনারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তিনি ডিরেক্টর অব মিউনিসিপাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অধীনে শিলচর পুর নিগমে কর্মরত ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট অফিসার (এফএমও) দেবাশিস শইকিয়া এবং আরবান সুয়ারেজ বোর্ডের অ্যাসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার রত্নজিত দে-কে সাসপেনশনের নির্দেশ দেন সংশ্লিষ্ট উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের।

শিলচর পুর নিগম এলাকার কাজকর্মের রূপরেখা ঠিক করতে শুক্রবার শিলচরে জেলা কমিশনারের

এরপর ছয়ের পাতায়

‘এনকাউন্টার’ সুবিচার নয় !

হত্যা করার অধিকার নেই পুলিশের : হিমন্ত

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৬ নভেম্বর : ঘনকান্ত গগৈয়ের মৃত্যু পুলিশের হাতে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড নয়, এনকাউন্টারের ঘটনা, শুক্রবার এই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। একইসঙ্গে তিনি বলেন, কোনও ব্যক্তিকে হত্যা করার অধিকার পুলিশের নেই এবং গণতন্ত্রে বিচার করার দায়িত্ব আদালতের, পুলিশের নয়। ঘনকান্তের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অসম পুলিশের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত হত্যার অভিযোগ না তোলারও আবেদন জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। কোনও ব্যক্তিকে হত্যা করার অধিকার পুলিশের নেই। অসম পুলিশ তাঁকে হত্যা করেছে, এমন ধারণা তৈরি করবেন না। আমরা এমন কোনও পদক্ষেপ করিনি, কাউকে মেরে কোনও ধরনের বিচারও প্রতিষ্ঠা করিনি।’ তাঁর কথায়, অভিযুক্তরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে পুলিশকে আক্রমণ করতে চাইলে বা হেফাজত থেকে পালানোর চেষ্টা করলে



ভিন্ন ভূমিকায় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ব্রহ্মপুত্র সেলিং এক্সপিডিশন অনুষ্ঠানের ফাঁকে। শুক্রবার।

পুলিশকে আত্মরক্ষার জন্য পদক্ষেপ করতে হয়। তবে সেই ঘটনার বিচার করার অধিকার পুলিশের নেই। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘গণতন্ত্রে বিচার করার অধিকার আদালতের, অসম সরকার বা পুলিশের নয়। আমরা কাউকে মেরে বিচার প্রতিষ্ঠা করিনি। এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু।’

পুলিশের দাবি, গত বুধবার ভোর প্রায় ৩টা ১০ মিনিটে শিবসাগর জেলার ফুলপানিচিগায় এই ঘটনা ঘটে। একটি পৃথক আর্থিক প্রতারণার মামলায় ঘনকান্তকে গুয়াহাটি থেকে শিবসাগরে নিয়ে যাচ্ছিল পুলিশ। পুলিশ কেস নম্বর ১০৮/২৬-র তদন্তের প্রয়োজনে তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পথে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে চাইলে পুলিশের গাড়ি থামানো হয়। গাড়ি থেকে নামানোর পর তিনি তদন্তকারী আধিকারিকের সার্ভিস রিভলভার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। তাকে আটকাতে গেলে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পুলিশের দাবি, সেই সময় তিন রাউন্ড গুলি চলে। এক পুলিশকর্মী পালটা গুলি চালালে ঘনকান্ত আহত হন। পরে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

শিবসাগরের সিনিয়র পুলিশসুপার পাপরি চেতিয়া জানান, ঘনকান্ত প্রশিক্ষিত শ্যুটার ছিলেন। এই ঘটনায় পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর দেবাশিস শর্মার ডান পায়েও গুলি

এরপর ছয়ের পাতায়

কেসি দাস কমার্স কলেজে পিএম-উষা প্রকল্পের সূচনা

গুয়াহাটি, ৬ নভেম্বর : অসমের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে গুয়াহাটির কেসি দাস কমার্স কলেজে প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বিভিন্ন পরিকাঠামোগত প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগু। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী উচ্চতর শিক্ষা অভিযান (পিএম-উষা) প্রকল্পের অধীনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এই উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক বিজয় গুপ্তা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এবং শিক্ষা বিভাগের একাধিক আধিকারিক।

কলেজের শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করা, আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে পড়ুয়াদের পরিচিত করানো এবং উচ্চশিক্ষার পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করাই এই প্রকল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য। উদ্বোধন হওয়া প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে একটি নতুন শিক্ষা ভবন, আধুনিক কম্পিউটার পরীক্ষাগার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও তথ্যপ্রযুক্তি পরীক্ষাগার এবং একটি ডিজিটাল স্টুডিও।

এরপর ছয়ের পাতায়

ডিব্রুগড়ে অয়েল ইন্ডিয়ার ট্যাঙ্কারে বিস্ফোরণ, মৃত্যু ১ কর্মীর, আহত ৬

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৬ নভেম্বর : ডিব্রুগড় জেলার টেঙাখাতে অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডের তেল সংরক্ষণ কেন্দ্রে বিস্ফোরণের পর ভয়াবহ আগুনে এক কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ছ'জন। শুক্রবার সকালে সংস্থার ইন্টারমিডিয়েট ট্যাঙ্ক ফার্মে এই ঘটনা ঘটে। আহতদের ডিব্রুগড়ের অসম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। নিহত কর্মীর নাম রাজু দত্ত। বিস্ফোরণের পর তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন ডিব্রুগড়ের সিনিয়র পুলিশসুপার গৌরব অভিজিৎ দিলীপ। প্রথমে পাঁচজন আহতের নাম জানা গিয়েছিল। তাঁরা হলেন তপস গগৈ



(৪০), শৈলেন গগৈ (৪৫), কুমুদ গগৈ (৩৮), গোলাপ দত্ত (৫৮) এবং ইন্দ্র গগৈ (৪০)। তপসের বাড়ি ডিব্রুগড়ের মিলন নগরে। বাকি চারজন টেঙাখাতের বাসিন্দা।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রটির অপরিশোধিত তেল সংরক্ষণ বিভাগে কর্মীরা একটি ভালভ নিয়ে কাজ করার সময় বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের অভিঘাতে কয়েক জন কর্মী ছিটকে পড়েন। এর পরই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তবে কী কারণে বিস্ফোরণ ঘটেছে, তা এখনও নিশ্চিত

এরপর ছয়ের পাতায়

মণিপুরে বন্ধ স্থগিত, সাতদিনের সময় ইউনিটির

ইম্ফল, ৬ নভেম্বর : দুই কুকি-জো যুবকের অপহরণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ন্যায়বিচারের দাবিতে লাগাতার বন্ধ কর্মসূচি চালানোর পর আপাতত আন্দোলনে সাময়িক বিরতি ঘোষণা করল কমিটি অন ট্রাইবাল ইউনিটি। মণিপুর সরকারকে দাবি পূরণের জন্য সাতদিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে সংগঠনটি। এই সময়ের মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে সন্তোষজনক পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে আরও বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে তাঁরা। শুক্রবার সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আপাতত বন্ধ কর্মসূচি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত

এরপর ছয়ের পাতায়

দিল্লিতে ভূপেন জন্মশতবর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে থাকবেন মোদি : মুখ্যমন্ত্রী

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৬ নভেম্বর : এক বছর ধরে চলা ভূপেন হাজরিকার জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের সমাপ্তি হবে দিল্লির ভারত মণ্ডপমে এবং সেখানে উপস্থিত থাকবেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানেই বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ঊষা মঙ্গেশকরের হাতে তুলে দেওয়া হবে ‘ড. ভূপেন হাজরিকা জাতীয় পুরস্কার’। এই প্রথম দেওয়া হচ্ছে ওই সম্মান। শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

তিনি জানান, ভারত সরকার এবং অসম সরকারের যৌথ উদ্যোগে ২৯ নভেম্বর দিল্লির ভারত মণ্ডপমে এক

ভারত মণ্ডপমে শ্রেয়া, পাপন, কবিতা, শঙ্করদের পরিবেশনা

ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান আয়োজন হচ্ছে এবং সেখানে দেশের সেরা শিল্পীরা অংশ নেবেন। তালিকায় রয়েছে শ্রেয়া ঘোষাল, পাপন, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, কৌশিকী চক্রবর্তী, শঙ্কর মহাদেবন, মহালক্ষ্মী আইয়ার, শ্রীরাম এবং বেহালাবাদক এল সুব্রহ্মণ্যমের নাম। তাঁদের সঙ্গে থাকবেন আসামের শিল্পীরাও। তালিকায় রয়েছেন তারালি শর্মা, মৌসুমী সাহারিয়া, আনন্দিতা পাল, জুবলি বরুয়া, নাহিদ আফরিন, শঙ্কুরাজ কোঁওর, রূপম ভূঞা, দিক্ষু শর্মা, দাওর হাজরিকা, ময়ূর হাজরিকা এবং আচুর্য বরপাত্র গোহাঁই।

এরপর ছয়ের পাতায়

লখিমপুর ও ডিফু মেডিক্যালে এনএমসির অনুমোদন, রাজ্যে পিজি আসন বেড়ে ৮৩৯

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৬ নভেম্বর : অসমে চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ আরও বাড়ল। লখিমপুর ও ডিফু মেডিক্যাল কলেজে স্নাতকোত্তর স্তরে নতুন ৪৩টি আসনের অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় চিকিৎসা কমিশন (এনএমসি)। এর ফলে রাজ্যে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষার মোট আসনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮৩৯-এ। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, এর ফলে অসমের তরুণ চিকিৎসকেরা নিজের রাজ্যেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হওয়ার আরও বেশি সুযোগ পাবেন। নতুন অনুমোদিত আসনগুলি সাতটি

চিকিৎসা শিক্ষায় ৪৩টি আসন বৃদ্ধি

বিভাগে বণ্টিত হয়েছে। জেনারেল মেডিসিন, অ্যানাস্থেসিওলজি, শিশুরোগ, প্যাথলজি, রেডিওডায়াগনোসিস, জেনারেল সার্জারি এবং প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগে এমডি ও এমএস পাঠ্যক্রমের জন্য এই আসনগুলি অনুমোদন করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, স্নাতকোত্তর স্তরে আসন বাড়লে শুধু চিকিৎসকদের উচ্চতর শিক্ষার সুযোগই বাড়বে না, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাতেও তার প্রভাব পড়বে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরির পরিসর বাড়লে ভবিষ্যতে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে তাঁদের নিয়োগের সুযোগ তৈরি হবে। এতদিন উচ্চতর

এরপর ছয়ের পাতায়

দিল্লিতে গ্রেফতার মণিপুরের ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ জঙ্গি



নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : পুলিশের খাতায় মোস্ট ওয়ান্টেড। উত্তর-পূর্বের রাজ্য মণিপুরে একাধিক নাশকতায় জড়িত ভয়ংকর জঙ্গিকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ। নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠী পিপলস লিবারেশন আর্মির (পিএলএ) মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গি নেতাকে মণিপুরে খুঁজছিল পুলিশ। তবে দেখা গেল মণিপুর ছাড়িয়ে রাজধানীতে ডেরা বেঁধেছে এই জঙ্গি। শুক্রবার দক্ষিণ দিল্লির ঠিকানায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

তদন্তকারীদের দাবি অভিযুক্ত জঙ্গি নাম আরকে রেগান সিং ওরফে

এরপর ছয়ের পাতায়

মৎস্য জলাশয়ে মাখানা চাষে নয়া পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের : পীযূষ

গুয়াহাটি, ৬ নভেম্বর : কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং রাজ্যের জলসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে এবার মৎস্য জলাশয়গুলিতে মাখানা চাষ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। অসম মৎস্য উন্নয়ন নিগমের (এএফডিসি) অধীনস্থ ১৮৬টি মৎস্য জলাশয়ের মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশে পরীক্ষামূলকভাবে মাখানা চাষ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার গুয়াহাটিতে মৎস্য জলাশয়ের ইজারাদারদের সঙ্গে



এক বৈঠকে এই পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। কৃষি ও মৎস্য দফতরের যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

এদিন অসম প্রশাসনিক কর্মচারী মহাবিদ্যালয়ে আয়োজিত বৈঠকে মৎস্যচাষের পাশাপাশি জলাশয়গুলিতে বিকল্প কৃষিকাজের সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মন্ত্রী জানান, রাজ্যজুড়ে প্রায় ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে মাখানা চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে কৃষি

এরপর ছয়ের পাতায়

এনএসএ হটিয়ে প্রণব দোলেকে মুক্তি হাইকোর্টের

সাময়িকপ্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৬ নভেম্বর : ১১৮ দিন জাতীয় নিরাপত্তা আইনে (এনএসএ) আটক থাকার পর শুক্রবার সন্ধ্যায় গোলাঘাট জেলা কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন জমি ও আদিবাসী অধিকার কর্মী প্রণব দোলে। কাজিরাঙার কাছে প্রস্তাবিত বিলাসবহুল হোটেল প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নেওয়ার পর তাঁকে এই আইনে আটক করেছিল রাজ্য সরকার। শুক্রবার সেই আটকাদেশ খারিজ করে গৌহাটি হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, প্রণবকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। এনএসএ-র আওতায় আটক আইনের নিরিখে গ্রহণযোগ্য নয় বলেও মন্তব্য করেছে আদালত।

এরপর ছয়ের পাতায়



অসমে সংক্রমণজনিত প্রসূতি মৃত্যুর হার হ্রাস

জুলাইয়ে ২১ শতাংশ, কমে অক্টোবরে ৮ শতাংশে

গুয়াহাটি, ৬ নভেম্বর : মাতৃস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও প্রসবকালীন সংক্রমণ প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির দাবি করল অসম সরকার। রাজ্যে সেপসিস বা সংক্রমণজনিত কারণে প্রসূতি মৃত্যুর অনুপাত ২০২৬ সালের জুলাই মাসে ২১ শতাংশ থেকে কমে অক্টোবর মাসে ৮ শতাংশে নেমে এসেছে। অর্থাৎ মাত্র চার মাসের ব্যবধানে এই হার ১৩ শতাংশীয় পয়েন্ট কমেছে। শুক্রবার রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী অশোক সিংহল এই তথ্য প্রকাশ করেন। অসমের এই সাফল্যকে স্বীকৃতি দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক দেশের যেসব রাজ্যে প্রসূতি মৃত্যুর অন্যতম কারণ সেপসিস, তাঁদের সামনে অসমের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের মডেল তুলে ধরার আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

মন্ত্রী জানান, সরকারি স্বাস্থ্য



পরিষেবা কেন্দ্রগুলিতে সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলেই এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের কর্মীদের ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি বলেন, নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে সংক্রমণ প্রতিরোধ, দ্রুত রোগ সনাক্তকরণ এবং সময় মতো চিকিৎসার ওপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

স্বাস্থ্য দফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত প্রতি মাসেই সেপসিসজনিত প্রসূতি মৃত্যুর অনুপাতে ধারাবাহিক হ্রাস দেখা গেছে। জুলাই মাসে এই হার ছিল ২১ শতাংশ। আগস্টে তা কমে ১৩ শতাংশে দাঁড়ায়। সেপ্টেম্বরে আরও কমে ১১ শতাংশ এবং অক্টোবরে নেমে আসে ৮ শতাংশে। এই ধারাবাহিক উন্নতিকে রাজ্যের মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই সাফল্যের পিছনে সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একাধিক নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। গত ২৫ সেপ্টেম্বর ডিব্রুগড়ে আয়োজিত মাতৃমৃত্যু হ্রাস, শিশুমৃত্যু হ্রাস এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক রাজ্যস্তরের সম্মেলনে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী অশোক সিংহল দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের সূচনা করেন। এর মধ্যে রয়েছে সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দিষ্ট পরিচালন বিধি বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিওর (এসওপি) এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত ডিজিটাল পর্যবেক্ষণ পোর্টাল।

নতুন নির্দেশিকায় সরকারি হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগ ও নবজাতক পরিচর্যা কেন্দ্রগুলিতে পরিচ্ছন্নতা এবং জীবাণুমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর আওতায় রয়েছে প্রসবকক্ষ, মাতৃত্বকালীন অস্ত্রোপচার কক্ষ, প্রসব-পরবর্তী পরিচর্যা বিভাগ,

এরপর ছয়ের পাতায়

সাময়িক প্রসঙ্গ
শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপনের সেরা মাধ্যম
যোগাযোগ করুন: ২৪৬৪২২, ২৩০০০৬

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
punjab national bank

ইমেল : cosilcharrecovery@pnb.bank.in
সিও : এসএএম, মণ্ডল কার্যালয় শিলচর (৯০৩২০০)
মণ্ডল কার্যালয়, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর-৭৮৮০০১ (আসাম)

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮ (৬) এবং রুল ৯ (১)-এ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০০২-অধীনে ব্যাঙ্কে বন্ধক হিসেবে রাখা স্থাবর সম্পত্তি ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের জানানো যাচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি; যা ঋণদাতার (ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান) নিকট বন্ধক রাখা হয়েছে এবং যার গঠনগত/ভৌত/প্রতীকী দখল ইতিমধ্যে ঋণদাতার অনুমোদিত কর্মকর্তা গ্রহণ করেছেন তা নিচে প্রদত্ত সারণিতে উল্লিখিত তারিখে *'যে অবস্থায় আছে, যেখানে আছে'* ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের নিকট থেকে পাওনা অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে এই বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির বিপরীতে সংরক্ষিত মূল্য এবং জামানত হিসেবে জমা দেওয়ার অর্থ নিচে প্রদত্ত সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংরক্ষিত সম্পত্তিসমূহের তালিকা

ক্রম নং	ক) ব্রাঞ্চের নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের অ্যাকাউন্টের নাম এবং ঠিকানা	জামানতে থাকা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/ স্বত্বাধিকারীর নাম (সম্পত্তির জামিনদার)	(ক) সার্ফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-র ইউ/এস ১৩(২) মতে ডিমান্ড নোটিশের তারিখ (খ) বকেয়া পরিমাণ (গ) সার্ফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-র ইউ/এস ১৩(২) মতে দখল নেওয়ার (ঘ) দখল নেওয়ার ধরন প্রতীকী/শারীরিক	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ) (খ) ইএমডি (গ) বিড বৃদ্ধি পরিমাণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	ঋণদাতার কাছে প্রদত্ত সমস্যার বিবরণ
১	ক) বদরপুর (০০৩৮২০) খ) সজল কুমার দাস গ) ঋণগ্রহীতা : (১) সজল কুমার দাস, পিতা মৃত জলধর চন্দ্র দাস, গ্রাম- সিদ্ধেশ্বর ২য় খণ্ড, পোঃ অঃ- কাতিরাইল, জিলা- কাছাড়, আসাম-৭৮৮৭০৫।	**সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সব ধরনের জমি সহ বিল্ডিং** যার মৌজা- সিদ্ধেশ্বর ২য় খণ্ড, পরগনা- কাটিগড়া, কাছাড়, যার পরিমাপ ৫ কাঠা, যার দাগ নং-১৯২ যা ২য় আরএস পাট্টা নং-৭২, এই অবস্থানে সজল কুমার দাসের নামে রয়েছে। **চতুঃসীমা- উত্তর :** কালাইন-বদরপুর সড়ক অভিমুখে ১২ ফুট প্রশস্ত সর্বজনীন চলাচলের রাস্তা, **দক্ষিণ :** কমন প্যাসেজ **পূর্ব :** জয় কিশোর কাহারের জমি, **পশ্চিম :** সুখময় দাসের জমি।	(ক) ১০-০২-২০২২ (খ) ৯,৯৬,৮৯২.০০ টাকা + তার সঙ্গে প্রযোজ্য সুদ ০১-০২-২০২২ ইং হইতে ও অন্যান্য ব্যয় সংবলিত (গ) ০৫-০৫-২০২২ (ঘ) প্রতীকী দখল	(ক) ৫২.৬০ লক্ষ (খ) ৫.২৬ লক্ষ (২৫-১১-২০২৬-এ বা তার আগে) (গ) ০.১০ লক্ষ	২৬-১১-২০২৬ দিনের সকাল ১১-০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা	ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়
	ক) শিলচর (০০৩৭২০) খ) মাহমুদ হাসান মজুমদার গ) ঋণগ্রহীতা: মাহমুদ হাসান মজুমদার, পিতা মৃত মহিবুর রহমান মজুমদার, গ্রাম এবং পোঃ অঃ বেরেঙ্গা ২য় খণ্ড, শিলচর, আসাম, ৭৮৮০০৫। **জামিনদার/বন্ধকদাতা-** কাবুল হোসেন লস্কর, পিতা মৃত মজির উদ্দিন লস্কর, গ্রাম এবং পোঃ কনকপুর ২য় খণ্ড, শিলচর, আসাম-৭৮৮০০৫	**সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সবধরনের সম্পত্তি সহ জমি সহ উক্ত প্লটে নির্মিত একটি সেমি আরসিসি বিল্ডিং** যার পরিমাপ ১৫ কাঠা, ১০ ছটাক ৩ গণ্ডা, যার দাগ নং-৫৪৯, ৫৪৭ এবং ৫০৯, ৫৩১, ৫৩০, ৫৩২, ৫৫০, ৫৪৫, ৫৭০, যা ২য় আর এস পাট্টা নং- ১৯৬, ৫, যার মৌজা-কনকপুর ২য় খণ্ড, পরগনা- বরাকপার, কনকপুর, শিলচর এই অবস্থানে কাবুল হোসেন লস্কর এর নামে রয়েছে। **চতুসীমা- উত্তর :** মোঃ মঞ্জুর আহমেদ বড়ভুইয়ার জমি, **দক্ষিণ :** ৬ ফুট প্রশস্ত লেন, **পূর্ব :** মোছাঃ রুমি বেগমের জমি, **পশ্চিম :** কাবুল হোসেনের খরিদা জমি এবং তার পরবর্তীতে মোছাঃ ফখরুন নেছার জমি।	(ক) ২৫-০৬-২০২১ (খ) ২৬,৬০,৬২৪.৫১ টাকা সঙ্গে প্রযোজ্য সুদ ০১-০৬-২০২১ ইং হইতে (গ) ০৯-০৬-২০২২ (ঘ) প্রতীকী দখল	(ক) ৩৩.৮৪ লক্ষ (খ) ৩.৩৮৪ লক্ষ (২৫-১১-২০২৬-এ বা তার আগে) (গ) ০.১০ লক্ষ		
	ক) শিলচর (০০৩৭২০) খ) শমিষ্ঠা দেব পুরকায়স্থ গ) ঋণগ্রহীতা: শমিষ্ঠা দেব পুরকায়স্থ, স্বামী অনিমেষ দেব পুরকায়স্থ, ১ম লিংক রোড, লেন নং-১৫, গৃহ নং-২৮, শিলচর, আসাম-৭৮৮০০৬ **জামিনদার-** ১) অনিমেষ দেব পুরকায়স্থ, ১ম লিংক রোড, লেন নং-১৫, গৃহ নং-২৮, শিলচর, আসাম-৭৮৮০০৬	**সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সবধরনের সম্পত্তি সহ জমি এবং পরিকাঠামো** যার পরিমাপ ০৫ কাঠা, যা ২ আরএস দাগ নং-৫ এবং ২য় আরএস পাট্টা নং-৩, এর অন্তর্গত, যার মৌজা-কনকপুর ১ম খণ্ড, পরগনা- বরাকপার, এর অধীনে লেন নং-১৫, ১ম লিংক রোড এই অবস্থানে শর্মিষ্ঠা দেব পুরকায়স্থের নামে রয়েছে। **চতুসীমা- পূর্ব :** লিংক রোড লেন নং-১৫, **পশ্চিম** লিংক রোড লেন নং-১৪, **উত্তর :** শ্রীমতী বীণাপাণি নাথ চৌধুরীর বসতবাড়ি, **দক্ষিণ :** নিভুরাম দাসের বসতবাড়ি।	(ক) ১৮-০৫-২০২১ (খ) ২৯,৫৫,১০৩.৬০ টাকা সঙ্গে প্রযোজ্য সুদ ০১-০১-২০২২ ইং হইতে (গ) ২০-১০-২০২১ (ঘ) প্রতীকী দখল	(ক) ৭৭.৭৬ লক্ষ (খ) ৭.৭৭৬ লক্ষ (২৫-১১-২০২৬-এ বা তার আগে) (গ) ০.১০ লক্ষ		

শর্তাবলী: উক্ত নিলাম বিক্রয়টি সুরক্ষা সুদের (প্রয়োগকরণ) বিধি ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তসাপেক্ষ থাকবে :

১। সম্পত্তিগুলি **'যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়'** এবং **'যেভাবে আছে সেভাবে'** এবং **'যে ভিত্তিতে রয়েছে'** হিসেবে বিক্রয় হবে।

২। উল্লিখিত তফসিল বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণী অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বোত্তম তথ্য সম্পর্কে জানানো হয়েছে, তবে অমুদিত ঘোষিত এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, বিভ্রান্তি বা বাদ পড়লে অনুমোদিত অফিসারকে জবাবদিহি করতে পারবেন না।

৩। নিলাম বিক্রয় **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে উল্লিখিত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্ন স্বাক্ষরকারী দ্বারা সম্পন্ন করা হবে।

৪। নিলামের বিস্তারিত বিবরণ এবং শর্তাবলী **https://baanknet.com** এবং **www.pnbindia.in** দেখুন।

তারিখ : ০৬-১১-২০২৬
স্থান : শিলচর

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সিকিউরড ক্রেডিটর

সার্ফেসি আইন, ২০০২ এর বিধি ৮ (৬) এর অধীনে পরিসংখ্যান বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

বদরপুরের ঘাটুদরমে হামলা, গুরুতর আহত দু'জন মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন



এমএইচ বাহার উদ্দিন

বদরপুরঘাট, ৬ নভেম্বর : এংলারবাজার এলাকার ঘাটুদরমে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একই পরিবারের চার সদস্যের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় একদল যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বাড়িতে ঢুকে লাঠি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে পরিবারের সদস্যদের বেধড়ক মারধর করা হয়। এতে গুরুতর আহত হয়েছেন গৃহকর্ত্রী-সহ পরিবারের চারজন। তাঁদের মধ্যে গৃহকর্ত্রী ও ছেলের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। বর্তমানে গৃহকর্ত্রী সেখানেই চিকিৎসাধীন। প্রাপ্ত অভিযোগ অনুযায়ী, গত রবিবার রাত প্রায় ৮টায় ঘাটুদরমের বাসিন্দা মতিলাল রায় বাড়ির কাছের একটি দোকানে বিস্কুট কিনতে যান। সেখানে মোবাইলে খবর দেখা ও সামান্য কথাবার্তাকে কেন্দ্র করে একই এলাকার বাসিন্দা নৃপেন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁর বচসা হয়। এ সময় নৃপেন্দ্র তাঁকে গালিগালাজ ও মারধরের হুমকি দেন বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হলে মতিলাল রায় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু অভিযোগ, এর কিছুক্ষণ পর রাত সাড়ে ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে এংলারবাজার জিপির প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রতিনিধি বাদল রায় ও নৃপেন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে প্রায় ১৫-১৬ জনের একটি দল লাঠি ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে মতিলাল রায়ের বাড়িতে হামলা চালায়। আক্রান্ত পরিবারের অভিযোগে রিংকু রায়, টিংকু রায়, লিপ্টু রায়, মনোজ, কাজল রায় ও মুক্তেশ্বর রায়ের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগ, হামলাকারীরা বাড়িতে ঢুকেই মতিলাল রায়কে লাঠি দিয়ে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দেয়। স্বামীকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলে তাঁর স্ত্রীকেও মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়। মা-বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁদের ছেলেও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে রক্তাক্ত হন। পরিবারের নববধূকেও মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি ঘরের আলমারির উপর রাখা একজোড়া সোনার কানের দুল নিয়ে যাওয়ার অভিযোগও তুলেছে পরিবারটি। চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে বদরপুর থানায় নিয়ে যান। পরে তাঁদের শ্রীগৌরী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় সেখান থেকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। জানা গেছে, মতিলাল রায়ের ছেলের মাথায় সাতটি এবং তাঁর স্ত্রীর মাথায় দশটি সেলাই পড়েছে।

এদিকে, ঘটনার পর আক্রান্ত পরিবারের পক্ষ থেকে বদরপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটানো পরিবারটি শ্রীভূমির সিনিয়র পুলিশসুপার লীনা দোলে এবং বদরপুর থানার ওসি মানসজ্যোতি বড়োর কাছে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত, অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার এবং ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত অব্যাহত রেখেছে। তবে ধরপাকড়ের খবর পাওয়া যায়নি।

প্রয়াত কংগ্রেস নেতা বিধান মুখার্জি



সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ নভেম্বর : শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন শিলচর জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক বিধান মুখার্জি। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৫৮। তিনি রেখে গেছেন পত্নী অণিমা মুখার্জি, এক পুত্র -সহ অন্যান্য পরিজনদের।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, প্রয়াত বিধান মুখার্জি বেশ কিছুদিন ধরে বহুমূত্র রোগে ভুগছিলেন। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক ও সমবেদনা জানাতে সঞ্জীব রায় এবং রাজেশকুমার সিনহা শিলচরের পশ্চিম সিঙ্গারি গ্রামে অবস্থিত তাঁর বাড়িতে যান। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এবং শিলচর জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে তাঁরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

দুধপাতিল এতিমখানা মাদ্রাসার বড় হুজুর আলহাজ আব্দুল মজিদ প্রয়াত



সাময়িক প্রসঙ্গ, বড়খলা, ৬ নভেম্বর : দুধপাতিল খরিলপার এতিমখানা মাদ্রাসার বড় হুজুর আলহাজ আব্দুল মজিদ আর নেই। তিনি সবার কাছে 'জিকিরের মেছাব' নামে সুপরিচিত ছিলেন। গোটা বরাক উপত্যকা-সহ অসমের বিভিন্ন স্থানে তাঁর পরিচিতি রয়েছে। তিনি বরাক উপত্যকা-সহ অসমের বিভিন্ন স্থানে জিকিরের মহফিলে যেতেন। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই পরিচিত মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। উল্লেখ্য, অন্যান্য দিনের মতো বৃহস্পতিবার তিনি হাইলাকান্দিতে এক জিকিরের মহফিলে গিয়েছিলেন। রাত ১টার সময় হঠাৎ তিনি অসুস্থতা বোধ করলে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। রেখে গেছেন স্ত্রী, একমাত্র কন্যা-সহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন। শুক্রবার দুধপাতিল খরিলপারে তাঁর হাতে গড়া এতিমখানা মাদ্রাসায় অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মানুষের উপস্থিতিতে জানাজার নামাজ আদায় করা হয়। জানাজার নামাজ পরিচালনা করেন বাঁশকান্দি মাদ্রাসার শিক্ষক মওলানা কারি লুকমান। জানাজার নামাজ শেষে মাদ্রাসা সংলগ্ন কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা গুল নেহার মজুমদার প্রয়াত



সাময়িক প্রসঙ্গ, সোনাই, ৬ নভেম্বর : সোনাই পুর-এলাকার দুই নম্বর ওয়ার্ডের নজরুল সরণির বাসিন্দা তথা সোনাই এসসি রায় এমই স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা গুল নেহার বেগম মজুমদার আর নেই। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বস ত্যাগ করেন। জানা গেছে, এদিন বেলা বারোটা নাগাদ গুল নেহার বেগম নিজ বাড়িতে আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এরপর তাঁকে তড়িঘড়ি সোনাই রোডের এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও বিকাল দিকে শরীর ফের খারাপ হয়ে যায়। এরপর ওই হাসপাতালের চিকিৎসকদের পরামর্শে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসারত অবস্থায় রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল প্রায় ৭৪ বছর। তিনি রেখে গেছেন তিন পুত্র, তিন পুত্রবধূ, এক কন্যা, জামাতা, নাতি-নাতনীদের। প্রয়াতের প্রথম পুত্র শাহাদত হোসেন লস্কর (বাপ্পি) সোনাই টাউন কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। দ্বিতীয় পুত্র মুন্না লস্কর ব্যবসায়ী। তৃতীয় পুত্র সাহেদ আহমদ লস্কর শিক্ষক।

গুল নেহার বেগম মজুমদার ২০০৭ সালে সোনাই এসসি রায় এমই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। একজন ধর্মপ্রাণ মহিলা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। শুক্রবার সোনাই এলাকায় প্রাক্তন শিক্ষিকার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোটা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। এদিকে, মৃত্যুর খবর পেয়ে সোনাইর বিধায়ক আমিনুল হক লস্কর-সহ অনেকে প্রয়াতের বাড়িতে গিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে গভীর সমবেদনা জানান। এদিকে, এদিন বেলা দু'টা নাগাদ অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে সোনাই নজরুল সরণির রহমানিয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাজা নামাজ শেষে প্রয়াত প্রাক্তন শিক্ষিকাকে কবরস্থ করা হয়। প্রয়াতের জানাজার নামাজ পাঠ করান সোনাই বড মসজিদের ইমাম মওলানা নুরুন্নবী বড়ভুইয়া। এছাড়া জানাজার আগে প্রয়াতের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন মওলানা হিফজুর রহমান মিসকাত। শিক্ষিকা গুল নেহার বেগম মজুমদারের মৃত্যুতে বিভিন্ন মহল থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্যান্সার রোগীদের বন্ধু কল্যাণ চক্রবর্তীর প্রয়াণে শোক পিপিএফের

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ নভেম্বর : নিজের শরীরেই বাসা বেঁধেছিল মারণরোগ, চলছিল মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই। তবু থেমে থাকেনি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার। নিজের অসুস্থতার মধ্যেও ক্যান্সার আক্রান্ত অসহায় রোগীদের সাহায্যে বারবার এগিয়ে এসেছেন কাছাড় ক্যান্সার হাসপাতালের প্রাক্তন প্রশাসনিক আধিকারিক তথা বিশিষ্ট সমাজকর্মী কল্যাণ চক্রবর্তী। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছে ওয়াহাটিভিত্তিক সমাজসেবী সংগঠন প্রোগ্রেসিভ পিপল্‌স ফাউন্ডেশন (পিপিএফ)। এক শোকবার্তায় সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কল্যাণ চক্রবর্তী ছিলেন এক নিবেদিতপ্রাণ মানবদরদি। জীবনের একটা বড় অংশ তিনি মানুষের কল্যাণে উৎসর্গ করেছিলেন। বিশেষ করে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাঁদের প্রয়োজনের সময়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। নিজেও রোগের সঙ্গে লড়াই করছিলেন। তা সত্ত্বেও অসহায় রোগীদের সাহায্য করতে কখনও পিছপা হননি তিনি। মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ, সমাজসেবার প্রতি নিষ্ঠা এবং নিঃস্বার্থ কর্মপ্রয়াস তাঁকে বহু মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র করে তুলেছিল। পিপিএফের সদস্যদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক। সংগঠন-সহ সদস্যদের সঙ্গে তাঁর এই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করেছে পিপিএফ। কল্যাণ চক্রবর্তীর প্রয়াণকে সমাজ এবং মানবসেবার সঙ্গে যুক্ত মহলের কাছে এক অপূরণীয় ক্ষতি বলে উল্লেখ করেছে সংগঠন। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে এই কঠিন সময়ে প্রয়াতের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন সংগঠনের পক্ষে ভাইস চেয়ারম্যান রফিক আহমদ লস্কর।

রবি ও সোমবার শ্রীভূমিতে ড্রাই ডে

শ্রীভূমি, ৬ নভেম্বর : শ্রীভূমি জেলায় কালীপূজার সময় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে এবং পূজা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে শ্রীভূমির জেলা কমিশনার এক আদেশযোগে ৮ ও ৯ নভেম্বর সমগ্র শ্রীভূমি জেলায় ড্রাই ডে ঘোষণা করেছেন। এতে ১৯১০ সালের আসাম আবগারি আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা ও উপ-ধারা অনুসারে জেলা কমিশনারের জারি করা আদেশ অনুসারে সমগ্র জেলায় সব ধরনের দেশি ও বিদেশি মদের দোকান, বন্ডেড ওয়ার হাউস ও কান্ট্রি স্পিরিটের দোকান রবি ও সোমবার বন্ধ থাকবে। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আবগারি আইন অনুসারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

UROLOGIST

স্বনামধন্য কিডনি বিশেষজ্ঞ **Dr. Joy Narayan Chakraborty,** *MS, FRCS, DNB (Double), MCH* বর্তমানে কলকাতার প্রসিদ্ধ FORTIS হাসপাতালে কর্মরত। আগামী **15 November, 2026** স্থানীয় **MEDINOVA** হাসপাতালে সকল ধরনের Kidney ureter, Bladder Stone, Prostate এবং অন্যান্য Urinary জটিল রোগের চিকিৎসা ও প্রয়োজনে LASER-MACHINE-এর দ্বারা অপারেশন করিবেন। নাম নথিভুক্ত করার শেষ দিন **14 November, 2026.**

(M) 6900280695

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

সাময়িক প্রসঙ্গে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে পাঠকদের যথাযথ খোঁজখবর নিতে বলা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোনও দাবি বা বক্তব্য সম্পর্কে সামায়িক প্রসঙ্গ কোনও ধরনের দায়িত্ব বা নিশ্চয়তা বহন করে না।

কর্মাধ্যক্ষ— **সাময়িক প্রসঙ্গ**

Affidavit

I, **Kulsuma Begum Barbhuiya**, W/o- Nozrul Hoque Barbhuiya, resident of Niz- Joynagar, P.O.- Niz-Joynagar, P.S- Silchar, Dist.- Cachar, Assam, Pin-788025, do hereby solemnly affirm on oath and state that before marriage I was known as "KULSUMA BEGUM LASKAR" and after marriage with Nozrul Hoque Barbhuiya of Niz-Joynagar, P.S.- Silchar, Cachar, Pin-788025, I have decided to adopt the surname of my husband "BARBHUIYA" and relinquished my previous surname "LASKAR" and I shall be known as "KULSUMA BEGUM BARBHUIYA" and sworn for the purpose of declaring the aforementioned facts to the concerned authority and for updating/correcting my name in my official, educational, banking, employment, identity and other records, wherever required, by an Affidavit Certificate No. IN-AS63325893067186Y before the Magistrate at Silchar on this the 9th day of September, 2026, declare that "KULSUMA BEGUM BARBHUIYA" and "KULSUMA BEGUM LASKAR" is the name of one and same person i.e. myself.

Kulsuma Begum Barbhuiya,
Deponent

মেয়র কার্য্যালয় :::: শিলচর পৌর নিগম
কাছাড় ::: শিলচর

-: বিজ্ঞপ্তি :-

এতদ্বারা শিলচর পৌর নিগমের অন্তর্গত সকল জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, অদ্য ৭ই নভেম্বর, ২০২৬ ইংরাজী হইতে শিলচর পৌর নিগম পরিচালিত পরিচিত শিলচর শ্মশানঘাটে মৃতদেহের সৎকার সম্পন্ন হওয়ার দিনেই সংশ্লিষ্ট মৃত ব্যক্তির দাহ কার্যের শংসাপত্র (Cremation Report) প্রদান করা হবে।

উক্ত নির্দেশ যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট শ্মশানঘাটের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হল।

স্বাক্ষর/-
মেয়র
শিলচর পৌর নিগম
শিলচর

মেমো নং-এস, এম, জি, ইউ, বি,-১৬/২০২৬-২৭/১৪১৪-ক
তাং ০৬/১১/২০২৬

হাইলাকান্দিতে স্বীকৃত ১৮ জন সাংবাদিককে মুখ্যমন্ত্রীর উৎসবের উপহার



জেলা কমিশনারের কার্যালয়ে সমবেত সাংবাদিকরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ৬ নভেম্বর : রাজ্যের অন্যান্য জেলার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শুক্রবার হাইলাকান্দি জেলার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ১৮ জন সাংবাদিকের হাতে উৎসব উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পক্ষ থেকে উপহার তুলে দেওয়া হয়।

এ উপলক্ষে জেলা কমিশনারের কার্যালয়ের সভাকক্ষে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের উৎসবের উপহার হিসেবে বৈদ্যুতিক ইন্ডাকশন কুকার প্রদান করা হয়।

জেলা কমিশনারের অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন জেলা উন্নয়ন কমিশনার (ডিডিসি) নরসিং বে। তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্র গঠনে সাংবাদিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত জেলা জনসংযোগ আধিকারিক তথা সহকারী কমিশনার অনুশ্রুত দাস কাশ্যপ। এছাড়া বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা কমিশনার অন্তরা সেন।

সাংবাদিকদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন নীলোৎপল দেব, শঙ্করী চৌধুরী ও বিভূতি মজুমদার। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগের প্রশংসা করে সাংবাদিকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জেলা জনসংযোগ আধিকারিকের পক্ষে শঙ্কর চৌধুরী।

কাছাড় কলেজে সড়ক নিরাপত্তা সচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ নভেম্বর : কাছাড় কলেজ, শিলচরের উদ্যোগে শুক্রবার সড়ক নিরাপত্তা সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সড়ক নিরাপত্তা, ট্রাফিক আইন এবং রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল আচরণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিই ছিল এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

কাছাড় কলেজের অধ্যক্ষ ড. অপ্রতিম নাগ এবং অভ্যন্তরীণ গুণমান নিশ্চয়তা কোষ-এর সমন্বয়ক ড. নিতু দেবনাথের উদ্যোগ ও নির্দেশনায় এই কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

নিতু দেবনাথ এই কর্মসূচিতে রিসোর্স পার্সন হিসেবে বক্তব্য রাখেন। তিনি সড়ক নিরাপত্তার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন। এর মধ্যে ট্রাফিক আইন মেনে চলা, রাস্তার নির্দেশিকা ও ট্রাফিক সংকেত অনুসরণ করা, নির্ধারিত গতিসীমা বজায় রাখা এবং গাড়ি চালানোর সময় সতর্কতা অবলম্বনের বিষয়গুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। দু'চাকার যান চালানোর সময় হেলমেট পরিধান, গাড়িতে যাতায়াতের সময় সিট বেল্ট ব্যবহার এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে প্রয়োজনীয় সুরক্ষামূলক



ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পাশাপাশি, পথচারীদের নির্দিষ্ট ফুটপাত ও জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার করা এবং রাস্তা পারাপারের সময় সতর্ক থাকার প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরা হয়।

কর্মসূচিতে ক্রমবর্ধমান সড়ক দুর্ঘটনা এবং ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের ওপর এর গুরুতর

আইনব্যবসার গেরো, নীহারেন্দ্র জমানার অভিজ্ঞতায় শঙ্কা

দুর্লভ নয়, পুরবাসীর কাছে সহজলভ্য হবার প্রতিশ্রুতি অমরেন্দ্রর

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ নভেম্বর : ২০২০ সালে মেয়াদ শেষ হওয়া শিলচর পুরসভার শেষ বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন নীহারেন্দ্র নারায়ণ ঠাকুর। পুরসভার অবলুপ্তির পর পুরনিগমের প্রথম মেয়র হলেন তাঁরই স্বদলীয় অমরেন্দ্র পাল। পুরসভার চেয়ারম্যান ও পুরনিগমের মেয়র; পদমর্যাদায় ফারাক থাকলেও দু'জনের মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি মিল। একই রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ার পাশাপাশি পেশাগত জীবনেও দু'জনেই আইনজীবী। আর এই পেশাগত মিলের সূত্র ধরেই নীহারেন্দ্রবাবুর কার্যকালের অভিজ্ঞতা সামনে এনে অনেকে প্রশ্ন তুলছেন, পুরনিগমের কাজে গিয়ে মেয়রের সাক্ষাৎ পাওয়াটা কি কঠিন হয়ে দাঁড়াবে? যদিও এমন আশঙ্কাকে কার্যত উড়িয়ে দিয়েছেন অমরেন্দ্রবাবু।

বৃহস্পতিবার শপথগ্রহণের পর এক দফা পুরনিগম ভবনে গিয়ে বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের সঙ্গে পরিচিত হন নতুন মেয়র। প্রায় দু'ঘণ্টা মেয়রের কক্ষে কাটিয়ে সেদিন ফিরে গেলেও শুক্রবার সকালেই ফের হাজির হন তিনি। এরপর দুপুরে জেলা কমিশনারের কার্যালয়ে গিয়ে আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রী কৌশিক রায়ের বৈঠকে যোগ দেন। বৈঠক শেষে আবার ফিরে আসেন পুরনিগম ভবনে। সেখানেই চলে কাজকর্ম। এই ব্যস্ততার মধ্যেই '*সাময়িক প্রসঙ্গ*'-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় মেয়র হিসেবে নিজের কর্মপরিকল্পনা ও ভাবনার কথা তুলে ধরেন তিনি। কথোপকথনের একপর্যায়ে স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে তাঁর

প্রয়োজনে প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান পত্নীরও পরামর্শ নেবেন নতুন মেয়র



পূর্বসূরি নীহারেন্দ্রবাবুর প্রসঙ্গ।

আইনজীবী নীহারেন্দ্রবাবু চেয়ারম্যান থাকাকালীন পেশাগত কারণে দিনের একটা বড় সময় আদালতেই কাটাতেন। অভিযোগ ছিল, সাধারণত বিকেল ৩ টের আগে পুরসভায় গেলে অনেক সময় তাঁকে পাওয়া যেত না। এই প্রসঙ্গ টেনে নতুন মেয়রের কাছে জানতে চাওয়া হয়, আইনজীবীর পেশা বজায় রেখেও পুরনিগমের দায়িত্ব পালনে তিনি কীভাবে সময়ের সমন্বয় ঘটাবেন? উত্তরে অমরেন্দ্রবাবুর স্পষ্ট বক্তব্য, দিনের কর্মসময়ের ৯০ শতাংশই তিনি পুরনিগমের কাজে ব্যয় করবেন। ফলে পুরনিগমে কোনও প্রয়োজনে এসে মেয়রের সাক্ষাৎ পেতে কাউকে সমস্যায় পড়তে হবে, এমন আশঙ্কার কোনও কারণ নেই।

এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অবশ্য অমরেন্দ্রবাবু একবারের জন্যও নীহারেন্দ্রবাবুর নাম উল্লেখ করেননি। স্বদলীয় বর্ষীয়ান নেতার বিরুদ্ধে অতীতে ওঠা অভিযোগ নিয়েও কোনও মন্তব্য করতে চাননি। শুধু নিজের দৈনন্দিন কর্মসূচি ও সময় বণ্টনের পরিকল্পনাই স্পষ্ট করেছেন। জানিয়েছেন, মেয়র হয়েছেন বলে আইনজীবীর পেশা ছেড়ে দেবেন, এমনটাও নয়। তবে দুই দায়িত্বের মধ্যে অগ্রাধিকার থাকবে পুরনিগমের কাজেই। দিনের কর্মসময়ের মাত্র ১০ শতাংশ আদালতের কাজের জন্য বরাদ্দ রেখে বাকি ৯০ শতাংশ সময় তিনি পুরনিগমের কাজে নিয়োজিত থাকবেন। তাঁর কথায়, মেয়রের মতো গুরুদায়িত্ব যখন তাঁকে দেওয়া হয়েছে, তখন তা সুচারুভাবে পালন করতেই হবে। আইনজীবী হিসেবে তাঁর পেশাগত কাজের বড় অংশ আপাতত সামলাবেন জুনিয়ররা। আর তাঁর স্ত্রী চামেলি পালও আইনজীবী। যিনি নীহারেন্দ্র নারায়ণ ঠাকুরের পুরবোর্ডে ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন। যদিও আগে নিয়মিত আদালতে যেতেন না। তবে শুক্রবার থেকেই ফের আদালতে যাওয়া শুরু করেছেন তিনি। ভবিষ্যতেও নিয়মিত আদালতে যাবেন। জুনিয়রদের সহযোগিতায় স্বামীর আইন ব্যবসার কাজকর্মও সামলাবেন। পাশাপাশি অমরেন্দ্রবাবুও প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু সময় আদালতে দেবেন। আপাতত এভাবেই দুই পেশার মধ্যে সময় ও

এরপর সাতের পাতায়

'অ্যাভারেজ' বিদ্যুৎ বিল বন্ধের দাবিতে সরব কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশন

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ নভেম্বর : অল আসাম ইলেকট্রিসিটি কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশন কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে পাভলভ লস্করের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল শুক্রবার উধারবন্দ সংমণ্ডলের সাব-ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ারের কাছে একটি স্মারকপত্র প্রদান করে।

স্মারকপত্রে উল্লেখ করা হয় যে, বিগত বেশ কিছুদিন ধরে উধারবন্দ সাব-ডিভিশনের অধীনে থাকা অসংখ্য সাধারণ ও নিম্নবিত্ত গ্রাহকদের বাড়িতে কোনও ধরনের বাস্তব মিটার রিডিং না নিয়েই সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে আনুমানিক বা

এরপর সাতের পাতায়

হজ ২০২৭: নির্বাচিত হজযাত্রীদের দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ জমার নির্দেশ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ নভেম্বর : হজ-২০২৭ (১৪৪৮ হিজরি) উপলক্ষে নির্বাচিত হজযাত্রীদের দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ জমা দেওয়ার নির্দেশ জারি করেছে হজ কমিটি অব ইন্ডিয়া। মুম্বাইয়ের বাইতুল হুজ্জাজ থেকে গত ৫ নভেম্বর জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রত্যেক নির্বাচিত হজযাত্রীকে দ্বিতীয় কিস্তি বাবদ ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা আগামী ৩০ নভেম্বর,-এর মধ্যে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হজ কমিটি অব ইন্ডিয়ার মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে

এরপর সাতের পাতায়

বড়খলায় সড়ক দুর্ঘটনায় হত ভবঘুরে

সাময়িক প্রসঙ্গ, বড়খলা, ৬ নভেম্বর : বড়খলা ভিতরগঙ্গাপুর প্রথম খণ্ড শিলচর জয়ন্তিয়া সড়কে দুর্ঘটনায় হত ভবঘুরে ব্যক্তি। শুক্রবার কাকভোরে অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় শিলচর জয়ন্তিয়া সড়কে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় ভিডিপি সভাপতি সুরজ কুমার চৌধুরী প্রথমে দুর্ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন। তিনি প্রথমে ভিডিপি সম্পাদক ফখরুল ইসলাম লস্করকে অবগত করেন। খবর দেওয়া হয় বড়খলা পুলিশে। খবর পাওয়ামাত্র বড়খলা থানার সাব ইন্সপেক্টর সৌরভ বরদলৈর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। এবং মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে, কীভাবে সড়ক দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

অসমের আকাশে আমুর ফ্যালকন ড্রোন ওড়ানোয় সতর্কবার্তা জয়ন্তর

বিপ্লব দেব

হাফলং, ৬ নভেম্বর : শীতের মরসুমে ফের পরিযায়ী পাখি আমুর ফ্যালকনের আনাগোনায় মুখর অসমের আকাশ। ইতোমধ্যেই রাজ্যে এসে পৌঁছেছে এক লক্ষেরও বেশি আমুর ফ্যালকন। ডিমা হাসাও জেলার উমরাংশু এবং মরিগাঁও জেলার ধরমতুল-সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এই পরিযায়ী পাখিদের ব্যাপক সমাগম ঘটেছে। পাখিদের এই অবাধ বিচরণ ও বিশ্রামে যাতে কোনও বিঘ্ন না ঘটে, সে জন্য তাদের সমাগমস্থল ও রাত্রিযাপনের এলাকায় ড্রোন ওড়ানো থেকে বিরত থাকার আবেদন জানিয়েছেন অসমের পরিবেশ ও



বনমন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বরুয়া। বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বার্তায় বনমন্ত্রী জানান, পূর্ব এশিয়া থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে প্রতি বছর পরিযানে বের হয় আমুর ফ্যালকন। দীর্ঘ এই যাত্রাপথে অসম তাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাময়িক বিশ্রামস্থল। এখানে কিছু সময় অবস্থানের পর ফের দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশে উড়ে যায় পাখির দল।

প্রতি বছর আমুর ফ্যালকনের এই আগমন প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে এক বিশেষ আকর্ষণ। একইসঙ্গে পরিযায়ী পাখিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে অসমের প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্বও তুলে ধরে এই ঘটনা। তবে পাখিদের সমাগম দেখতে গিয়ে মানুষের অসতর্ক আচরণ যাতে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বিঘ্ন না ঘটায়, সে বিষয়ে সতর্ক করেছেন বনমন্ত্রী। বিশেষ করে সমাগম স্থলের আশপাশে ড্রোন ওড়ানোর ফলে সৃষ্ট

এরপর সাতের পাতায়

কাছাড়ে ৯০ জন পেলেন মুখ্যমন্ত্রীর উৎসবের উপহার

সাংবাদিকদের স্বীকৃতিপত্রের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী মন্ত্রী কৌশিক রায়

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ নভেম্বর : কাছাড় জেলার সাংবাদিকদের সরকারি স্বীকৃতিপত্র সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হলেন অসমের মন্ত্রী কৌশিক রায়। কোনও প্রকৃত সাংবাদিক যাতে নথিপত্রের জটিলতা বা প্রশাসনিক বিলম্বের কারণে সরকারি স্বীকৃতি, সরকারি অনুষ্ঠানে প্রবেশাধিকার এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন, সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেন তিনি। শুক্রবার শিলচরে কাছাড়ের জেলা কমিশনার কার্যালয়ের নতুন সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই উদ্যোগের কথা জানান মন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পক্ষ থেকে কাছাড় জেলার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের অনুমোদিত ৯০ জন সাংবাদিকের হাতে দীপাবলি ও কালীপুজোর উপহার তুলে দিতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রত্যেক সাংবাদিককে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছাপত্রের পাশাপাশি একটি করে



সাংবাদিক বিশ্বজিৎ দত্তের হাতে উপহার তুলে দিচ্ছেন সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য। রয়েছেন মন্ত্রী কৌশিক রায়, সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ প্রমুখ।

ইন্ডাকশন কুকটপ উপহার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী কৌশিক রায় জানান, বেশ কয়েকজন সাংবাদিক, এমনকী প্রবীণ সাংবাদিকরাও সরকারি স্বীকৃতিপত্র সংক্রান্ত জটিলতার মুখে পড়ছেন। এর ফলে অনেক যোগ্য সাংবাদিক সরকারি অনুষ্ঠান, ভিআইপি কর্মসূচি এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রমে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছেন না। সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকেও তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন। এই সমস্যা সমাধানে কাছাড় জেলার সাংবাদিকদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করে তাঁদের পরিচয় ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র যাচাই করার জন্য তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের বরাক উপত্যকা জোনের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন তিনি।

এরপর সাতের পাতায়

অসম ও কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন, শুনানি ফের পিছোল

এনআরসিতে বাদ পড়াদের আপিলের সুযোগ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে জমিয়ত

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : অসমের জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা, তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত ৩.১১ কোটি মানুষকে পরিচয়পত্র প্রদান এবং বাদ পড়া প্রায় ১৯ লক্ষ মানুষের আপিলের সুযোগ নিশ্চিত করার দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা জমিয়ত উলামার মামলার শুনানি ফের পিছিয়ে গেল। অসম সরকারের পক্ষ থেকে আদালতে জবাব দাখিলের জন্য আরও দুই সপ্তাহ সময় চাওয়ায় শুক্রবার



মামলাটির শুনানি স্থগিত রাখা হয়। জমিয়তের পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ এই মামলায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কেন এখনও যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছে না?

উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অসমে এনআরসি নবায়নের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর ২০১৯ সালের ৩১ আগস্ট চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়। ওই তালিকায় প্রায় ৩.১১ কোটি মানুষের নাম অন্তর্ভুক্ত হলেও প্রায় ১৯ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়ে। কিন্তু চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের ছয় বছর অতিক্রান্ত

এরপর সাতের পাতায়

শ্রীভূমি জেলায় দীপাবলি উপলক্ষে ৯ নভেম্বর স্থানীয় ছুটি ঘোষণা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ৬ নভেম্বর : শ্রীভূমির জেলা কমিশনার এক আদেশে আগামী ৯ নভেম্বর, সোমবার দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে সমগ্র শ্রীভূমি জেলায় স্থানীয় ছুটি ঘোষণা করেছেন। এই আদেশ অনুসারে সোমবার জেলায় রাজস্ব ও ম্যাজিস্ট্রিয়াল আদালত সহ রাজ্য সরকারের সব কার্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ থাকবে। এছাড়া, এনআই অ্যাক্টে ওই দিন জেলার সমস্ত

এরপর সাতের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা পেলেন উধারবন্দের ৭৬ জন



এক সুবিধাপ্রাপকের হাতে চেক তুলে দিচ্ছেন বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, উধারবন্দ, ৬ নভেম্বর : মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে উধারবন্দের ৭৬ জন অসুস্থ ও অসহায় মানুষের হাতে আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেওয়া হলো। শুক্রবার উধারবন্দ হাসপাতাল রোডের বিধায়কের জনসেবা কেন্দ্রে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে সুবিধাপ্রাপকদের হাতে অনুদানের চেক তুলে দেন স্থানীয় বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা। অনুষ্ঠানে বিধায়কের পাশাপাশি বিজেপির উধারবন্দ মণ্ডল সভাপতি উমা শঙ্কর ভট্টাচার্য সহ দলের একাধিক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা জানান, উধারবন্দ এলাকার বহু মানুষ চিকিৎসার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তার আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা গুরুতর রোগে আক্রান্ত, তাঁদের চিকিৎসার জন্য তুলনামূলক বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। অন্যদিকে, অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর অসুস্থতায় আক্রান্তদের কিছুটা কম পরিমাণে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। এদিন মোট ৭৬ জনের হাতে অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয়।

এই আর্থিক সহায়তার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন বিধায়ক। তিনি বলেন, উধারবন্দ এলাকার সাধারণ মানুষ যাতে চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন, সে জন্য প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আগামী দিনেও এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। পাশাপাশি টিকল মডেল হাসপাতালে বিনামূল্যে ডায়ালিসিস পরিষেবা চালুর বিষয়টিও তুলে ধরেন বিধায়ক। তিনি জানান, সম্প্রতি চালু হওয়া এই কেন্দ্রে গত এক মাসে প্রায় ৮০ জন রোগী ডায়ালিসিস পরিষেবা গ্রহণ করেছেন। এলাকার কিডনি রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই পরিষেবা বিশেষভাবে সহায়ক হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

ইটখোলা বাজারে সর্বজনীন কালীপুজো

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ নভেম্বর : প্রতি বছরের মতো এবারও আগামী ৮ নভেম্বর, রবিবার ইটখোলা বাজার কমিটির উদ্যোগে সর্বজনীন কালীপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে ইটখোলা বাজারের কালীমাতা মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে দিনভর বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

আয়োজকরা জানান, রবিবার রাত ৮টা ৩০ মিনিটে আরতির মধ্য দিয়ে পুজোর অনুষ্ঠান শুরু হবে। রাত ১০টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে নিশিপুজো

এরপর সাতের পাতায়

জঙ্গল বুকের আদলে শ্রীমা পল্লির কালীপুজো মণ্ডপ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ নভেম্বর : অভিনব থিম ও ব্যতিক্রমী মণ্ডপসজ্জার জন্য প্রতিবছরই দর্শনার্থীদের নজর কাড়ে মালুগ্রাম ঘনিয়ালার শ্রীমা পল্লির কালীপুজো। প্রতিবারই নতুন ভাবনায় মণ্ডপ সাজিয়ে শহরবাসীকে চমক দেন উদ্যোক্তারা। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। এ বছর তাঁদের পুজোর মূল আকর্ষণ 'জঙ্গল বুক'। নব্বইয়ের দশকের জনপ্রিয় কার্টুন চরিত্র মুগলিকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হচ্ছে গোটা মণ্ডপ। শিশু থেকে শুরু করে বড়দের কাছেও বিশেষ আকর্ষণ

এরপর সাতের পাতায়

শিলচরের সাংস্কৃতিক পরিসরে এক শালীন অধ্যায়ের অবসান

প্রয়াত বাচিকশিল্পী তপতী চক্রবর্তী মিশ্র

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ নভেম্বর : আকাশবাণীর সোনালি দিনগুলোর সকাল কিংবা বিকেলে যে কণ্ঠ একদা বরাক উপত্যকার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিত আন্তরিকতার সুর, শুক্রবার হেমন্তের অপরাহ্ণে চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেল সেই পরিচিত উচ্চারণ। প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বেতার ব্যক্তিত্ব, বাচিকশিল্পী এবং শিলচর রোটারি ক্লাবের সক্রিয় সদস্য তপতী চক্রবর্তী মিশ্র। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। এদিন বিকেল ৩টা ৪০ মিনিটে শিলচরের এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই হৃদরোগ এবং অস্থির জটিলতায় ভুগছিলেন। শেষ ক'টা দিন হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি ছিলেন তিনি।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের ঐতিহ্যবাহী বংশধারার উত্তরসূরি ছিলেন তপতীদেবী। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সিলেটের ঢাকা দক্ষিণ থেকে শিলচরে নিয়ে আসা মহাপ্রভুর বিগ্রহ ও মঠের সঙ্গে তাঁর পিতৃপুরুষের স্মৃতি আজও অবিচ্ছেদ্য। অথচ ব্যক্তিগত জীবনের পরিসরে তিনি ছিলেন এক আশ্চর্য নিঃসঙ্গ দ্বীপের বাসিন্দা। স্বামী



রথীন্দ্র চক্রবর্তী টেলিকম বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ছিলেন। প্রায় দেড় দশক আগে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। নিঃসন্তান তপতীদেবীর সংসার বলতে ছিল তাঁর বিদ্যালয়, আকাশবাণীর মাইক্রোফোন এবং শিলচরের বিস্তৃত সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিসর। পরিবারে তাঁর তিন ভাই, ভ্রাতৃবধূ এবং ভাইপো ভাইঝিরা রয়েছেন।

রক্তের সম্পর্কের বাইরেও তাঁর জীবনে এক পরম নির্ভরতার জায়গা হয়ে উঠেছিলেন রতন চক্রবর্তী। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও পরস্পরকে ভাইবোনের মতোই আপন করে নিয়েছিলেন তাঁরা।

এরপর সাতের পাতায়

ভুবনতীর্থে রোপওয়ে

মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা বিধায়ক অমিয়কান্তির

সামায়িক প্রসঙ্গ, আমড়াঘাট, ৬ নভেম্বর : বরাক উপত্যকার ঐতিহ্যবাহী শৈবতীর্থ ভুবনতীর্থের উন্নয়নে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে। ভুবনতীর্থে আসা পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার। এবার ভুবন পাহাড়ের পাদদেশে থাকা গঙ্গানগর সপ্তম খণ্ড থেকে ভুবন পাহাড়ের চূড়ায় থাকা ভুবনবাবার মন্দির পর্যন্ত ২.৮০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রোপওয়ে নির্মাণ করা হবে। বুধবার অসম মন্ত্রিসভায় এই প্রকল্পের অনুমোদন করা হয়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একথা ঘোষণা করেন।

এদিকে, শুক্রবার বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন ধলাইর বিধায়ক অমিয়কান্তি দাশ। এদিন এক সাক্ষাৎকারে বিধায়ক ভুবনতীর্থে রোপওয়ে নির্মাণের মুখ্যমন্ত্রী ও অসম মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়ে ধলাইবাসীর পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন বিধায়ক অমিয়কান্তি দাশ। তিনি বলেন, ভুবনতীর্থে রোপওয়ে

এরপর সাতের পাতায়

শ্রীভূমি কাণ্ড : সরব বরাক বাঙালি সুরক্ষা সমিতি

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ৬ নভেম্বর : শ্রীভূমিতে সংঘটিত অপ্রীতিকর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবার সরব হলেন বরাক বাঙালি সুরক্ষা সমিতির শ্রীভূমি জেলা শাখার কর্মকর্তারা। ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে অভিযুক্ত প্রধান হাজরিকা-সহ অন্যান্যদের অবিলম্বে গ্রেফতার এবং পুলিশ হেফাজতে ধৃতদের উপর নির্যাতনের অভিযোগে সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়ে শুক্রবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। শুক্রবার করিমগঞ্জ কলেজের মাঠ থেকে বিশাল র‍্যালি শহরের প্রধান প্রধান পরিক্রমা করে বরাক বাঙালি সুরক্ষা সমিতির শ্রীভূমি জেলা শাখার তরফে স্মারকপত্র প্রদানের কার্যসূচি গ্রহণ করা হয়। তবে শক্ত হাতে তা প্রতিরোধে মাঠে নামে শ্রীভূমি পুলিশ। বৃহস্পতিবার নোটিশ প্রদান করে র‍্যালি করা যাবে না বলে জানানোর পাশাপাশি রাতে সংগঠনের কর্মকর্তাদের র‍্যালি না করার কথা জানানো হয়। তবে পুলিশের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সবাই র‍্যালিতে অংশ নেন। শুক্রবার করিমগঞ্জ কলেজের মাঠ থেকে র‍্যালি বের হয়ে প্রধান প্রধান পথ পরিক্রমা করে সিনিয়র পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সম্মুখে ছুটে এলে পুলিশ পথ অবরোধ করে। পরে অমিত চক্রবর্তী, দেবাশিস চক্রবর্তী, ধীরাজ ভট্টাচার্য, সঞ্জু দে, অঞ্জলি পুরকায়স্থ,অসীম রায়, দীপঙ্কর দে প্রমুখ জেলা কমিশনার ও সিনিয়র পুলিশ সুপারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্মারকপত্র প্রদান করেন। স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয়েছে, গত ২৩ অক্টোবরের ঘটনার পর শ্রীভূমির প্রায় ১৩ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়। সেই সময় তাঁদের উপর

এরপর সাতের পাতায়

উধারবন্দে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত দোকান, রক্ষা পেল আশপাশের ঘরবাড়ি

সাময়িক প্রসঙ্গ, উধারবন্দ, ৬ নভেম্বর : উধারবন্দে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেল একটি আসবাব ও খেলনার দোকান। বৃহস্পতিবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ উধারবন্দ থানার অন্তর্গত গোসাইপুর দ্বিতীয় খণ্ডের সাড়ে চার মাইল এলাকায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে দোকানের ভেতরে নিজের বাইক রেখে দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান দোকান মালিক রেবুল হোসেন লস্কর। কিছুক্ষণ পর প্রতিবেশীদের নজরে আসে দোকানের ভেতরে আগুন জ্বলছে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে গোটা দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে দোকানের কোনও সামগ্রীই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ঘটনার খবর পেয়ে উধারবন্দ থানার ওসি চিরঞ্জিতকুমার বরা পুলিশবাহিনী নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় অগ্নিনির্বাপক বাহিনীকে। একটি অগ্নিনির্বাপক ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করলেও আগুনের ব্যাপকতা এতটাই বেশি ছিল যে তা নিয়ন্ত্রণে আনতে অতিরিক্ত সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এরপর ওসি চিরঞ্জিত কুমার বরা শিলচর অগ্নিনির্বাপক বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। খবর পেয়ে শিলচরের তারাপুর, রাঙ্গিরখাড়ি ও লক্ষীপুর থেকে একে একে আরও কয়েকটি অগ্নিনির্বাপক ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রায় এক ঘণ্টারও অধিক সময় ধরে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এর ফলে দোকানটির পাশে থাকা দোকান ও বসতবাড়ি বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পায়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সময়মতো পুলিশ ও অগ্নিনির্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছানোয় বড় ধরনের বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে। অন্যথায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে

এরপর সাতের পাতায়

এবার জানিগঞ্জের কালীপুজোয় দর্শনার্থীদের আনন্দ দিতে ঘুরে বেড়াবে বিভিন্ন জীবন্ত কার্টুন চরিত্র

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ নভেম্বর : দীর্ঘ বছরের ধারাকে বজায় রেখে এবারও বিশেষ আকর্ষণ নিয়ে হাজির হচ্ছে শিলচরের ঐতিহ্যবাহী জানিগঞ্জ কালীপূজা কমিটি। এবছর ৫৬তম বর্ষে পদার্পণ করছে এই কালীপূজা। আলোকসজ্জা, অভিনব মণ্ডপসজ্জা এবং সাংস্কৃতিক আয়োজনের পাশাপাশি এবারের পূজার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হতে চলেছে জীবন্ত কার্টুন প্রদর্শনী। কলকাতা থেকে আসছেন পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষ শিল্পী দল। যাঁরা বিভিন্ন জনপ্রিয় ও বিচিত্র কার্টুন চরিত্রের সাজে তিন দিন ধরে ঘুরে ঘুরে দর্শনার্থীদের মনোরঞ্জন করবেন। মস্তকহীন মানুষ, বানর সহ নানা ধরনের ব্যতিক্রমী কার্টুন চরিত্রের উপস্থিতিতে পূজার দিন

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক

সাময়িক প্রসঙ্গ

বর্ষ ৪৯, সংখ্যা ১৯৮, শনিবার, ৭ নভেম্বর, কার্তিক ২০, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩

কয়লা তোলার জন্য বনাঞ্চল ধ্বংস কাম্য নয়

একবার প্রাচীন প্রাকৃতিক অরণ্য ধ্বংস হয়ে গেলে কৃত্রিমভাবে কয়েক হাজার গাছ লাগিয়ে তার ক্ষতিপূরণ করা যায় না। একটি পরিণত বন গড়ে উঠতে কয়েক দশক, কখনও কয়েক শতাব্দী সময় লাগে।

উন্নয়নের নামে প্রকৃতিকে ধ্বংস করার প্রবণতা আজ আমাদের সভ্যতার অন্যতম বড় একটি সংকট। শিল্পায়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন কিংবা জ্বালানির চাহিদা পূরণের যুক্তিতে একের পর এক বনাঞ্চলকে খনির আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। বিশেষত, কয়লা উত্তোলনের জন্য অরণ্য ধ্বংসের যে প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে, তা শুধু পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে না, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্বকেও বিপন্ন করে তুলছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল্য কি প্রকৃতির বিনাশ হতে পারে?

কয়লা নিঃসন্দেহে দীর্ঘদিন ধরে ভারতের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও শিল্প অর্থনীতির অন্যতম প্রধান জ্বালানি। কিন্তু সেই প্রয়োজনের অজুহাতে প্রাকৃতিক অরণ্য, জীববৈচিত্র্য এবং আদিবাসী ও বননির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা বিপন্ন করা কোনওভাবেই যুক্তিসঙ্গত নয়। বনভূমি কেবল কিছু গাছের সমষ্টি নয়। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ বাস্তুতন্ত্র। অসংখ্য প্রাণী, পাখি, কীটপতঙ্গ ও উদ্ভিদের আবাসস্থল। এদের মধ্যে রয়েছে নানা প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী ও উদ্ভিদ। বন ধ্বংস হলে এরা চিরতরে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে। তাছাড়া জলচক্র নিয়ন্ত্রণ, মাটির ক্ষয় রোধ, বায়ুমণ্ডলে কার্বন শোষণ এবং স্থানীয় জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষায় বনভূমির ভূমিকা অপরিসীম।

কয়লা খনির জন্য বিস্তীর্ণ বনভূমি উজাড় হলে তার প্রভাব হয় বহুমাত্রিক। প্রথমত, বন্যপ্রাণীদের স্বাভাবিক আবাসস্থল নষ্ট হয় এবং তাদের বিচরণপথ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, খনি থেকে নির্গত ধুলো, বর্জ্য ও দূষিত জল নদী, জলাশয় এবং কৃষিজমির ক্ষতি করে। ভূ-গর্ভস্থ জলস্তরের পরিবর্তন ঘটে। স্থানীয় মানুষের পানীয় জল ও কৃষিকাজ সংকটে পড়ে। কয়লা পোড়ানোর ফলে নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড জলবায়ু পরিবর্তনের সংকটকে আরও তীব্র করে তোলে। অর্থাৎ, কয়লা উত্তোলন থেকে শুরু করে তার ব্যবহার পর্যন্ত গোটা প্রক্রিয়াটিই পরিবেশের ওপর দীর্ঘস্থায়ী চাপ সৃষ্টি করে।

এই সংকটের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মানুষের অধিকার। বনাঞ্চল সংলগ্ন বহু আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন বন, জল ও জমির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। বনভূমি হারানো মানে তাদের কাছে শুধু বসতভিটে হারানো নয়, হারানো জীবিকা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে গড়ে ওঠা সামাজিক অস্তিত্ব। উন্নয়নের নামে তাঁদের মতামত উপেক্ষা করে জমি অধিগ্রহণ কিংবা উচ্ছেদ কখনও ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না। বনাধিকার আইন এবং পরিবেশগত বিধিবিধান যথাযথভাবে কার্যকর করা তাই অত্যন্ত জরুরি। তাই আজ দেখা যাচ্ছে ভারতের নানা জায়গায় যেখানেই এধরনের প্রকল্পের নামে বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে, সেখানেই মানুষ রুখে দাঁড়াচ্ছে, আন্দোলনের মাধ্যমে এবং আইনি লড়াইর মাধ্যমে চেষ্টা করছে প্রতিরোধ গড়ে তোলার। সবচেয়ে বড় কথা, উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণকে পরস্পরের বিরোধী হিসেবে দেখার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি এবং অন্যান্য পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে হবে। শক্তিসাশ্রয়ী প্রযুক্তি, পরিচ্ছন্ন শিল্পায়ন এবং কয়লার ওপর নির্ভরতা ধাপে ধাপে কমানোর বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। একইসঙ্গে কয়লাখনির অনুমোদনের আগে স্বাধীন ও স্বচ্ছ পরিবেশগত মূল্যায়ন, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি নিরূপণ এবং স্থানীয় মানুষের সম্মতি ও অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, একবার প্রাচীন প্রাকৃতিক অরণ্য ধ্বংস হয়ে গেলে কৃত্রিমভাবে কয়েক হাজার গাছ লাগিয়ে তার ক্ষতিপূরণ করা যায় না। একটি পরিণত বন গড়ে উঠতে কয়েক দশক, কখনও কয়েক শতাব্দী সময় লাগে। তাই বন ধ্বংস করে পরে বৃক্ষরোপণের প্রতিশ্রুতি আসলে পরিবেশগত ক্ষতির যথার্থ বিকল্প নয়। কয়লা উত্তোলন সাময়িক অর্থনৈতিক সুবিধা দিতে পারে, কিন্তু বনাঞ্চল ধ্বংসের মূল্য বহন করতে হয় বহু প্রজন্মকে। জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, খরা, জীববৈচিত্র্যের সংকট এবং মানুষের বাস্তুচ্যুতির মধ্য দিয়ে সেই মূল্য দিন দিন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

অতএব, কয়লার জন্য বনাঞ্চল ধ্বংসের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে রাষ্ট্রকে ভাবতে হবে বৃহত্তর জনস্বার্থের কথা। একটি দেশের বনাঞ্চল সেই দেশের চিরস্থায়ী প্রাকৃতিক সম্পদ। রাষ্ট্রীয় এবং মানবিক স্বার্থ রক্ষার জন্য সেই সম্পদকে রক্ষা করা সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কয়েকটি খনি, কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা সাময়িক রাজস্ব বৃদ্ধির চেয়ে একটি জীবন্ত অরণ্যের মূল্য অনেক বেশি। উন্নয়ন মানুষের জন্য, প্রকৃতির বিনিময়ে মানুষের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করার জন্য নয়। মনে রাখতে হবে, কয়লা ফুরিয়ে গেলে বিকল্প জ্বালানি খোঁজা সম্ভব, কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাওয়া অরণ্য, হারিয়ে যাওয়া প্রজাতি এবং বিপন্ন মানুষের জীবন ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। জ্বালানি চাই, কিন্তু তার জন্য অরণ্য বলি দিয়ে নয়।

আমেরিকায় 'নীল সুনামি'তে ভারতীয় বংশোদ্ভূত 'সামোসা ককাস'দের দাপট

ওয়াশিংটন, ৬ নভেম্বর : আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনে 'নীল সুনামি'। ডেমোক্র্যাটদের দাপটে পর্যুদস্ত রিপাবলিকানরা। মার্কিন কংগ্রেসের দুই কক্ষ— সেনেট এবং হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস হাতছাড়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দলের। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই নির্বাচনে নজর কেড়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত রাজনীতিকরা। কেউ চিকিৎসক, কেউ আইনজীবী, কেউ বা আবার প্রশাসনিক কর্তা। আমেরিকার মাটিতে জন্ম কিংবা বেড়ে ওঠা হলেও তাঁদের শিকড় জড়িয়ে রয়েছে ভারতে। বিরোধী ডেমোক্র্যাট শিবিরের পাশাপাশি ট্রাম্পের দলেও রয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা। তবে এবারের নির্বাচনে জয়ীদের তালিকায় ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যাই বেশি। ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাম অরুণা মিলার। ১৯৬৪ সালের ৬ নভেম্বর তিনি হায়দরাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৭ বছর বয়সে তিনি পরিবারের সঙ্গে চলে আসেন আমেরিকায়। মিসৌরি ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা। ১৯৮৯ সালে অরুণা স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর দীর্ঘদিন তিনি সরকারি চাকরি করেন। পরবর্তীকালে রাজনীতিতে যোগ দেন অরুণা। ২০১০ সালে মেরিল্যান্ড হাউস অব ডেলিগেটসে দায়িত্ব পান তিনি। এখান থেকেই তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। ২০২২ সালে প্রথমবার অরুণা মেরিল্যান্ডের লেফটেনান্ট গভর্নর হন (ডেমোক্র্যাট শিবির)। এই নির্বাচনে ফের জয় পেলেন তিনি। ক্যালিফোর্নিয়ার তৃতীয় কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট থেকে অষ্টমবারের জন্য জয়ী হয়ে নজর কেড়েছেন অ্যামি বেরা। রিপাবলিকান প্রার্থী রব টাকারকে পরাজিত করেছেন তিনি। পেশায় চিকিৎসক অ্যামির জন্ম লস অ্যাঞ্জেলেসে। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া থেকে পড়াশোনা করেন তিনি। ২০১২ সালে প্রথমবার মার্কিন কংগ্রেসে নির্বাচিত হন। মার্কিন কংগ্রেসে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের মধ্যে অন্যতম পরিচিত মুখ তিনি। রাজনীতিতে আসার আগে তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। আমেরিকার ভারতীয় বংশোদ্ভূত রাজনীতিকদের মধ্যে আরও এক পরিচিত নাম হল রো খান্না। ১৯৭৬ সালে তাঁর জন্ম পেনসিলভানিয়ার ফিলাডেলফিয়ায়। উন্নত সুযোগ-সুবিধার সন্ধানে তাঁর বাবা-মা ৭০-র দশকে আমেরিকায় চলে আসেন। ২০১৬ সালে প্রথমবার মার্কিন কংগ্রেসে নির্বাচিত হন তিনি। রাজনীতিতে আসার আগে তিনি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি পড়াতেন। বারাক ওবামা প্রশাসনে বাণিজ্য দফতরের ডেপুটি অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এবার ক্যালিফোর্নিয়ার ১৭ নম্বর কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট থেকে ফের জয়ী হয়েছেন তিনি। ভার্জিনিয়ার দশম কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট থেকে দ্বিতীয়বার জয় পেয়েছেন সুহাস সুব্রহ্মণ্যম। তিনিও আমেরিকার পরিচিত ভারতীয় বংশোদ্ভূত রাজনীতিক। তাঁর জন্ম হিউস্টনে। নিউ অরলিন্সের টুলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীনই তিনি জনসেবার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে পড়েন। এরপর নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ডিগ্রি অর্জনের পর, তিনি তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রশাসনের অধীনে হোয়াইট হাউসে প্রযুক্তি নীতি বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দেন। দীর্ঘদিন কাজ করার পর অবশেষে তিনি সেই পদ থেকে ইস্তফা দেন। এরপর লাউডন কাউন্টিতে একটি ছোট ব্যবসার সূচনা করেন। ২০২৪ সালে প্রথমবার মার্কিন কংগ্রেসে প্রবেশ করেন সুহাস। আমেরিকার এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনে নতুন মুখ ছিলেন পিয়া ডান্ডিয়া। ফ্লোরিডার ২২ নম্বর কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট থেকে প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিসেবে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে নির্বাচিত হয়েছেন। প্রায় ৫১.৯ শতাংশ ভোট পেয়েছেন তিনি। এই জয়ের ফলে প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিসেবে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে নির্বাচিত হয়েছেন পেশায় শিক্ষাবিদ পিয়া। এই ডেমোক্র্যাট নেত্রীর জন্ম ফ্লোরিডার পাম বিচ কাউন্টিতে। তিনি কর্মজীবন শুরু করেছিলেন শিক্ষক হিসেবে। পরে নিউ ইয়র্কের হারলেমে একটি হাইস্কুলের অধ্যক্ষ হন প্রিয়া। মার্কিন কংগ্রেসে প্রথমবার প্রবেশ করেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত অমিশ শাহ। অ্যারিজোনার প্রথম কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট থেকে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়েছেন তিনি। তাঁর জন্ম শিকাগোতে। অমিশের বাবা-মা গুজরাট থেকে আমেরিকায় পা রেখেছিলেন। পেশায় এই ডেমোক্র্যাট নেতা একজন চিকিৎসক। ২০২৪ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনেও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তবে সেবার পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়েছিল। কিন্তু এবার জয়ী হয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, 'সামোসা ককাস' হলো মার্কিন কংগ্রেসে ভারতীয় বংশোদ্ভূত আইনপ্রণেতাদের জোট। মার্কিন রাজনীতিতে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও উপস্থিতি বোঝাতে এই মজার নামটি ব্যবহার করা হয়।

আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার ২৫০ বছর (প্রথম পর্ব)



পার্থপ্রতিম সেন

এক সময় বলা হতো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য কখনও অস্ত যায় না। সত্যি তাই ছিল। কোনও না কোনও সময়ে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ওশেনিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমরা আরও জানি, কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। ১৪৯২ সালে ইতালীয় ক্রিস্টোফার কলম্বাস স্পেন দেশ থেকে সমুদ্রযাত্রা শুরু করে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে উত্তর আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে নয়, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছেছিলেন। তখনও সেই অঞ্চলের নাম আমেরিকা হয়নি। আমেরিকা নামটি এসেছে ইতালীয় নাবিক আমেরিগো ভেসপুচির নাম থেকে। ১৫০৭ সালে জার্মান মানচিত্রকার মার্টিন ভাল্ডজেম্যুলার একটি বিশ্ব মানচিত্র প্রকাশ করার সময় দক্ষিণ আমেরিকার নাম প্রথম দেন 'আমেরিকা'। তারপর উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মিলে নাম হয় 'আমেরিকা'।

ব্রিটিশরা আমেরিকা যাওয়ার আগে সেখানে গিয়েছিল ইউরোপের স্পেন ও পর্তুগালের অধিবাসীরা এবং তাঁরা সেখানে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং ব্যবসা বাণিজ্য করে প্রচুর লাভবান হয়েছিল। তাই দেখে ব্রিটিশরা উৎসাহিত ও আকৃষ্ট হয়। ১৬০৭ সালে ভার্জিনিয়া কোম্পানির উদ্যোগে প্রায় ১০০ জন ইংরেজ উত্তর আমেরিকায় এসে ব্রিটিশদের প্রথম উপনিবেশ 'জেমসটাউন' প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী দেড় শতকে ইংরেজরা আটলান্টিক বরাবর ১৩টি উপনিবেশ গড়ে তোলেন, যেগুলির মধ্যে ছিল ভার্জিনিয়া, ম্যাসাচুসেটস, নিউইয়র্ক, পেনসেলভানিয়া, জর্জিয়া ইত্যাদি। বেশিরভাগ গবেষকের মতে, উত্তর আমেরিকার আদিবাসী বা নেটিভ আমেরিকানদের পূর্বপুরুষরা পনেরো থেকে কুড়ি হাজার বছর পূর্বে উত্তর-পূর্ব এশিয়া থেকে এই অঞ্চলে এসেছিল। তারা হাজার হাজার বছর ধরে কৃষি, শিকার, মাছ ধরা ও বাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নত সমাজ গড়ে তুলেছিল। ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপিয়ানদের আগমনের ফলে তাদের মধ্যে অনেকেই রোগ, যুদ্ধ ও ভূমি হারানোর কারণে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হন। তবে তারা বিলুপ্ত হননি। তাদের বহু জনগোষ্ঠী আজও নিজস্ব পরিচয়, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বসবাস করছে। ১৬শ থেকে ১৯শ শতক পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ আফ্রিকানকে পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা থেকে নিয়ে এসে আমেরিকায় দাস বানানো হয়েছিল।

১৭৭৬ সালে ১৩টি ব্রিটিশ উপনিবেশের সমাজ মোটামুটি এভাবে ছিল : ১) ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত উপনিবেশবাসী : এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ছোট কৃষক, কারিগর, শ্রমিক বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক। আবার অল্পসংখ্যক ধনী জমিদার, ব্যবসায়ী ও আইনজীবী রাজনৈতিক নেতৃত্বে ছিলেন। তাঁরা মূলত খ্রিস্টান ছিলেন। ২) নেটিভ আমেরিকান (আদিবাসী) জনগোষ্ঠী : ইউরোপীয়দের আগমনের আগে অনেক নেটিভ সমাজের নিজস্ব উন্নত কৃষি, বাণিজ্য, রাজনৈতিক সংগঠন ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। তাঁদের ঐতিহ্যগত নিজস্ব ধর্ম ছিল। ৩) আফ্রিকান বংশোদ্ভূত মানুষ : এদের অধিকাংশই দাস ছিলেন। তবে কিছু এলাকায় মুক্ত আফ্রিকান-আমেরিকানও ছিলেন। অধিকাংশের নিজস্ব ঐতিহ্যগত ধর্ম ছিল, তবে কিছু মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

অর্থাৎ, ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার সময় আমেরিকা ছিল একটি বহুজাতিক সমাজ, যেখানে আইনি অধিকার, রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং সামাজিক মর্যাদা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত ছিল না। ১৭৭৬ সালে ১৩টি ব্রিটিশ উপনিবেশে মোট জনসংখ্যা ছিল ২৬ লক্ষের মতো, যার মধ্যে ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত ছিল প্রায় ২০ লক্ষ, আফ্রিকান বংশোদ্ভূত ছিল ৫ লক্ষের মতো আর নেটিভ আমেরিকান কয়েক হাজার মাত্র। তবে লক্ষ লক্ষ নেটিভ আমেরিকান তখনও উত্তর আমেরিকায় বাস করতেন কিন্তু তাদের অধিকাংশই ১৩টি ব্রিটিশ উপনিবেশের বাইরে থাকতেন। অনেক ইতিহাসবিদের মতে, আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন ১৭৬৫ সাল থেকে সংগঠিতভাবে শুরু হয়। তবে তার আগে ব্রিটিশরা ১৭৫৬ থেকে ১৭৬৩ সাল পর্যন্ত ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বৈশ্বিক আধিপত্যের লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছিল, যার মধ্যে ভারতের পলাশি যুদ্ধও (১৭৫৭) ছিল। এর ফলে ব্রিটিশরা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা উত্তর আমেরিকার ১৩টি ব্রিটিশ উপনিবেশের অধিবাসীদের উপর কর চাপিয়ে দেয়। ফলে উপনিবেশের অধিবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং অন্যায় কর প্রত্যাহার করার জন্য ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। তারা ব্রিটিশ সংসদে নিজেদের প্রতিনিধিত্বও দাবি করে এবং স্লোগান দিতে শুরু করে 'No taxation without representation.'

তাছাড়া তাদের দাবি ছিল, উপনিবেশগুলির নিজস্ব আইন প্রণয়নের অধিকার এবং ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ কমানো। আমেরিকার এই স্বাধীনতা আন্দোলনে ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত উপনিবেশবাসী সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় যোগদান করেছিলেন। মূল রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব প্রায় সম্পূর্ণই তাঁদের হাতে ছিল। বেশিরভাগ নেটিভ আমেরিকান স্বাধীনতা আন্দোলন যোগদান করেনি। হাজার হাজার আফ্রিকান-আমেরিকান উভয় পক্ষেই যুদ্ধ করেছিলেন। ১৭৭০ সালের ৫ মার্চ বোস্টন হত্যাকাণ্ড ঘটে। একদল উপনিবেশবাসী ব্রিটিশ সৈন্যদের ঘিরে ধরে গালাগাল করতে শুরু করে, তুষারের বল, বরফ ও পাথর ছুড়তে থাকে। এক পর্যায়ে ব্রিটিশ সৈন্যরা গুলি চালায়। ফলে পাঁচজন উপনিবেশবাসী নিহত হন এবং অনেকেই আহত হন। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৭৭৫-১৭৮৩) ছিল ১৩টি আমেরিকান উপনিবেশ ও ব্রিটেনের মধ্যে সংঘটিত একটি দীর্ঘ যুদ্ধ। ১৯ এপ্রিল, ১৭৭৫-র লেক্সিংটন ও কনকর্ডের যুদ্ধ দিয়ে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম সামরিক সংঘর্ষের শুরু হয়। ব্রিটিশ সৈন্যরা খবর পায় যে, উপনিবেশবাসী অস্ত্র জমাচ্ছে এবং মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করছে। সেই খবর পেয়ে ব্রিটিশ সৈন্যরা কনকর্ডে অস্ত্রভাণ্ডার দখল করতে এবং বিপ্লবীদের গ্রেফতার করতে বোস্টন থেকে রওয়ানা দেয়। ব্রিটিশ সেনা ও স্থানীয় মিলিশিয়াদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। ব্রিটিশরা কিছু অস্ত্র ধ্বংস করলেও ফেরার পথে হাজার হাজার উপনিবেশবাসী রাস্তার দুই পাশ থেকে গেরিলা কৌশলে আক্রমণ চালায়। এর ফলে উভয় পক্ষের অনেকেই নিহত ও আহত হন। তবে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর ক্ষতি বেশি হয়েছিল। উল্লেখ্য, জর্জ ওয়াশিংটনকে তখন উপনিবেশবাসীর কন্টিনেন্টাল আর্মির সর্বাধিনায়ক করা হয়। ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য দিন। কারণ, সেদিন আমেরিকার 'স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র' গৃহীত হয় এবং সেই ঘোষণাপত্রে উত্তর আমেরিকার সেই অঞ্চলের নাম হয় 'ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা'।

'স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের প্রধান বিষয়গুলি ছিল— ১) সব মানুষ সমানভাবে সৃষ্টি হয়েছে। ২) মানুষের কিছু স্বাভাবিক অধিকার রয়েছে, যেমন জীবন, স্বাধীনতা, সুখ অনুসন্ধানের অধিকার। ৩) সরকার জনগণের সম্মতি থেকে ক্ষমতা পায়। ৪) যদি সরকার জনগণের অধিকার লঙ্ঘন করে, তবে জনগণের সেই সরকার পরিবর্তন বা অপসারণের অধিকার আছে। ৫) ঘোষণাপত্রে তৃতীয় জর্জের বিরুদ্ধে দীর্ঘ অভিযোগের তালিকা দেওয়া হয়। যেমন, অন্যায় কর, প্রতিনিধি না দেওয়া, সেনা মোতায়েন, বিচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ ইত্যাদি। ৬) সব শেষে ঘোষণা করা হয় যে ১৩টি উপনিবেশ এখন স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক শেষ। ঘোষণাপত্রে স্বাধীনতা ও সমতার কথা বলা হলেও তখনও দাসপ্রথা চালু ছিল। নারীদের রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। নেটিভ আমেরিকানদেরও সেই সমানাধিকার দেওয়া হয়নি। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রকাশ করার পর যুদ্ধ চলতে থাকে। ১৭৭৭ সালে সারাটোগার যুদ্ধে ব্রিটিশ জেনারেল জন বার্গয়েন আত্মসমর্পণ করেন। এই বিজয়ের পর ফ্রান্স আমেরিকার পক্ষে যোগ দেয়। ১৭৭৯ স্পেন ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়। ১৭৮০ সালে নেদারল্যান্ডসও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ১৭৮১ সালে ইয়র্কটাউনের অবরোধ হয়। জর্জ ওয়াশিংটন, ফরাসি জেনারেল রশবোঁ এবং ফরাসি সৈন্যবাহিনী চার্লস কর্নওয়ালিসকে ঘিরে ফেলে। ১৯ অক্টোবর, ১৭৮১ চার্লস কর্নওয়ালিস আত্মসমর্পণ করেন, যা কিনা যুদ্ধের সমাপ্তি নিশ্চিত করে। উল্লেখ্য, এই চার্লস কর্নওয়ালিস পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল হন। ১৭৮৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর গ্রেট ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশদের কাছ থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পায়।

যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণ করা হয় : পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগর, পশ্চিমে মিসিসিপি নদী, উত্তরে ব্রিটিশ কানাডা এবং দক্ষিণে স্প্যানিশ ফ্লোরিডা। তাই বলা যায়, ২০২৬ সালের ৪ জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতাপত্র ঘোষণার ২৫০ বছর হয়, কিন্তু আমেরিকার স্বাধীনতার ২৫০ বছর হবে ২০৩৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর। ১৭৮৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচিত হয় এবং ১৭৮৯ সালের ৪ মার্চ থেকে সেটা কার্যকর হয়। ১৭৮৯ সালের ৩০ এপ্রিল জর্জ ওয়াশিংটন প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তিনি পরপর দু'বার রাষ্ট্রপতি থেকে স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রপতি পদ থেকে সরে যান। সংবিধানের প্রস্তাবনা : 'আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ, আরও একটি পরিপূর্ণ ইউনিয়ন গঠন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, অভ্যন্তরীণ শান্তি নিশ্চিতকরণ, সাধারণ প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা, সার্বিক কল্যাণসাধন এবং নিজেদের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্বাধীনতার আশীর্বাদ সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এই সংবিধান প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠা করছি। সংবিধানের প্রস্তাবনা আজ পর্যন্ত একবারও সংশোধন করা হয়নি, তবে সংবিধানের মূল অংশ ২৭ বার সংশোধন করা হয়েছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী : ১৭৯১ সালের প্রথম দশটি সংশোধনীর মাধ্যমে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, অস্ত্র রাখার অধিকার, ন্যায়বিচারের অধিকার-সহ নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়। ১৮৬৫ সালের ১৩তম সংশোধনীর মাধ্যমে দাসপ্রথা বিলুপ্ত করা হয়। ১৮৭০ সালের ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে বর্ণের ভিত্তিতে ভোটাধিকার অস্বীকার করাকে নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯২০ সালের ১৯তম সংশোধনীর মাধ্যমে নারীদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয়। ১৯৫১ সালের ২২তম সংশোধনীর মাধ্যমে বলা হয় একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ দু'বার রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন। ১৯৭১ সালের ২৬তম সংশোধনীর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার ন্যূনতম বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৮ বছর করা হয়। তাছাড়া ১৯২৪ সালে নেটিভ আমেরিকানদের মার্কিন নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৬৫ সালে ভোটিং রাইট্স অ্যাক্টের পর সর্বত্র ভোটাধিকার নিশ্চিত হয়। ভারতে সংবিধানের প্রস্তাবনা সংশোধিত হয় একবার আর সংবিধানের তফসিল-সহ মূল অনুচ্ছেদ ১০৬ বার সংশোধিত হয়েছে। ১৯৭৬ সালে ভারতে জরুরি অবস্থাকালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সমাজতান্ত্রিক' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দদুটি সংযোজিত হয়। বলা হয়, ১৭৭৬ সালের স্বাধীনতার ঘোষণা কয়েকটি নীতি ও আদর্শ স্থাপন করেছিল, কিন্তু সেই নীতি ও আদর্শগুলিকে বাস্তবে সবার জন্য প্রয়োগ করতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ১৯০ বছর লেগেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের একটি অন্যতম প্রাচীন ধারাবাহিক সাংবিধানিক গণতন্ত্র। তবে বর্তমানে এই গণতন্ত্রের যেমন কিছু শক্তিশালী দিক আছে, তেমনই কিছু চ্যালেঞ্জও আছে। শক্তিশালী দিক : নিয়মিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন হয়। ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। স্বাধীন আদালত ও বিচার ব্যবস্থা আছে। সংবাদমাধ্যম ও নাগরিক সমাজ সক্রিয়। সংবিধান ও আইনের শাসন গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত্তি।

চ্যালেঞ্জ : ১) আমেরিকায় রাজনৈতিক দলের মধ্যে মেরুকরণ বেড়েছে অর্থাৎ দু'টি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে নীতির প্রশ্নে দূরত্ব বেড়েছে এবং ফলে তাদের মধ্যে সহযোগিতা কমে গেছে। কর, স্বাস্থ্যসেবা, অভিবাসন, গর্ভপাত, জলবায়ু পরিবর্তন, বন্দুক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে দুই দলের অবস্থান এখন অনেক বেশি বিপরীত। আগে অনেক গুরুত্বপূর্ণ

দীপাবলিতে উপহার দেওয়া-নেওয়ার রীতিই বাড়াচ্ছে দূষণ, মন্তব্য প্রধান বিচারপতির

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : রাজধানী দিল্লি এবং তৎসংলগ্ন এলাকার দূষণ নিয়ে ফের উদ্বেগপ্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। শুধু উদ্বেগপ্রকাশ বললে ভুল হবে, দিল্লি-এনসিআরবাসীর দুর্ভোগ নিয়ে একপ্রকার রসিকতার সুর শোনা গেল প্রধান বিচারপতির মুখে। তিনি বলে গেলেন, 'আশা করি আপনারা সবাই দিল্লির এই আবহাওয়া উপভোগ করছেন!' প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, দিওয়ালির আগে উপহার দেওয়া-নেওয়ার রীতি দিল্লিবাসীর দুর্ভোগ আরও বাড়াচ্ছে। আসলে এই মুহূর্তে দিল্লির দূষণ মারাত্মক পর্যায়ে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার রাজধানীতে গড় বায়ুগুণমান সূচক রেকর্ড করা হয়েছে ৩৮৯। শহরের কিছু কিছু অঞ্চলে সেটা ছাড়িয়ে গিয়েছে ৪০০। অর্থাৎ এই মুহূর্তে দিওয়ালিতে দূষণের পরিমাণটা 'গুরুতর' বা বিপজ্জনক মাত্রার দোড়গোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে। দীপাবলিতে সেটা যে বাড়বে, তা বলাই বাহুল্য। এই দূষণ নিয়ে এক মামলার শুনানিতে শুক্রবার প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, দীপাবলিতে উপহার দেওয়া-নেওয়ার সামাজিক রীতি দিল্লিতে দূষণ বাড়ার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। উৎসবের মরসুমে গত কয়েক দিন ধরেই দিল্লির বাজারগুলিতে ক্রেতাদের ভিড় চোখে পড়েছে। তাছাড়া দিওয়ালির সময় উপহার দেওয়া-নেওয়ার জন্য দিল্লির বাইরে থেকে বহু গাড়ি রাজধানীর বাইরে থেকে প্রবেশ করে। সেটাই মূল সমস্যা। প্রধান বিচারপতি বলছেন, দিল্লির অন্দরের গাড়ি যতটা না সমস্যা তৈরি করছে, তার চেয়েও বেশি সমস্যা তৈরি করছে বাইরের গাড়ি।

প্রধান বিচারপতি বলছেন, 'পরিস্থিতি পুরো অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে। দেশের নানা প্রান্ত থেকে গাড়ি শহরে ঢুকছে। সেই সব গাড়ির সামগ্রিক ফিটনেস বা সেখান থেকে কী পরিমাণ বিষাক্ত ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে, তা পরীক্ষা করার কোনও উপায় নেই।' সূর্যকান্ত বলছেন, একটা গাড়ি যদি দু'ঘণ্টার জন্যও একটি গাড়ি দিল্লিতে ঢুকে যায়, তা হলেও যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে যায়। প্রধান বিচারপতি মনে করছেন, সমাজের বিত্তশালী শ্রেণির কাছে দীপাবলির উপহার দেওয়া-নেওয়া এখন স্রেফ সামাজিক প্রতিপত্তি ও মর্যাদা প্রদর্শনের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। সেটাই দূষণ বাড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

স্ত্রী, মা-সহ পরিবারের সাতজনকে 'খুন' বেঙ্গালুরুর ক্যাব চালকের

বেঙ্গালুরু, ৬ নভেম্বর : একটা বা দুটো নয়, সাকুল্যে সাতটি খুন করার অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করেছে এক ক্যাব চালককে। এরকম এক ঘটনায় চাঞ্চল্য বেঙ্গালুরুতে। দু'দিন ধরে একের পর এক খুন করেছে ওই যুবক, অভিযোগ তেমনই। পুলিশের কাছে নিজের অপরাধও সে কবুল করেছে বলে খবর। ধৃতের নাম ইন্দুশেখর। অভিযোগ, সে তার স্ত্রী সুনীতাকে ভারি পাথর দিয়ে থেঁতলে খুন করেছে। সেটাই শুরু। সেই সন্ধ্যাতেই নিজের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে দুই শ্যালক ও তাদের পত্নীকে। এসেছিল এক ছোট্ট সাত বছরের ছেলেও। সে ইন্দুশেখরের ছোট শ্যালকের সন্তান। একে একে সকলকেই নাকি খুন করেছে ধৃত। এবং খুন করেছে নিজের মাকেও। কেন সে এরকম করল? পুলিশের কাছে নাকি ইন্দুশেখর নিজের অপরাধ কবুল করে জানিয়েছে, তার বিবাহিত জীবন কুড়ি বছরের। শুরু থেকেই গার্হস্থ্য অশান্তিতে জেরবার ছিল ওই দম্পতি। দুই পরিবারের তরফেই নাকি চেষ্টা করা হয় সম্পর্কের ফাটল মেরামত করার জন্য। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই ঘটনা গড়ায় চূড়ান্ত পরিস্থিতির দিকে। কিন্তু কী করে তা ধরা পড়ল? পুলিশ নন্দী হিলসের কাছে সুনীতার দেহ উদ্ধার করে। তাঁর বাড়ির লোক থানায় নিখোঁজ ডায়রি করেছিল। চারঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালানোর পরে দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। সেই তদন্ত শুরু করে সন্দেহ ঘনায় ইন্দুশেখরের উপরে। ক্রমে জেরার মুখে নিজের সব অপরাধ কবুল করে ধৃত। এমনটাই জানিয়েছে পুলিশ। এই কাজে তার মেয়ে তাকে সাহায্য করেছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

বাংলাদেশ-নেপালের চেয়েও খারাপ পরিস্থিতি হবে ভারতের, বিস্ফোরক কং মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : 'বাংলাদেশের ছাত্রবিক্ষোভই অনুপ্রেরণা।' আইসা প্রধান নেহা বোরা আগেই বলেছেন। প্রশান্ত ভূষণ বলেছেন, দেশে রেজিম চেঞ্জই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। এই মন্তব্যগুলিকে হাতিয়ার করে ইতোমধ্যেই পালটা আসরে নামছে বিজেপি। রাজ্যে রাজ্যে গণতন্ত্র বাঁচাও-অরাজকতা হটাও পদযাত্রাও শুরু করেছে বিজেপি। এসবের মধ্যে গেরুয়া শিবিরের হাতে নয়া অস্ত্র তুলে দিলেন ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী তথা রাজ্যের প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা ইরফান আনসারি। তিনি প্রকাশ্যে বলে দিলেন, রাহুল গান্ধী ইশারা করলেই ভারতের পরিস্থিতি নেপাল-বাংলাদেশের থেকেও খারাপ হবে। ইরফান আনসারি বলছেন, 'গোটা দেশ আজ রাস্তায়। ৪০ লক্ষ যুবক আজ রাস্তায়। তাঁরা শান্ত আছে শুধু রাহুল গান্ধীর দিকে তাকিয়ে। রাহুল গান্ধী ইশারা করলেই ভারতের অবস্থা বাংলাদেশ-নেপালের থেকেও খারাপ অবস্থা হবে ভারতের।' ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রীর কথায়, সরকারের কাজ মানুষের কাজ সহজ করা। কিন্তু এই সরকার কাজ সহজ করার বদলে আরও কঠিন করছে। যদি সরকার দ্রুত সাধারণ মানুষের সমস্যা না মেটায় তাহলে যুবসমাজ রাস্তায় নামবে। এখন শুধু রাহুল গান্ধীর দিকে তাকিয়ে তাঁরা শান্ত। ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রীর ওই মন্তব্য হাতিয়ার করে আসরে নেমে গিয়েছে বিজেপি। গেরুয়া শিবির বলছে, ইরফান আনসারি গোপন কথাটি ফাঁস করে দিয়েছেন। অরাজকতা তৈরিই যে কংগ্রেসের আসল উদ্দেশ্য সেটা তাঁর মন্তব্যে স্পষ্ট। বিজেপি নেতা শাহনওয়াজ হুসেন বলছেন, 'এটা কোনও সাধারণ মন্তব্য নয়। এই মন্তব্যকে আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। এভাবে নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিষেদগার করার অধিকার কাউকে দেওয়া উচিত নয়। এটা কাণ্ডজ্ঞানহীন মন্তব্য। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' জনবিক্ষোভ, জেন জি-কে ক্ষেপিয়ে তুলে সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামানো, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা। ককরোচ জনতা জনতা পার্টি এবং জেন জির বিক্ষোভকে শুরু থেকেই সরকার ফেলার বিদেশি ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে বর্ণনা করে আসছেন বিজেপি সমর্থকরা। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে যে জ্ঞানেশ কুমার বিরোধী আন্দোলন চলছে, সেটাকেও ওই একই সারিতে অরাজকতা তৈরির চেষ্টা হিসাবেই দেখাচ্ছে বিজেপি। এবার গেরুয়া শিবিরের হাতে নয়া অস্ত্র দিলেন কংগ্রেস নেতা।

সুপ্রিম কোর্টে আর্জি খারিজ, ১০ বছর জেল খাটতে হবে তরুণ তেজপালকে

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা 'তেহেলকা'র প্রতিষ্ঠাতা তরুণ তেজপালের। ২০১৩ সালের ধর্ষণ মামলায় সাজার উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে শীর্ষ আদালতে আবেদন করেছিলেন তিনি। তবে তাঁর সে আবেদন এদিন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। এই মামলায় তাঁকে ১০ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছিল বম্বে হাইকোর্ট। রাজ্য সরকারও এই মামলায় তাঁর শাস্তির মেয়াদ ১০ বছর থেকে যাবজ্জীবন করার দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। তেজপালের আবেদনের ভিত্তিতে শুক্রবার মামলাটির শুনানি চলছি বিচারপতি এম এম সুন্দরেশ এবং প্রসন্ন বি ভারালের বেঞ্চে। সেখানেই সুপ্রিম কোর্ট বলে, 'নথিতে থাকা ই-মেল এবং বার্তার উদ্ধৃতি দিয়ে কারাদণ্ডে স্থগিতাদেশের দাবি জানানো হয়েছে। তবে বিষয়টিকে কোনওভাবেই অব্যাহতি দেওয়ার মতো মামলা বলে মনে করছি না আমরা।' এরপরই খারিজ করে দেওয়া হয় তরুণের আবেদন। যার জেরে এবার ১০ বছরের সাজা খাটতে হবে একদা দেশজুড়ে সাড়া ফেলে দেওয়া 'তেহেলকা'র প্রতিষ্ঠাতাকে। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে গোয়ায় একটি কনফারেন্স চলাকালীন এক মহিলা সহকর্মীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠেছিল তরুণের বিরুদ্ধে। নির্যাতিতা অভিযোগ করেন, গোয়ার এক হোটেলের লিফটে তাঁকে যৌন নিগ্রহ করেছেন 'তেহেলকা'র প্রতিষ্ঠাতা। এমর্মে গোয়া পুলিশের কাছে এফআইআর দায়ের করা হয়। এরপর ২০১৩ সালে গ্রেফতার করা হয় তরুণকে। ২০১৪ সালের জুলাই মাসে জামিনে মুক্তি পান তিনি। এরপর ২০১৭ সালে ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয় তেজপালের বিরুদ্ধে। মামলার শুনানি শুরু হয় গোয়ার আদালতে। ২০২১ সালে সেই মামলায় রেহাই পান তিনি। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে যায় হয় গোয়া সরকার। শেষে ধর্ষণ মামলায় তরুণকে দোষী সাব্যস্ত করে বম্বে হাইকোর্টের গোয়া বেঞ্চ। ১০ বছরের কারাদণ্ড ঘোষণা করা হয়।

প্যারাগুয়েতে অর্ধেক দেশবাসীর অর্থ নিয়ে ডুবল ব্যাঙ্ক!

আসুন্সিও, ৬ নভেম্বর : ব্যাঙ্ক বিপর্যয়ে চরম আর্থিক দুরবস্থার মুখে লাতিন আমেরিকার দেশ প্যারাগুয়ে। অর্ধেকের বেশি দেশবাসীর টাকা নিয়ে ডুবল দেশের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক ইউইএনও। ঘটনার জেরে দেশবাসীর ক্ষোভের মুখে পদত্যাগ করলেন প্রেসিডেন্ট সান্তিয়াগো পেনা।। যদিও কংগ্রেস তাঁর ইস্তফা গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। এই অবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পথে নেমেছেন হাজার হাজার মানুষ। জানা গিয়েছে, মধ্যরাতে হঠাৎ করেই ব্যাঙ্কটির কার্যকলাপ বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়। যার জেরে লক্ষ লক্ষ গ্রাহক টাকা তুলতে পারেননি। এই ঘটনা দেশে বিরাট দুর্নীতির ইঙ্গিত দিচ্ছে।

একইসঙ্গে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক অস্থিরতা। এই পরিস্থিতিতে সোশাল মিডিয়ায় পেনা লেখেন, 'আমি দেশের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দেশের স্থিতিশীলতা, সামাজিক শান্তি ও আমাদের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সুরক্ষার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত। এই অবস্থায় আমার একমাত্র অগ্রাধিকার হল দেশের বাসিন্দাদের মানসিক শান্তি। যারা আমাদের আর্থিক ব্যবস্থার উপর ভরসা করে তাঁদের সঞ্চয় রেখেছেন।' প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের ঘোষণার পরই প্যারাগুয়ের সংসদের নিম্নকক্ষ পেনার বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়া শুরু করার পক্ষে সর্বসম্মতিতে ভোট দেন। বিরোধী দলের ৩৫ জন সাংসদ এবং শাসকদলের ভিন্নমতাবলম্বী নেতাদের তরফে আনা অভিযোগ ভিত্তিতে বিশেষ অধিবেশনের ডাক দেওয়া হয়। প্যারাগুয়ের সেনেট (সংসদের উচ্চকক্ষ) এখন সিদ্ধান্ত নেবে তাঁরা এই ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়া নিয়ে অগ্রসর হবে কি না, নাকি প্রেসিডেন্টের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হবে। এদিকে, বিরোধীদের অভিযোগ, পেনা 'পরিকল্পিতভাবে কর্তব্যে গুরুতর অবহেলা করেছেন।'

স্ত্রী 'আত্মঘাতী' হওয়ার পর তাঁর দেহ টুকরো করল স্বামী!

ওয়াশিংটন, ৬ নভেম্বর : স্ত্রী 'আত্মঘাতী' হয়েছেন বলেও শেষরক্ষা হল না। আমেরিকায় খুনের অভিযোগ উঠল এক ভারতীয় বংশোদ্ভূতের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তের নাম নরেশ ভট্ট। স্ত্রী মমতা কাফলে ভট্টকে খুনের অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। ভার্জিনিয়ার ঘটনা। আদালতে নরেশ দাবি করেছেন, তিনি বাড়িতে ছিলেন না। ফিরে দেখেন স্ত্রী অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছেন। তাঁর মুখ থেকে গ্যাঁজলা বের হচ্ছে। তখনই তিনি বুঝতে পারেন স্ত্রী বিষাক্ত কিছু খেয়েছেন। সিপিআর দিয়ে তাঁকে প্রাথমিক ভাবে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাঁচাতে পারেননি। কিন্তু তাঁর এই দাবির সত্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তদন্তকারীরা। আত্মহত্যা নয়, স্ত্রীকে নরেশ খুন করেছেন বলে দাবি তদন্তকারীদের। যদিও আদালতে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন নরেশ।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক | punjab national bank

ইমেল : cs8315@pnb.bank.in

এআরএমবি, শিলচর
সেন্ট্রাল রোড, শিলচর-৭৮৮০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনসট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮ (৬) এবং রুল ৯(১)-য়ে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০০২-অধীনে ব্যাঙ্কে বন্ধক হিসেবে রাখা স্থাবর সম্পত্তি ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের জানানো যাচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি; যা ঋণদাতার (ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান) নিকট বন্ধক রাখা হয়েছে এবং যার গঠনগত/ভৌত/প্রতীকী দখল ইতিমধ্যে ঋণদাতার অনুমোদিত কর্মকর্তা গ্রহণ করেছেন তা নিচে প্রদত্ত সারণিতে উল্লিখিত তারিখে ***'যে অবস্থায় আছে, যেখানে আছে'*** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের নিকট থেকে পাওনা অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে এই বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির বিপরীতে সংরক্ষিত মূল্য এবং জামানত হিসেবে জমা দেওয়ার অর্থ নিচে প্রদত্ত সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংরক্ষিত সম্পত্তি সমূহের তালিকা

ক্রম নং	ক) ব্রাঞ্চের নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের অ্যাকাউন্টের নাম এবং ঠিকানা	জামানতে থাকা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/ স্বত্বাধিকারীর নাম (সম্পত্তির বন্ধকদাতা)	(ক) সার্ফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-র ইউ/এস ১৩(২) মতে ডিমান্ড নোটিশের তারিখ (খ) বকেয়া পরিমাণ (গ) সার্ফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-র ইউ/এস ১৩(২) মতে দখল নেওয়ার তারিখ (ঘ) দখল নেওয়ার ধরন প্রতীকী/শারীরিক	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ) (খ) ইএমডি (গ) বিড বৃদ্ধি পরিমাণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	ঋণদাতার কাছে প্রদেতব্য দায়ের বিবরণ
১	**শিলচর (০০৩৭২০)** **মোঃ নাসির হুসেইন লস্কর** **১) মোঃ নাসির হুসেইন লস্কর,** পিতা মোঃ আপ্তাব উদ্দিন লস্কর, কনকপুর ২য় খণ্ড, পোঃঅঃ কনকপুর, শিলচর, জেলা কাছাড়, আসাম-৭৮৮০০৫ **(ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)** **২) মোঃ আপ্তাব উদ্দিন লস্কর,** পিতা মৃত আক্রু মিয়া লস্কর, কনকপুর ২য় খণ্ড, পোঃঅঃ কনকপুর, শিলচর, জেলা কাছাড়, আসাম-৭৮৮০০৫ **(সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)** **৩) মোঃ আশুক উদ্দিন লস্কর,** পিতা নিমার আলী লস্কর, কনকপুর ২য় খণ্ড, পোঃঅঃ কনকপুর, শিলচর, জেলা কাছাড়, আসাম-৭৮৮০০৫ **(সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)**	**সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সবধরনের সম্পত্তি সহ জমি** যার পরিমাপ ২ বিঘা, ১৩ কাঠা এবং ১০ ছটাক, যার দাগ নং-৫০৯, ৫১৩, যা ২য় আরএস পাট্টা নং-১৩৬ যার উপর অ-প্রচলিত আসাম টাইপ বিল্ডিং শেড রয়েছে, যার মৌজা-কনকপুর ১ম খণ্ড, পরগণা-বরাকপার, জেলা-কাছাড়, এই অবস্থানে নাসির উদ্দিন লস্কর এবং আশুক উদ্দিন লস্করের নামে রয়েছে। যার রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং-৪৬২, তারিখ-০৭-০৩-২০১২/ ১২-০৩-২০১২। **যার চতুঃসীমা-** **পূর্ব**-বরাক নদী **পশ্চিম**-পূর্ত সড়ক **উত্তর**-লক্ষ্মী সো-মিলস **দক্ষিণ**-হোজাই সো-মিলস	**ক)** ১৫-০৫-২০২৩ **খ)** ৬০,৬৪,৯১২.১৬ টাকা + তার সঙ্গে প্রযোজ্য সুদ ০১-০৫-২০২৩ ইং হইতে ও অন্যান্য ব্যয় সম্বলিত **গ)** ১১-০৮-২০২৩ **ঘ)** প্রতীকী-দখল	ক) ৭১.৪০ টাকা খ) ৭.১৪ টাকা (২৫-১১-২০২৬-য়ে বা তার আগে) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২৬-১১-২০২৬ তারিখের সকাল ১১-০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা	ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়
২	**করিমগঞ্জ (০০৩৬২০)** **রাজেশ কুমার দে** **১) রাজেশ কুমার দে,** পিতা প্রয়াত রঞ্জিত কুমার দে, নেতাজি পল্লী রোড (আজাদ সাগর রোডের কাছে) পোঃঅঃ ও জেলা- করিমগঞ্জ, আসাম-৭৮৮৭১০ **(ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)** **২) বাবলি দে,** স্বামী রাজেশ কুমার দে, নেতাজি পল্লী রোড (আজাদ সাগর রোডের কাছে) পোঃঅঃ ও জেলা-করিমগঞ্জ, আসম-৭৮৮৭১০ **(জামিনদার)**	**সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সবধরনের সম্পত্তি সহ জমি এবং বিল্ডিং** যার মৌজা-করিমগঞ্জ টাউন পার্ট-৩, ব্লক নং-০২, পরগণা-কুশিয়ারকুল, জেলা-করিমগঞ্জে অবস্থিত, যার পরিমাপ ২ কাঠা ১০ ছটাক ১৪ গণ্ডা, যার দাগ নং-১৬১ ও ১৬৪, যা আবাসিক-৩ ভূমি, যার পাট্টা নং-১৪৫, হোল্ডিং নং-২৫৩, ওয়ার্ড নং-৩, এই অবস্থানে যার নিবন্ধিত দলিল নং-২৮৩০, তারিখ: ১৭-০৬-২০১৬-এই অবস্থানে রাজেশ কুমার দে-র নামে মালিকানাধীন সম্পত্তি রয়েছে, যার মধ্যে ভবন ও ভূমি অন্তর্ভুক্ত **চতুঃসীমা:** **উত্তর:** ৪.৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পথ **দক্ষিণ:** যাদব ভট্টাচার্য ও পান্নালাল দে-র জমি ও ভবন, **পূর্ব:** যাদব ভট্টাচার্যের জমি ও ভবন এবং ২ ফুট চওড়া নালা, **পশ্চিম:** পৌরসভা সড়ক	**(ক)** ২১-১২-২০২১ **(খ)** ১৬,১৩,২৮৪.৫৩ টাকা + তার সঙ্গে প্রযোজ্য সুদ ০১-১২-২০২১ ইং হইতে ও অন্যান্য ব্যয় সম্বলিত **(গ)** ২০-০৬-২০২২ **(ঘ)** প্রতীকী-দখল	ক) ৩০.১৪ টাকা খ) ৩.০১৪ টাকা (২৫-১১-২০২৬-য়ে বা তার আগে) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা		
৩	**শিলচর (০০৩৭২০)** **কৃষ্ণ শর্মা** **১) কৃষ্ণ শর্মা,** পিতা মৃত আনন্দ শর্মা, ওয়ার্ড নং-৭, তারাপুর, শিলচর, আসাম-৭৮৮০০১ **(ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)।** **২) ইরা নাথ,** স্বামী মৃত সুব্রত কুমার নাথ, কুমী বাংলো রোড, রাজীব গান্ধী ইনস্টিটিউটের পাশে, শিলচর-৭৮৮০০৪ **(জামিনদার)** **৩) সুমন কুমার নাথ,** পিতা মৃত সুব্রত কুমার নাথ, প্রযত্নে আনন্দময়ী, জানিগঞ্জ, আসাম-৭৮৮০০১ **(ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)**	**সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সবধরনের সম্পত্তি সহ জমি :** **প্লট নং-১ :** বন্ধক রাখা জমি যা ২য় আরএস দাগ নং-৫২, পাট্টা নং-১০, পরগণা বরাকপার, মৌজা তারাপুর ৭ম খণ্ডের অন্তর্গত যার পরিমাপ ২ কাঠা ৮ ছটাক জমির উপর নির্মিত আরসিসি বিল্ডিং, যা এফসিআই রোড রামনগর, কাছাড়, শিলচর-৭৮৮০০৩ এই অবস্থানে কৃষ্ণ শর্মার নামে রয়েছে। যার নিবন্ধিত দলিল নং-৫৩২৭, তারিখ: ১২-১২-২০০৮ এবং নিবন্ধিত দলিল নং-৩৭১৩, তারিখ: ০৪-১২-২০০৯-এর অধীনে রয়েছে। **চতুঃসীমা-** **পূর্ব**-প্রবীর সিংহ এবং অন্যান্যদের জমি। **পশ্চিম**-এফসিআই রোড, **উত্তর**-প্রবীর সিংহ এবং অন্যান্যদের জমি। **দক্ষিণ**-কৃষ্ণ শর্মার অন্যান্য জমি **প্লট নং-২ :** বন্ধক রাখা জমি যা ২য় আরএস দাগ নং-৩৪০৩, পাট্টা নং-৪৬২, পরগণা-বরাকপার, মৌজা শিলচর টাউন, যার পরিমাপ ২০৩৪ বর্গ ফুটে নির্মিত একটি আরসিসি বিল্ডিং, যার মাপ ১৮৬ বর্গমিটার যা অম্বিকাপট্টি, রাজীব গান্ধী ইনস্টিটিউট শিলচর-৭৮৮০০৪ এর পাশে শ্রীমতী ইরা নাথ এবং সুমন কুমার নাথের নামে রয়েছে। যার রেজিস্টার্ড গিফট দলিল নং-৩৬১৯, তারিখ: ০৬-০৭-১৯৮১ এর অধীনে রয়েছে। **চতুঃসীমা-** **পূর্ব**-সুভাষ চন্দ্র নাথের জমি, **পশ্চিম**-সড়ক, **উত্তর**-সড়ক, **দক্ষিণ**-সড়ক	**(ক)** ২০-০৪-২০২১ **(খ)** ১,১০,৯৪,৬৪৫.২১ টাকা + তার সঙ্গে প্রযোজ্য সুদ ২৪-০৩-২০২১ ইং হইতে ও অন্যান্য ব্যয় **(গ)** ০৫-১০-২০২১ **(ঘ)** প্রতীকী-দখল	**প্লট নং-১** (ক) ৫২.৬৩ টাকা (খ) ৫.২৫ টাকা (২৫-১১-২০২৬-য়ে বা তার আগে) (গ) ০.১০ লক্ষ টাকা **প্লট নং-২** (ক) ৫০.৩৮ টাকা (খ) ৫.০৩৮ টাকা (২৫-১১-২০২৬-য়ে বা তার আগে) (গ) ০.১০ লক্ষ টাকা		
৪	**ঘুংঘুর (০০৪৮২০)** **মেসার্স বেলা ট্রেডার্স** **১) অনুপ কর, স্বত্বাধকারী :** মেসার্স বেলা ট্রেডার্স, তরণী রোড, শিলচর-৭৮৮০০৫, জেলা কাছাড়, আসাম **(ঋণগ্রহীতা)** **২) তারা রাণী রায়,** স্বামী মৃত মাধব চন্দ্র রায়, পাবলিক স্কুল রোড, লেন নং-৩ (বাম দিকে), শিলচর-৭৮৮০০৫, জেলা কাছাড়, আসাম **(বন্ধকদাতা)** **৩) নজরুল হক চৌধুরী,** পিতা মোঃ গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী, নুরখাতুন এমই স্কুলের পাশে, গ্রাম এবং পোঃঅঃ কনকপুর ১ম খণ্ড, থানা সদর শিলচর, জেলা কাছাড়, আসাম-৭৮৮০০৫ **(বন্ধকদাতা)।**	**সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সবধরনের সম্পত্তি সহ জমি এবং বিল্ডিং** যা মোঃ নজরুল হক চৌধুরীর নামে রয়েছে। যার পরিমাপ ০৭ কাঠা, যার দাগ নং-২৯৪, ২য় আরএস পাট্টা নং-১০০, মৌজা-কনকপুর ১ম খণ্ড, পরগনা বরাকপার, জেলা কাছাড়, আসামের অন্তর্গত, বিক্রয় দলিল নং-২৫১০, তারিখ ১১-১১-২০১১, যা সংশোধিত দলিল নং-১১৮, তারিখ ১২-০১-২০১২ এর অধীনে সিনিয়র সাবরেজিস্ট্রার, শিলচর, কাছাড় (আসাম) কার্যালয়ে নিবন্ধিত **চতুঃসীমা-উত্তরে**-১২ ফুট প্রস্থ রাস্তা **দক্ষিণে**-মইন উদ্দিন চৌধুরীর জমি **পূর্বে**-সিরাজ উদ্দিন চৌধুরীর জমি **পশ্চিমে**-দাগ নং-২৯৪ এ গিয়াস উদ্দিন চৌধুরীর অবশিষ্ট জমি	**(ক)** ১৫-১০-২০১৬ (খ) ৪১,৯১,৩৫৯.৮৩ টাকা + তার সঙ্গে প্রযোজ্য সুদ ১৬-১০-২০১৬ ইং হইতে ও অন্যান্য ব্যয় (গ) ২৭-০২-২০১৭ (ঘ) শারীরিক-দখল	(ক) ৩৪.৪২ টাকা (খ) ৩.৪৪২ টাকা (২৫-১১-২০২৬-য়ে বা তার আগে) (গ) ০.১০ লক্ষ টাকা		
৫	**করিমগঞ্জ (০০৩৬২০)** **মেসার্স জয়রাম ইলেকট্রিক্যালস** **১) রাজদীপ বণিক,** স্বত্বাধিকারী-জয়রাম ইলেকট্রিক্যালস, পিতা রতন বণিক, হাউস নং-৯৮, ওয়ার্ড নং-২১, মদন মোহন রোড, করিমগঞ্জ, আসাম-৭৮৮৭১৩, মোবাইল-৯৪০১২১০৪৯১ **(ঋণগ্রাহীতা)** **২) শ্রমতী নিভা বণিক,** স্বামী রতন বণিক, ওয়ার্ড নং-২৬, ইন্দ্র রোড, পোঃঅঃ-করিমগঞ্জ-৭৮৮৭১৩, আসাম **(বন্ধকদাতা)**	**সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সব ধরনের সম্পত্তি সহ জমি এবং বিল্ডিং** যার মৌজা-করিমগঞ্জ টাউন, বনমালী ২য় খণ্ড, ব্লক নং-৩, পরগনা-কুশিয়ারকুল, জেলা করিমগঞ্জ, আসামের অন্তর্গত যার পরিমাপ ০.০৭ একর = ৪.২৩ কাঠা, যার পুরাতন দাগ নং-২১৬, খতিয়ান নং-৭, পাট্টা নং-১৬৪, নতুন দাগ নং-২৮০, এই অবস্থানে নিভা বণিক, স্বামী রতন বণিকের নামে রয়েছে। যা সাবরেজিস্ট্রার অফিস করিমগঞ্জের পঞ্জীয়নকৃত দলিল নং-৫৬৬, তারিখ-০৯-০২-২০১১ এই অবস্থানে রয়েছে। **চতুঃসীমা-** **উত্তর :** সুরেশ দাসের বসতবাড়ী, **দক্ষিণ :** রামু দাসের বসতবাড়ী, **পূর্ব :** খালি জমি, **দক্ষিণ :** ৬ ফুট রাস্তা	**ক)** ১৭-০৭-২০২৪ **খ)** ৭০,০৫,৭২১.১৩ টাকা + তার সঙ্গে প্রযোজ্য সুদ ০১-০৭-২০২৪ ইং হইতে ও অন্যান্য ব্যয় সম্বলিত **গ)** ২৪-০৯-২০২৪ **ঘ)** প্রতীকী-দখল	ক) ৪৫.৪৪ টাকা খ) ৪.৫৪ টাকা (২৫-১১-২০২৬-য়ে বা তার আগে) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা		
৬	**করিমগঞ্জ (০০৩৬২০)** **মেসার্স সাহারা ট্রেডার্স** **১) মেসার্স সাহারা ট্রেডার্স,** স্বত্বাধিকারী : জাকির হোসেন চৌধুরী, পিতা জালাল আহমেদ চৌধুরী, ঠিকানা : কানিশাইল জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, পোঃঅঃ কানিশাইল, জেলা করিমগঞ্জ, আসাম-৭৮৮৭১১ **২) জাকির হোসেন চ

একের পাতার পর

হত্যা করার অধিকার নেই

লাগে। পুলিশের বক্তব্য, ঘনকান্ত পালানোর চেষ্টা করার পাশাপাশি আধিকারিকের আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। তবে এই বিবরণ পুলিশের দাবি, পরিবারের তরফে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি উজ্জ্বল ভূঞার পুলিশের দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পুলিশ আইন নিজের হাতে তুলে নিলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি সরকার গুরুত্ব দিয়ে দেখে। ঘনকান্তের মৃত্যুর ঘটনাতেও ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত হয়েছে বলে জানান তিনি। গত ২৬ অক্টোবর হোটেল বিলাস ইন-এ গুলিচালনায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়। নিহতদের মধ্যে ভরালি পরিবারের চার সদস্য ছিলেন। হোটেলের লিজ ও মালিকানা নিয়ে বিবাদের জেরেই এই হামলা বলে অভিযোগ। ওই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হিসেবে ঘনকান্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সাতদিনের পুলিশি হেফাজত শেষে তাকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল। পরে অন্য একটি আর্থিক প্রতারণার মামলার তদন্তে তাকে শিবসাগরে নিয়ে যাওয়ার সময় গুলিচালনার ঘটনা ঘটে। তবে ঘনকান্তের স্ত্রী জোনমণি গগৈ পুলিশের বিবরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তার দাবি, ঘনকান্ত আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং তদন্তে সহযোগিতা করতে চেয়েছিলেন। সে ক্ষেত্রে তিনি কেন পালানোর চেষ্টা করবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জোনমণি। পরিবারের তরফে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিও জানানো হয়েছে।

দিল্লিতে ভূপেন জন্মশতবর্ষের

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভূপেন হাজরিকার গান শুধু অসমের নয়, দেশের নানা প্রান্তের মানুষের কাছেও সমানভাবে পরিচিত। তাঁর মানবতা, শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এই সমাপ্তি অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে দিল্লিতে ভূপেন হাজরিকার গৌরবময় উত্তরাধিকার উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে এক বছরব্যাপী জন্মশতবর্ষ কর্মসূচির পরিসমাপ্তি ঘটবে। প্রথম 'ড. ভূপেন হাজরিকা জাতীয় পুরস্কার' পাচ্ছেন লতা মঙ্গেশকর এবং আশা ভোসলের ছোট বোন, ঊষা মঙ্গেশকর। গত মাসে এক মন্ত্রিসভা তাঁর নাম অনুমোদন করেছিল। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী জানান, ঊষা পুরস্কার গ্রহণে সম্মতি দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর হাতে সম্মান তুলে দেবেন। পুরস্কারের সঙ্গে থাকবে ১০ লক্ষ টাকা এবং একটি মানপত্র। সঙ্গীত, শিল্পকলা ও চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি পাওয়া ব্যক্তিত্বদের প্রতি তিন বছর অন্তর এই পুরস্কার দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানের জন্য অসম সরকার অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থাও করেছে। শুক্রবার একটি বিশেষ পোর্টালের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত নাম নথিভুক্ত করা যাবে। ১২ নভেম্বর থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোডের সুযোগ মিলবে। তবে আবেদনকারীদের তথ্য ও পরিচয় যাচাইয়ের পরই তাঁদের উপস্থিতি চূড়ান্ত করা হবে। হিমন্ত জানিয়েছেন, বিশ্বের যে কোনও প্রান্তের মানুষ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবেন। ভিড় ও প্রবেশের ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সামলাতেই নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

অসমের বিভিন্ন কলেজ থেকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আগ্রহী প্রায় এক হাজার পড়ুয়াকেও দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কলেজগুলির পড়ুয়াদের মধ্য থেকে তাঁদের বেছে নেওয়া হবে। ২৯ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠান শুরু হবে, শেষ হবে রাত ৮টায়। প্রথম আধঘণ্টা থাকবে আনুষ্ঠানিক পর্ব। তার পর প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে পরিবেশিত হবে ভূপেন হাজরিকার গান।

গত বছর ৮ সেপ্টেম্বর ভূপেন হাজরিকার শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বছরব্যাপী কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। অসম সরকার তাঁর সঙ্গীত, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অবদান এবং জীবনদর্শন নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন সহ একাধিক সংগঠনও নানা কর্মসূচি পালন করে। জন্মশতবর্ষের সূচনা উপলক্ষে গত বছরের সেপ্টেম্বরে গুয়াহাটিতে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সেখানে ভূপেন হাজরিকার স্মরণে ১০০ টাকার স্মারক মুদ্রা প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর জীবনীও। ওই অনুষ্ঠানেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের শেষ অনুষ্ঠান হবে দিল্লিতে।

১৯২৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর সদিয়ায় জন্ম ভূপেন হাজরিকার। সঙ্গীতশিল্পী, সুরকার, গীতিকার, কবি ও চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে তিনি উত্তর-পূর্ব ভারতের লোকসঙ্গীত ও সংস্কৃতিকে দেশের বৃহত্তর শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। অসমিয়া, বাংলা ও হিন্দি,তিন ভাষাতেই তাঁর গান জনপ্রিয়। মানবতা, সামাজিক ন্যায়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সাধারণ মানুষের জীবন তাঁর সৃষ্টির প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছিল। 'মানুহে মানুহর বাবে' তাঁর সবচেয়ে পরিচিত গানগুলির অন্যতম। গানটির বাংলা রূপ 'মানুষ মানুষের জন্য'ও বহু মানুষের কাছে পরিচিত। হিমন্তের কথায়, মানুষের মধ্যে একতা ও সংহতির যে বার্তা এই গানে রয়েছে, তা অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বের নানা প্রান্তে পৌঁছেছে। ১৯৯২ সালে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পান ভূপেন হাজরিকা। ২০১৯ সালে তাঁকে মরণোত্তর ভারত রত্ন দেওয়া হয়। ২০১১ সালের ৫ নভেম্বর মুম্বইয়ে প্রয়াত হন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুধুমাত্র অসম নয় গোটা বিশ্বের ভূপেন অনুরাগীদের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে তাঁরা যাতে প্রিয় শিল্পীর স্মৃতিতে কিছুটা সময় কাটাতে পারেন। তিনি বলেন, 'ভূপেন তাঁর গান এবং লেখার মাধ্যমে অসমের গণ্ডি পেরিয়ে গোটা বিশ্বের দরবারে পৌঁছে গেছিলেন। বহু বিদেশি নায়ক আজও তাঁর থেকে অনুপ্রেরিত হন। তাঁরা অসমে আছেন নিজের শিল্পীর টানে। ভূপেন কতটা বড় আমরা হয়তো এখনো বুঝতেই পারিনি। আমরা চাই এমন একটা মাধ্যম গড়ে তুলতে যেখানে অনুরাগীরা ইচ্ছে মতো আসতে পারেন এবং তাঁদের কাছ থেকে আমরা ভবিষ্যতে অনেক কিছু পেতে পারি। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভূপেন হাজরিকার অনুরাগী। তিনি এই অনুষ্ঠানে একটা দীর্ঘ সময় কাটাবেন যা আমাদের কাছে অনেক বড় প্রাপ্তি।'

শিলচরে মাস্টার ড্রেনেজ প্রকল্পে

সহ অন্যান্য সমস্যা নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা পর্বে নিগম এলাকায় জমা জলের সমস্যা সমাধানে মাস্টার ড্রেনেজ প্রকল্পের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার পরিকল্পনার কথা জানানো হয়।

মন্ত্রী কৌশিক রায় এবং পুর নিগমের মেয়র ও ডেপুটি মেয়র ছাড়া এদিনের বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দুই সাংসদ কনাদ পুরকায়স্থ ও পরিমল শুক্লবৈদ্য, বিধায়ক ডাঃ রাজদীপ রায় ও রাজদীপ গোয়ালা, আবাসন ও নগর উন্নয়ন বিভাগের সচিব জীবন বি, কাছাড়ের জেলা কমিশনার রাহুল গুপ্তা, শিলচর পুর নিগমের কমিশনার অঙ্কুর দাস, অমরুথের রাজ্য সঞ্চালক সস্প্রীতি গোস্বামী, পুর প্রশাসনের সঞ্চালক সুশান্ত দত্ত, স্বচ্ছ ভারত মিশনের সঞ্চালক সব্যসাচী কাশ্যপ, টাউন এন্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং বিভাগের বিশেষ সঞ্চালক জীতেন্দ্র শর্মা কাকতি প্রমুখ।

জানা গেছে, বৈঠকে শিলচরের জমা জলের সমস্যা প্রসঙ্গে আলোচনাকালে জানানো হয়, টাউন এন্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং বিভাগ এই সমস্যার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হিসেবে ৬টি এলাকা লিংক রোড, দাস কলোনি, অম্বিকাপট্টি, মালুগ্রাম এবং ইটখলাকে চিহ্নিত করেছে। এসব এলাকা সহ নিগমের আওতাধীন অন্যান্য এলাকায় জমা জলের সমস্যা সমাধানে টাউন এন্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং বিভাগ থেকে মাস্টার ড্রেনেজ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হবে ২০০ কোটি টাকা। তবে এক্ষেত্রে টাকার পরিমাণ পরবর্তীতে কিছুটা বাড়তে পারে বলেও জানানো হয় বৈঠকে। এর পাশাপাশি রাঙ্গিরখাল সহ শহরের জল নিষ্কাশনের জন্য অন্যান্য খাল খোদাই করা নিয়েও আলোচনা করা হয়।

জানা গেছে, বৈঠকে পুর নিগম নির্বাচনে বিজেপির পক্ষ থেকে নিউ শিলচর এলাকায় অডিটোরিয়াম গড়ার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য মন্ত্রী কৌশিক রায় জমি খুঁজে বের করতে নির্দেশ দিয়েছেন জেলা কমিশনার রাহুলকুমার গুপ্তাকে। এছাড়া শিলচর শ্মশানঘাটে বৈদ্যুতিক চুল্লি তৈরি নিয়েও আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত হয়েছে, এর জন্য দরপত্র আহ্বান করে ১৫ দিনের মধ্যেই ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করার ব্যবস্থা করা হবে। এসবের পাশাপাশি আবর্জনা নিষ্কাশন, লুপ্ত হয়ে যাওয়া শিলচর পুরসভার আয়-ব্যয় নিয়ে বাইরের কোনও সংস্থাকে দিয়ে অডিট করানোর কথাও জানানো হয় বৈঠকে।

শিলচর পুর নিগম ও সুয়ারেজের

কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আলোচনার মাঝে উঠে আসে দেবাশিস শইকিয়া ও রত্নজিত দে-র কাজকর্মের প্রসঙ্গ। রত্নজিত দে অমরুথ প্রকল্পের ইনচার্জও। খবর অনুযায়ী, পর্যালোচনায় দু'জনের কাজকর্ম নিয়ে নেতিবাচক বিভিন্ন প্রসঙ্গ উঠে আসায় ক্ষিপ্ত হয়ে মন্ত্রী দেবাশিস ও রত্নজিতের সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নির্দেশ দেন তাঁদের সাসপেন্ড করার। এক বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, দু'জনের বিরুদ্ধে কাজে গাফিলতি এবং দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। দেবাশিস পুর নিগমের (পুরনো পুরসভা) আয়-ব্যয় নিয়ে ঠিকমতো হিসাব তুলে ধরতে পারেননি। আর অমরুথ প্রকল্পের কাজের ক্ষেত্রে ইনচার্জ হিসেবে রত্নজিতের বিভিন্ন অনিয়মের প্রসঙ্গও স্পষ্ট হয়ে যায়। এতে মন্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। এরপর সাসপেনশনের নির্দেশ দেন। তবে রাতে এ সংবাদ লিখা পর্যন্ত সাসপেনশনের নির্দেশ জারি হয়েছে কি না, তা জানা যায়নি।

কেসি দাস কমার্স কলেজে

নতুন শিক্ষা ভবন নির্মাণের জন্য ২ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। এই ভবন চালু হলে কলেজের শ্রেণিকক্ষের পরিকাঠামো উন্নত হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য আরও উন্নত পরিবেশ তৈরি হবে। অন্যদিকে, ১৫০টি কম্পিউটার-সমৃদ্ধ আধুনিক কম্পিউটার পরীক্ষাগার পড়ুয়াদের ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ বাড়াবে। বিশেষ করে বাণিজ্য শিক্ষার পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটারভিত্তিক দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) পরীক্ষাগার স্থাপনের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি হবে। বর্তমান সময়ে শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, হিসাবরক্ষণ ও শিল্পক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কলেজ পর্যায় থেকেই পড়ুয়াদের নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত করে তোলার উদ্যোগকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

প্রকল্পের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলো ডিজিটাল স্টুডিও। এর মাধ্যমে ডিজিটাল শিক্ষাসামগ্রী তৈরি, অনলাইন পাঠদান এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ বাড়বে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কলেজের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতিকে আরও উন্নত করার ক্ষেত্রে এই স্টুডিও সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগু বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের পিএম-উষা প্রকল্প দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষার মান বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের জন্য আরও উন্নত সুযোগ-সুবিধা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এই প্রকল্প উচ্চশিক্ষার প্রসার ও গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শিক্ষামন্ত্রীর মতে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শুধু প্রচলিত পাঠ্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা, ব্যবহারিক জ্ঞান এবং কর্মসংস্থানমুখী শিক্ষা প্রদান করাও প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার ওপর রাজ্য সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী উচ্চতর শিক্ষা অভিযান একটি কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত প্রকল্প। এর মাধ্যমে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত শিক্ষার পরিবেশ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কেসি দাস কমার্স কলেজে এই ৫ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে গুয়াহাটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার পরিসর আরও সম্প্রসারিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষ করে কম্পিউটার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাল শিক্ষার নতুন সুযোগের ফলে আগামী দিনে পড়ুয়ারা আধুনিক কর্মজগতের চাহিদা অনুযায়ী নিজেদের দক্ষতা গড়ে তোলার সুযোগ পাবেন।

ডিব্রুগড়ে অয়েল ইন্ডিয়ার

নয়। অয়েল ইন্ডিয়া জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল ৯টা ৫ মিনিট নাগাদ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলাকালীন ঘটনাটি ঘটে। কর্মীরা একটি বাথ হিটার মেরামত করছিলেন বলে কয়েকটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। সংস্থার তরফে অবশ্য বিস্ফোরণের নির্দিষ্ট কারণ জানানো হয়নি।

অয়েল ইন্ডিয়ার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আহত ছ'জনকে প্রথমে সংস্থার হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে তাঁদের অসম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আহতেরা মুম্বইয়ের সংস্থা স্পেকট্রন ইঞ্জিনিয়ার্স প্রাইভেট লিমিটেডের কর্মী। ওই সংস্থা অয়েল ইন্ডিয়ার হয়ে কাজ করছিল।

বিস্ফোরণের খবর পেয়েই অয়েল ইন্ডিয়ার দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগে। পরিস্থিতি সামাল দিতে দমকলের পাশাপাশি বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যদেরও মোতায়েন করা হয়। শুক্রবার দুলিয়াজান থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে অয়েল ইন্ডিয়া এক কর্মীর মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করে এবং মৃতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানায়।

লখিমপুর ও ডিফু মেডিক্যালে

চিকিৎসা শিক্ষার জন্য বহু চিকিৎসককে রাজ্যের বাইরে যেতে হত। নতুন আসন তাঁদের সামনে অসমেই বিশেষজ্ঞ হওয়ার পথ আরও প্রশস্ত করবে।

গত কয়েক বছরে রাজ্যে চিকিৎসা শিক্ষার পরিকাঠামোয় উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেছে। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ কয়েক দশক অসমে সরকারি মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন। ২০০০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে আরও পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজ যুক্ত হয়। পরবর্তী পাঁচ বছরে আরও ছ'টি মেডিক্যাল কলেজ চালু হওয়ায় সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়ায় ১৪-তে। এর পাশাপাশি গুয়াহাটির ইএসআইসি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল-সহ নতুন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান যুক্ত হওয়ায় রাজ্যে চিকিৎসা শিক্ষার পরিসর আরও বিস্তৃত হয়েছে।

২০২৩ সালে গুয়াহাটির চাংসারিতে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রথম অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-র উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বর্তমানে রাজ্যের আরও কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজের নির্মাণকাজ চলছে। পাশাপাশি বজালি, হাইলাকান্দি ও মাজুলিতে নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে রাজ্যে চিকিৎসা শিক্ষার পরিকাঠামো আরও বাড়বে। স্নাতকোত্তর স্তরের পাশাপাশি এমবিবিএস আসনও বেড়েছে। জাতীয় চিকিৎসা কমিশনের ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের আসন তালিকা অনুযায়ী, অসমের ১৬টি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে মোট ১,৯৭৫টি এমবিবিএস আসন রয়েছে। নির্মাণাধীন মেডিক্যাল কলেজগুলি চালু হলে স্নাতক স্তরেও আসনসংখ্যা আরও বাড়বে।

চিকিৎসা পরিকাঠামোর সম্প্রসারণের পাশাপাশি মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার কমানোর পরিসংখ্যানও তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮-২০ সালে অসমে প্রতি এক লক্ষ জীবিত প্রসবে মাতৃমৃত্যুর হার ছিল ১৯৫। ২০২১-২৩ সালে তা কমে হয়েছে ১১০। একইভাবে, ২০২০ সালে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে শিশুমৃত্যুর হার ছিল ৩৬, যা ২০২৩ সালে কমে ৩০ হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার ৯৮ শতাংশের বেশি এবং শিশুদের টিকাকরণের হার ৯৫ শতাংশের ঊর্ধ্বে। চিকিৎসা শিক্ষায় আসন বৃদ্ধি এবং নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে রাজ্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরির পরিসর বাড়ানোর চেষ্টা করছে সরকার। তবে এই সম্প্রসারণের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে নতুন প্রশিক্ষিত চিকিৎসকদের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত নিয়োগও জরুরি।

মণিপুরে বন্‌ধ স্থগিত

নেওয়া হয়েছে। তবে এই সিদ্ধান্তকে আন্দোলন প্রত্যাহার হিসেবে দেখার কোনও অবকাশ নেই বলে স্পষ্ট করেছে ট্রাইবাল ইউনিটি। সংগঠনের বক্তব্য, সরকারকে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে দাবিগুলি বাস্তবায়িত না হলে পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। প্রয়োজনে আরও কঠোর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথেও হাঁটবে কুকি-জো জনগোষ্ঠী।

উল্লেখ্য, গত ২৮ অক্টোবর হেংবুং পুলিশ ফাঁড়ি থেকে ফেরার পথে নিখোঁজ হন তাফৌ কুকি গ্রামের বাসিন্দা থাংগিনলুন চংলোই (২১) এবং পাওগিনলাল হাংসিং (২০)। পরে ১ নভেম্বর তাঁদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় গোটা কাংপোকপি জেলায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দুই যুবকের অপহরণ ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার এবং নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে সরব হয় কুকি-জো সংগঠনগুলি। ঘটনার প্রতিবাদে ট্রাইবাল ইউনিটি প্রথমে ৪৮ ঘণ্টার বন্ধের ডাক দেয়। পরে সরকারের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে একাধিকবার বন্ধের মেয়াদ বাড়ানো হয়। সর্বশেষ ৪৮ ঘণ্টার বন্ধ কর্মসূচি ৬ নভেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত চালানোর ঘোষণা করা হয়েছিল। এই পর্যায়ে কোনও ছাড় না দিয়ে সম্পূর্ণ বন্ধ কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেয় সংগঠনটি।

ফলে কাংপোকপি জেলার স্বাভাবিক জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দোকানপাট, বাজার, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। রাস্তায় যানবাহন চলাচলও ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। ইম্ফল-ডিমাপুর জাতীয় সড়ক (এনএইচ-২) এবং আইটি রোডে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পণ্যবাহী বহু গাড়ি আটকে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের যাতায়াত এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রাও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। এর আগে ৫ নভেম্বর রাজ্য সরকারের আমন্ত্রণে ট্রাইবাল ইউনিটি প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের মুখপাত্র এনজি লুন কিপগেন জানান, আলোচনায় সরকার তাদের কয়েকটি দাবি মেনে নেওয়ার বিষয়ে সম্মতি জানালেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আরও সময় চেয়েছে। ফলে বৈঠক থেকে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়নি। তবে শান্তিপূর্ণ ও স্থায়ী সমাধানের স্বার্থে সরকারকে অতিরিক্ত সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংগঠনটি। ট্রাইবাল ইউনিটির বক্তব্য, শুধু আশ্বাস দিয়ে পরিস্থিতির সমাধান সম্ভব নয়। সরকারের প্রতিশ্রুতিকে বাস্তব পদক্ষেপে পরিণত করতে হবে। আলোচনাকে দীর্ঘসূত্রতার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হলে তা মেনে নেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে সংগঠনটি।

উল্লেখ্য, দুই যুবকের হত্যাকাণ্ডের পর ট্রাইবাল ইউনিটি একাধিক দাবি পেশ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার (এনআইএ) হাতে মামলা হস্তান্তর, অপহরণ ও হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার, তাফৌ কুকি গ্রামের পুলিশি প্রশাসনিক অধিক্ষেত্র সেনাপতি জেলা থেকে কাংপোকপি জেলার অধীনে আনা এবং ওকলং শিবির থেকে এনএসসিএন-আইএমের হুথুং ব্রিগেড প্রত্যাহার। এছাড়া মণিপুরের উপমুখ্যমন্ত্রী লোসি ডিখোকে পদ থেকে সরানোর দাবিও জানিয়েছে সংগঠনটি।

ট্রাইবাল ইউনিটি জানিয়েছে, সাতদিনের মধ্যে সরকার গ্রহণযোগ্য ও সম্মানজনক সমাধানের পথ বের করতে না পারলে পরবর্তী আন্দোলনের রূপরেখা যৌথভাবে নির্ধারণ করা হবে। সংগঠনের এই ঘোষণার পর মণিপুর সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন কাংপোকপি জেলার বাসিন্দারা। দুই যুবকের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত এবং দায়ীদের বিচারের দাবিকে কেন্দ্র করে রাজ্যের পাহাড়ি অঞ্চলে পরিস্থিতি কোন দিকে এগোয়, এখন সেটাই দেখার।

দিল্লিতে গ্রেফতার মণিপুরের

'গান্ধী'। ধৃত এই জঙ্গিনেতা মণিপুরের খৌবাল জেলার সদর থানায় রুজু হওয়া ইউএপিএ মামলায় মূল অভিযুক্ত। ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ও নাশকতা ছড়ানোর ঘটনায় সরকারি যুক্ত এই পিএলএ জঙ্গি। পিএলএ মূলত মেতেই জনগোষ্ঠীর এক সশস্ত্র সংগঠন। যারা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম মণিপুর দেশ গঠন করতে চায়।

দিল্লির অপরাধদমন শাখার ডেপুটি কমিশনার হর্ষ ইন্দোরা বলেন, গা ঢাকা দিতেই দিল্লিতে ঘাঁটি গেড়েছিল অভিযুক্ত। রাজধানীতে কোনওরকম নাশকতার পরিকল্পনা ছিল না তার। তবে মণিপুরে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তোলাবাজি সহ বহু অপরাধে সরাসরি অভিযুক্ত ছিল সে। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে ভয়ংকর হিংসার আগুনে জ্বলে উঠেছিল মণিপুর। কুকি ও মৈতেই সংঘর্ষে মৃত্যু হয় বহু মানুষের। যদিও এখন সেই পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে। অস্ত্রের খোঁজে পুলিশ ও আধাসেনা ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালাচ্ছে মণিপুরে। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে ওই জঙ্গি নেতা দিল্লিতে গা ঢাকা দিয়েছিল কি না, সেটাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মৎস্য জলাশয়ে মাখানা চাষে

দফতর। এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে মৎস্য দফতরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় গড়ে তোলা প্রয়োজন। বিশেষ করে রাজ্যের বিস্তীর্ণ বিল, পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়কে মাখানা উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পীযূষ জানান, বর্তমানে অসমের সাত থেকে আটটি বিলে মাখানা চাষ চলছে। এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের অন্যান্য জলাশয়েও চাষ সম্প্রসারণ করতে হবে। তিনি মৎস্য জলাশয়ের ইজারাদারদের জলকচুরিপানা পরিষ্কার রাখার আহ্বান জানান। তাঁর মতে, জলাশয়ের জল পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি মাখানা চাষের পরিবেশও অনুকূল হবে।

মাখানা চাষের আর্থিক সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে মন্ত্রী জানান, প্রায় ২৫ বিঘা আয়তনের একটি বিলে মাখানা চাষের মাধ্যমে বছরে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব। ফলে প্রচলিত মৎস্যচাষের পাশাপাশি একই জলাশয় থেকে বিকল্প কৃষিজ উৎপাদনের মাধ্যমে অতিরিক্ত উপার্জনের সুযোগ তৈরি হতে পারে। এ বিষয়ে স্থানীয় মৎস্যজীবী ও জলাশয়ের ইজারাদারদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন। আগ্রহী কৃষকদের জন্য সরকার বিশেষ প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে বলেও আশ্বাস দেন।

মন্ত্রী আরও বলেন, পশ্চিম ভারতের বাজারে মাখানার চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। ফলে এই ফসলের উৎপাদন ব

তিনের পাতার পর

‘অ্যাভারেজ’ বিদ্যুৎ বিল বন্ধের

‘অ্যাভারেজ’ বিদ্যুৎ বিল পাঠানো হচ্ছে। এর ফলে গ্রাহকদের ওপর চরম আর্থিক বোঝা চেপে বসছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে এই কাল্পনিক বিলিং বন্ধ করা, প্রতি মাসে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সঠিক ফিল্ড রিডিং নেওয়া এবং ইতোমধ্যে পাঠানো ভুল বিলগুলো দ্রুত সংশোধনের দাবি জানানো হয়েছে। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেওয়া পাভলভ লস্কর জানান, ‘সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের এই দুর্ভোগ কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। যদি এপিডিসিএল কর্তৃপক্ষ দ্রুত এই সমস্যার সমাধান না করে, তবে গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষার্থে সংগঠন আগামীদিনে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে।’ স্মারকপত্র প্রদানকালে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাহেল লস্কর, মাসুম রেজা লস্কর, কপিল হোসেন প্রমুখ।

এনআরসিতে বাদ পড়াদের আপিলের

হলেও এনআরসি সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া এখনও অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। জমিয়তের অভিযোগ, নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫-এর ১৪এ ধারা এবং নাগরিক নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান সংক্রান্ত ২০০৩ সালের বিধির ১৩ নম্বর নিয়ম অনুসারে এনআরসিতে নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়া নাগরিকদের পরিচয়পত্র দেওয়ার কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত তা কার্যকর করা হয়নি। অন্যদিকে, তালিকা থেকে বাদ পড়া প্রায় ১৯ লক্ষ মানুষের হাতে এখনও প্রত্যাখ্যানপত্র বা কারণ-উল্লিখিত নির্দেশিকা তুলে দেওয়া হয়নি। ফলে ২০০৩ সালের বিধির ৪এ নম্বর নিয়মের ৮ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে আপিলের যে আইনি সুযোগ পাওয়ার কথা, তাও তাঁরা কার্যত পাচ্ছেন না। এতে সংশ্লিষ্ট মানুষের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মওলানা বদরুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন জমিয়ত উলামার অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক মওলানা ফজলুল করিম কাসিমি সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেন। গত ২১ জুলাই ২০২৬ প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলীর তিন সদস্যের বেঞ্চ মামলাটির প্রাথমিক শুনানি গ্রহণ করে। এরপর কেন্দ্রীয় সরকার, ভারতের মহাপঞ্জীয়ক, অসম সরকার এবং এনআরসি সমন্বয়ককে নোটিশ জারি করা হয়।

এদিকে, মামলার অন্যতম প্রতিপক্ষ হিতেশ দেবশর্মা গত ৫ আগস্ট ২০২৬ তারিখে IA No. ২২৮৯৪১/২০২৬ দাখিল করেন। এর জবাবে জমিয়ত উলামার পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে কাউন্টার অ্যাফিডেভিটও জমা দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, অসমের এনআরসি পুনরীক্ষণের দাবিতে হিতেশ দেবশর্মা ২০২৫ সালের ২৪ জুলাই সুপ্রিম কোর্টে WP SCV No. ৭৪০/২০২৫ দায়ের করেছিলেন। ওই মামলায় ২২ আগস্ট আদালত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নোটিশ জারি করে। মামলায় প্রয়োজনীয় পক্ষ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য জমিয়ত উলামা ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে পৃথক আবেদন দাখিল করে। এনআরসি পুনরীক্ষণ ও নাগরিকপঞ্জি সংক্রান্ত পূর্ববর্তী কয়েকটি মামলাও এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পামিডিঘন্টম নরসিংহ এবং বিচারপতি অলোক আরাধের দুই সদস্যের বেঞ্চে ৫ নম্বর আদালতে মামলাটির শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অসম সরকারের আইনজীবী শুভদীপ রায় নোটিশের জবাব দাখিলের জন্য আরও দুই সপ্তাহ সময় চেয়ে আবেদন জানালে শুনানি পিছিয়ে যায়। দীপাবলির ছুটির পর মামলাটির ধারাবাহিক শুনানি হবে বলে জানা গিয়েছে। জমিয়তের বক্তব্য অনুযায়ী, ভারতের মহাপঞ্জীয়কের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে আদালতের নোটিশের জবাব জমা দেওয়া হলেও কেন্দ্রীয় ও অসম সরকার এখনও তাদের জবাব দাখিল করেনি। দুই সরকার সময়মতো জবাব জমা দিলে মামলাটির নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া দ্রুত এগোতে পারত। তাই এনআরসিতে নাম থাকা নাগরিকদের পরিচয়পত্র প্রদান এবং বাদ পড়া ব্যক্তিদের আইনি আপিলের সুযোগ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের এই বিলম্বের কারণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে জমিয়ত উলামা।

প্রয়াত বাচিকশিল্পী তপতী চক্রবর্তী

আড়াই থেকে তিন দশকের এই আত্মিক সম্পর্কের সাক্ষী ছিল শিলচর। জীবনের শেষ পর্বে নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধের দায়িত্বও স্নেহের এই ভাইয়ের হাতেই সঁপে গিয়েছিলেন তপতী চক্রবর্তী মিশ্র। শিক্ষাবিদ হিসেবে তারাপুর গার্লস স্কুলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল আজীবনের। স্কুলটি যখন এমই স্কুল থেকে হাইস্কুলে উন্নীত হওয়ার পথে, সেই আদি পর্বের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষিকাদের অন্যতম ছিলেন তপতীদেবী। পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্বও সামলেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। ২০১৩ সালে অবসর গ্রহণের আগে দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে পাঠ্যবইয়ের বাইরেও ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক চেতনা ও সৃজনশীলতার বিকাশে বিশেষ যত্ন নিয়েছিলেন। বিদ্যালয়ে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা ও আয়োজনেও তাঁর উদ্যোগ ছিল উল্লেখযোগ্য।

তবে শিলচরের জনস্মৃতিতে তিনি অমলিন হয়ে থাকবেন আকাশবাণীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ ও নিবিড় সংযোগের জন্য। জয়তী ভট্টাচার্য বা রীতা বিশ্বাসের সময়কার প্রাথমিক পর্বের পর, শিলচর বেতারের জনপ্রিয়তার স্বর্ণযুগে নিয়মিত ক্যাজুয়াল ঘোষক হিসেবে শ্রোতাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল তাঁর কণ্ঠ। ‘মহিলা মজলিস’, কৃষকদের অনুষ্ঠান ‘চাষাবাদের কথা’ এবং ‘শিশুমেলা’ সঞ্চালনায় তিনি অর্জন করেছিলেন বিশেষ পরিচিতি। তাঁর উচ্চারণের স্বচ্ছতা, কথার মাধুর্য এবং উপস্থাপনার স্বাভাবিক ভঙ্গি শ্রোতাদের কাছে তাঁকে করে তুলেছিল অত্যন্ত আপন। কেবল ঘোষণার দায়িত্বেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না তিনি। আকাশবাণীর একাধিক অনুষ্ঠানের আলেখ্য রচনা ও অনুষ্ঠান পরিকল্পনার কাজেও যুক্ত ছিলেন।

বেতারের মাইক্রোফোনের পাশাপাশি মঞ্চেও ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। বাকশিল্পচর্চা কেন্দ্র ‘কথা’র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। দীর্ঘদিন এই প্রতিষ্ঠানের সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করে বরাক উপত্যকায় আবৃত্তিচর্চার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। আবৃত্তির পাশাপাশি পাঠ, বাচিক উপস্থাপনা এবং চিত্রনাট্য রচনাতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। কবিতা লিখতেন, আবার সমসাময়িক নানা সামাজিক বিষয় নিয়েও নিয়মিত সংবাদপত্রে কলম ধরতেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চাকে তিনি কখনও নিছক ব্যক্তিগত অনুশীলনের মধ্যে আটকে রাখেননি, বরং বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে তার যোগসূত্র গড়ে তুলতে চেয়েছেন।

তাঁর সামাজিক জীবনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় ছিল শিলচর রোটারি ক্লাবের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সক্রিয় সংযোগ। তিনি ছিলেন ক্লাবের একজন সক্রিয় সদস্য। রোটারির সেবামূলক আদর্শ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কাজে অংশ নিয়েছেন। শিক্ষকতা, আকাশবাণী, আবৃত্তি কিংবা সাহিত্যচর্চা, জীবনের প্রতিটি পরিসরেই মানুষের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলার যে সহজাত প্রবণতা তাঁর মধ্যে ছিল, রোটারি ক্লাবের কর্মকাণ্ডেও তারই প্রকাশ ঘটেছিল। শিলচরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির নানা উদ্যোগের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তপতী চক্রবর্তী মিশ্রের প্রয়াণে বরাক উপত্যকার শিক্ষা, বেতার, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক মহল শোকাহত। শিলচরের সারস্বত সমাজের ভাষ্যে তাঁর চলে যাওয়া কেবল একটি নশ্বর জীবনের সমাপ্তি নয়, শিলচরের সাংস্কৃতিক পরিসরের এক মার্জিত ও শালীন অধ্যায়েরও অবসান। আকাশবাণীর তরঙ্গে তাঁর পরিচিত কণ্ঠ আর ভেসে আসবে না, ‘কথা’র মঞ্চে আর শোনা যাবে না তাঁর আবৃত্তি। কিন্তু বহু শ্রোতা, ছাত্রী, সহকর্মী, সহশিল্পী এবং রোটারি পরিবারের সদস্যদের স্মৃতিতে তাঁর উপস্থিতি থেকে যাবে নিবিড় মমতায়। মরদেহ তারাপুরের বাড়িতে পৌঁছার পর শিলচর রোটারি ক্লাবের সভাপতি দীপক দাস, শঙ্কর দেব, তৈমুর রাজা চৌধুরী সহ অন্যান্যরা শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

শ্রীভূমি কাণ্ড : সরব বরাক বাঙালি

শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। এর ফলে ধৃতদের একাধিক ব্যক্তি গুরুতর শারীরিক আঘাত পান। পাশাপাশি, অসমিয়া নৃত্যদলের বেশ কয়েকজন সদস্যকে স্থানীয় বাসিন্দাদের মারধর করতে দেখা গেলেও এখনও পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও গ্রেফতারি হয়নি বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। স্মারকলিপিতে প্রধান হাজরিকা নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ আনা হয়েছে যে, তিনি প্রকাশ্যে এমন মন্তব্য করেছেন, যার মাধ্যমে বরাক উপত্যকার হিন্দু বাঙালি সমাজ ও অসমিয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ এবং উত্তেজনা সৃষ্টির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। প্রথমত, ঘটনার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করা প্রধান হাজরিকা-সহ মারধরের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। দ্বিতীয়ত, দশমীর ঘটনার পর গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনের অভিযোগে সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করতে হবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁদের বরখাস্ত-সহ উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। স্মারকলিপিতে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব।

হজ ২০২৭: নির্বাচিত হজযাত্রীদের

জানানো হয়েছে, হজ-২০২৭-এর নির্ধারিত গাইডলাইন অনুযায়ী নির্বাচিত প্রত্যেক হজযাত্রীকে এই অর্থ জমা দিতে হবে। অনলাইনে হজ কমিটির সরকারি ওয়েবসাইট অথবা হজ সুবিধা অ্যাপের মাধ্যমে ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড কিংবা নেট ব্যাঙ্কিং ব্যবহার করে অর্থ জমা দেওয়া যাবে। বিকল্প হিসেবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (এসবিআই) অথবা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায় নির্ধারিত পে-ইন-স্লিপের মাধ্যমেও টাকা জমা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, প্রত্যেক হজযাত্রীর জন্য নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক রেফারেন্স নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট হজযাত্রীদের নিজ নিজ কভার নম্বরের বিপরীতে হজ কমিটির ওয়েবসাইটে দেওয়া ওই রেফারেন্স নম্বর উল্লেখ করে অর্থ জমা দিতে হবে। এদিকে, কাছাড় জেলা হজ কমিটির যুগ্ম সচিব তৈমুর রাজা চৌধুরী জেলার হজযাত্রীদের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে হজ -২০২৭ এর দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ জমা দিয়ে জমার হজ কমিটির স্লিপ কাছাড় জেলা প্রশাসনের হজ শাখায় জমা দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা বিধায়ক

নির্মাণ করা হলে তীর্থে আসা পুণ্যার্থীরা সহজে পাহাড়ে গিয়ে ভুবনবাবার পুজো দিতে পারবেন। আর শুধু এটি নয়, বরাক উপত্যকার পর্যটনের ক্ষেত্রেও বিরাট ভূমিকা তৈরি হবে। আর এতে এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথ সুগম হবে। এদিন তিনি কেন্দ্রীয় ও রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার পর অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে তীর্থস্থানের উন্নয়ন হচ্ছে উল্লেখ করে ভুবন তীর্থও অনেকটা উন্নয়ন হয়েছে বলে জানান।

দুর্লভ নয়, পুরবাসীর কাছে সহজলভ্য

দায়িত্বের ভারসাম্য বজায় রাখার পরিকল্পনা নিয়েছেন নতুন মেয়র।

পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে চামেলি পালের পুর পরিষেবা পরিচালনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতাও রয়েছে। মেয়র হিসেবে অমরেন্দ্রবাবুর কাজকর্মে স্ত্রীর সেই অভিজ্ঞতা কতটা সহায়ক হবে, সেই প্রশ্নেও ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন তিনি। অমরেন্দ্রবাবুর স্বীকারোক্তি, স্ত্রীর সুবাদে পুর পরিষেবা ও পুর প্রশাসনের কাজকর্ম সম্পর্কে তিনি আগে থেকেই অনেকটা অবহিত। এখন মেয়রের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে স্ত্রীর অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ অবশ্যই কাজে লাগাবেন।

মেয়র হিসেবে নিজের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে বলেন, শহরের বিভিন্ন নিচু এলাকার জমাজল সমস্যা, যানজট সমস্যা এসব সমাধানই হবে তাঁর প্রধান লক্ষ্য। জমাজলের সমস্যা প্রসঙ্গে বলেন, পুর নিগমের ৪২টি ওয়ার্ডের ৩০-৪০ শতাংশ এলাকা একটু বৃষ্টি হলেই জলের তলায় চলে যায়। এ নিয়ে বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। আশা করা যায় আগামী এক বছরের মধ্যে এই সমস্যার ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ সমাধান করা সম্ভব হবে।

যানজট সমস্যা প্রসঙ্গে বলেন, কিছু কিছু এলাকায় যানবাহন মূল রাস্তা ছেড়ে যাতে ভিন্ন রাস্তা দিয়ে চালানো সম্ভব হয় এ নিয়ে পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এছাড়া তিনি আরও বলেন, যখন যানজট থাকে না তখন রাস্তার বিভিন্ন মোড়ে কর্মরত ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা একটু গা ছেড়ে দেন। বসে থাকেন ‘রিলাক্স মুডে’। যখন যানজট লেগে যায় তখনই সক্রিয় হন তারা। অথচ সব সময় সক্রিয় থাকলে হয়তো যানজট অনেকটাই এড়ানো সম্ভব। সঙ্গে তিনি এও বলেন, লাগাতার ৮ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে কর্তব্য কর্ম করতে গিয়ে কোনও ট্রাফিক পুলিশকর্মীর ক্লান্তির ভাব আসতেই পারে। এতেই হয়তো যখন যানবাহনের চাপ কিছুটা কম থাকে তখন তারা বসে থাকেন ‘রিলাক্স মোডে’। এমনটা যাতে না হয়, ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা ডিউটির পুরো সময় সক্রিয় থাকেন, এর জন্য প্রস্তাব দেওয়া হবে ৮ ঘণ্টার বদলে তাদের শিফট যেন করা হয় ৪ ঘণ্টার। এতে পুরো সময়টাই চনমনে থেকে সক্রিয় হয়ে কর্তব্য করতে পারবেন তারা। যার ফলশ্রুতিতে হয়তো যানজটের মাত্রা কিছুটা কমবে।

সাংবাদিকদের স্বীকৃতিপত্রের সমস্যা

যাচাই করা তালিকা জেলা কমিশনারের মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান মন্ত্রী।

জেলা কমিশনার রাহুলকুমার গুপ্তা বলেন, গণতন্ত্রে সংবাদমাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধনের পাশাপাশি জনসাধারণের সমস্যা ও অভাব-অভিযোগ তুলে ধরেন সাংবাদিকরা। সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য ও রাজ্যসভার সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থও মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে শিলচর পুরনিগমের মেয়র অমরেন্দ্র পাল সাংবাদিকদের শুভেচ্ছা জানান। অতিরিক্ত জেলা কমিশনার জাগৃতি কালওয়ার জানান, মোট ৯০ জন সাংবাদিকের নাম উপহারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শিলচর প্রেস ক্লাবের সম্পাদক শঙ্কর দে দীর্ঘদিন ধরে বিবেচনাধীন সাংবাদিকদের স্বীকৃতিপত্রের আবেদনগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির দাবি জানান। উপহার বিতরণ কর্মসূচি পরিচালনা করেন বরাক উপত্যকার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের আধিকারিক সাজ্জাদুল হক চৌধুরী। অনুষ্ঠানে ডেপুটি মেয়র বিজেন্দ্র প্রসাদ সিং-সহ প্রশাসনের আধিকারিক ও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা এতে উপস্থিত ছিলেন।

জঙ্গল বুকের আদলে শ্রীমা পল্লির

হয়ে উঠতে চলেছে এই মণ্ডপ। জঙ্গলের পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে তৈরি করা হচ্ছে ভালুক, অজগর সাপ-সহ বিভিন্ন পশুপাখির প্রতিকৃতি। ঘন জঙ্গলের আদলে সাজানো হচ্ছে মণ্ডপের অভ্যন্তর। প্রবেশপথের দু'পাশে সারি সারি বৃক্ষ এবং জঙ্গলের মতো গা ছমছমে পরিবেশ দর্শনার্থীদের এক অন্য জগতে পৌঁছে দেবে বলে আশা উদ্যোক্তাদের। দুর্গাপুজো শেষ হওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে মণ্ডপ নির্মাণের কাজ। দিনরাত পরিশ্রম করে শিল্পী ও কর্মীরা নিপুণ হাতে ধীরে ধীরে গড়ে তুলছেন এই ব্যতিক্রমী পরিবেশ। উদ্যোক্তাদের দাবি, অতীতে ব্যাঙ ও কুমিরের মতো অভিনব প্রতিকৃতি তৈরি করেও তাঁরা দর্শনার্থীদের নজর কেড়েছিলেন। এবারও নতুন ভাবনার মধ্য দিয়ে শিলচরবাসীকে চমক দিতে প্রস্তুত শ্রীমা পল্লি। আয়োজকদের আশা, এবারের জঙ্গল বুক থিমের মণ্ডপ দর্শনার্থীদের নিরাশ করবে না। বিশেষ করে ছোটদের কাছে মুগলি ও জঙ্গলের বিভিন্ন প্রাণীর উপস্থিতি বাড়তি আকর্ষণ হয়ে উঠবে। এখন মণ্ডপের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। দর্শনার্থীদের আগমনের অপেক্ষায় রয়েছেন উদ্যোক্তা ও শিল্পীরা।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা

অটোচালক সহ তিনজন গুরুতরভাবে আহত হন। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় চালক কৃপেন্দ্র দাসের (৫৮)। ঘটনায় এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় বাজারিছড়া বাজার থেকে যাত্রী নিয়ে তরজাছড়ার উদ্দেশে যাচ্ছিল অটোরিকশাটি। হরিণটিলা এলাকার একটি বিপজ্জনক ঢালু অংশ দিয়ে নামার সময় আচমকা সামনে একটি গরু চলে আসে। গরুটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে গিয়ে চালক অটোরিকশার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। মুহূর্তের মধ্যেই বাহনটি রাস্তার পাশের গভীর ঝোরার নিচে গিয়ে পড়ে। বিকট শব্দে দুর্ঘটনা ঘটতেই আশপাশের স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। দুর্ঘটনায় চালক কৃপেন্দ্র দাস (৫৮) এবং অটোরিকশায় থাকা অপর দুই যাত্রী দুলন দে ও শ্যামল দাস গুরুতরভাবে আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তৎপরতার সঙ্গে তিনজনকেই উদ্ধার করে মাকুন্দা খ্রিস্টিয়ান লেপ্রসি অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসা শুরু হলেও শেষরক্ষা হয়নি অটোচালক কৃপেন্দ্র দাসের। চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। অপর দুই আহত যাত্রী দুলন দে ও শ্যামল দাসের চিকিৎসা চলছে মাকুন্দা হাসপাতালে।

এবার জানিগঞ্জের কালীপুজোয়

ভাবনায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নারীশক্তি ও নারীর বহুমাত্রিক ভূমিকার ওপর। ‘নারী বন্দনা’ বিষয়কে কেন্দ্র করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে মণ্ডপ। স্থানীয় শিল্পীদের সৃজনশীল ভাবনায় নারীদের বিভিন্ন রূপ, চরিত্র ও অবদান ফুটিয়ে তোলা হবে। আলোকসজ্জার ক্ষেত্রেও থাকছে বিশেষ চমক। প্রতিবারের মতো এবারও জানিগঞ্জের দুই প্রান্তে নির্মাণ করা হচ্ছে প্রায় ৫০ ফুট উচ্চতার দুটি বিশাল আলোর তোরণ। পাশাপাশি গোটা এলাকাজুড়ে থাকছে বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় আলোকসজ্জা। কমিটির সভাপতি জওহরলাল পাল জানান, এবারও পুজো উপলক্ষে এলাকার কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্মান জানানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে ‘দিলীপকুমার পাল স্মৃতি সম্মাননা’।

কমিটির উপদেষ্টা রাজকুমার পাল জানান, দীর্ঘদিন ধরেই জানিগঞ্জ কালীপূজা কমিটি আধুনিক ভাবনা ও অভিনব সাজসজ্জার মাধ্যমে শহরবাসীর কাছে স্বতন্ত্র পরিচিতি তুলে ধরেছে। এবছরও সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। পুজার আনুষ্ঠানিকতা শেষে ৮ নভেম্বর মধ্যরাত থেকেই শুরু হবে মহাপ্রসাদ বিতরণ। এই প্রসাদ বিতরণ কর্মসূচি চলবে ৯ নভেম্বর সকাল সাড় ১০টা পর্যন্ত। এসবের পাশাপাশি আগামী ১৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে এক বিশেষ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। ওই অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করবেন বিশিষ্ট শিল্পী কুমার বাপ্পা এবং তাঁর সহযোগী শিল্পীরা। সাংবাদিক সম্মেলনে কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জয় বরদিয়া, নন্দদুলাল সাহা, নন্দন পাল, রাজীব পাল, জন বণিক, পৃথ্বীশ পাল, সাগ্নিক পাল, নিতাই পাল ও বিমল সিপানি।

ইটখোলা বাজারে সর্বজনীন কালীপুজো

এবং ১০টা ৪৫ মিনিটে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হবে। এরপর রাত ১১টায় পুজোর ভোগ নিবেদন, হোমযজ্ঞ ও মহাপ্রসাদ বিতরণের কর্মসূচি রয়েছে।

এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এলাকার সমস্ত ভক্ত, পুণ্যার্থী ও শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পুজো উদ্যোক্তারা। সকলের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে এবারের কালীপুজো সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তাঁরা। আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রদীপকুমার পাল, সঞ্জয় গোস্বামী, প্রবীর শুক্লবৈদ্য, মণিময় দেব, বিশু দেব, রাজেশ সিং, সুজিত দেব, সুধাংশু দাস, অমিত চন্দ, কৃষ্ণ রায়, কবীন্দ্র চক্রবর্তী ও বিকি পাল-সহ অন্যান্য উদ্যোক্তারা।

শ্রীভূমি জেলায় দীপাবলি উপলক্ষে

ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানও বন্ধ থাকবে। তবে জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় সেবাসমূহের কার্যক্রম এই স্থানীয় ছুটির আওতার বাইরে থাকবে এবং তা যথারীতি চালু থাকবে। পাশাপাশি, বিভিন্ন বোর্ড, কাউন্সিল, বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভাগের পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পূর্বঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

উধারবন্দে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে

এলাকার বহু দোকান ও ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। দ্রুত পদক্ষেপ করার জন্য উধারবন্দ থানার ওসি চিরঞ্জিত কুমার বরা এবং অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জানিয়েছেন তাঁরা। অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত কীভাবে হয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অসমের আকাশে আমুর ফ্যালকন

শব্দ ও আকস্মিক গতিবিধিতে পাখিরা আতঙ্কিত হতে পারে। ব্যাহত হতে পারে তাদের বিশ্রাম ও স্বাভাবিক আচরণ। তাই প্রশাসন, স্থানীয় বাসিন্দা এবং পর্যটকদের এ বিষয়ে সংযত থাকার আবেদন জানানো হয়েছে। আমুর ফ্যালকনের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণে প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সক্রিয় সহযোগিতার উপর জোর দিয়েছেন জয়ন্ত মল্ল বরুয়া। পরিযানের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পাখিদের জন্য শান্ত ও নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখাই এখন প্রধান লক্ষ্য। প্রকৃতির এই অনন্য সম্পদকে রক্ষা করতে সচেতনতা ও দায়িত্বশীল আচরণের কোনও বিকল্প নেই বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

দেশবন্ধুর ১৫৭তম জন্মদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান শিলচরে

শিলচর, ৫ নভেম্বর : দেশহিতৈষী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন একজন মহান দাতা, পরিত্রাতা, আইনজীবী, রাজনীতিক, কবি ও সাহিত্যিক। বহু গুণের অধিকারী এই দেশনেতার দানবীর হয়ে ওঠার কাহিনি কল্পনাকেও হার মানায়। আইন ব্যবসার বিশাল আয় ত্যাগ করে স্বরাজ অর্জনের লক্ষ্যে পথের ভিখারি হতেও মোটেই শঙ্কিত হননি। যখন বিশাল অর্থ উপার্জন করতেন, তখন দরিদ্রদের অকাতরে বিলিয়ে দিতেন। বাংলার বিপ্লবীদের কাছে তিনি ছিলেন আশ্রয়ের বটবৃক্ষ। বিপ্লবীদের মামলা শুধু বিনা পারিশ্রমিকেই লড়েননি, তাঁদের আর্থিক সাহায্যও তিনি দিতেন। তাঁর পিতা ভুবনমোহন দাশও আইনজীবী হিসেবে বিরাট অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু দান করে করে নিঃস্ব হয়ে ঋণের ভারে জর্জরিত হলে দেউলিয়া আদালতের শরণাপন্ন হন এবং দেউলিয়া ঘোষিত হন। চিত্তরঞ্জনের ঠাকুর্দা কাশীশ্বর দাশও দান করতে করতে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিলেন। তিন পুরুষ ধরে এভাবে দান করে করে দেউলে হয়ে যাওয়ার এই বিরল ঐতিহ্যের অধিকারী ছিলেন চিত্তরঞ্জন। দেশের কাজে নিজের বসতবাড়িও দান করে পথে নেমেছিলেন দেশবন্ধু। বৃহস্পতিবার শিলচরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্মৃতি রক্ষা কমিটি আয়োজিত দেশবন্ধুর ১৫৭তম জন্মদিবসের অনুষ্ঠানে এভাবেই দেশবন্ধুর মহান দানবীর চরিত্রের কথা তুলে ধরেন নেতাজি গবেষক তথা প্রতিমূর্তি সংরক্ষণ ও স্মৃতি রক্ষা কমিটির সভাপতি নীহার রঞ্জন পাল।


শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের পর মূর্তির পাদদেশে স্মৃতিরক্ষা কমিটির কর্মকর্তারা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে দেশবন্ধুর প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন স্মৃতিরক্ষা কমিটির প্রবীণ সদস্য বীরেশ ব্যানার্জি সহ সমবেত সকলে

শীতার্ত মানুষের পাশে শ্রীভূমি রামকৃষ্ণ মিশন



শীতবস্ত্র তুলে দিলেন স্বামী প্রেমঘনানন্দজি মহারাজ।

সাময়িক প্রসঙ্গ, কটামণি, ৬ নভেম্বর : শীতের আগমনে যখন অসহায় ও দুস্থ মানুষের জীবনে উষ্ণতার অভাব প্রকট হয়ে ওঠে, ঠিক তখনই মানবিকতার হাত বাড়িয়ে শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়াল শ্রীভূমি রামকৃষ্ণ মিশন। মানুষের সেবাকেই ঈশ্বরের সেবা হিসেবে গ্রহণ করে সমাজের দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে ফের এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করল এই সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। মিশনের এই মানবিক প্রয়াস শুধু শীতবস্ত্র বিতরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ, সহমর্মিতা ও মানবপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শুক্রবার সকালে লাতুর ঐতিহ্যবাহী শ্রীশ্রী জয়কালী বাড়ি প্রাঙ্গণে শ্রীভূমি রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে এক শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এই কর্মসূচিতে লাতু, বালিদারা, চালিয়াদি, তেশুয়া-সহ আশপাশের বেশ কয়েকটি গ্রামের মোট ২০০ জন শীতার্ত ও দুস্থ মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। শ্রীভূমি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী প্রেমঘনানন্দজি মহারাজ নিজে উপস্থিত থেকে উপভোক্তাদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেন। তাঁর উপস্থিতি ও আন্তরিক সান্নিধ্যে কর্মসূচিটি বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে। উল্লেখ্য, শীতের মরসুমে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা বহু পরিবারের কাছে প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র সংগ্রহ করাও অনেক সময় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার প্রবীণ, অসহায় ও দরিদ্র মানুষের কাছে শীতের প্রকোপ মোকাবিলা করা এক বড় চ্যালেঞ্জ। এমন পরিস্থিতিতে রামকৃষ্ণ মিশনের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে তাঁদের কাছে স্বস্তি ও আশার বার্তা বহন করে এনেছে। একটি শীতবস্ত্র হয়তো কারও কাছে সামান্য উপহার, কিন্তু একজন শীতার্ত মানুষের কাছে সেটিই হয়ে উঠতে পারে শীতের রাত পার করার অন্যতম অবলম্বন।

এদিন শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রীভূমি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী প্রেমঘনানন্দজি মহারাজ বলেন, 'মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। স্বামী বিবেকানন্দের দেখানো পথে আর্ত ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোই রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম আদর্শ। সমাজের দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষের মুখে সামান্য হাসি ফোটাতে পারলেও আমাদের এই উদ্যোগ সার্থক হবে। আগামী দিনেও মানুষের কল্যাণে এ ধরনের সেবামূলক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।' মহারাজের বক্তব্যে মানবসেবা, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে।

তাঁর মতে, প্রকৃত ধর্মচর্চার অন্যতম পথ হল মানুষের দুঃখ-কষ্ট উপলব্ধি করা এবং সাধ্য অনুযায়ী তাদের পাশে দাঁড়ানো। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠলেই একটি সুন্দর ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। অনুষ্ঠানে আশ্রমের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মসূচির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন কিরণ্ময় দাস, সজল শুক্ল ও শুভ্রাংশু চক্রবর্তী। তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা, নিষ্ঠা ও সক্রিয় অংশগ্রহণে শীতবস্ত্র বিতরণের গোটা আয়োজন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়।

শ্রীভূমি রামকৃষ্ণ মিশনের এই উদ্যোগ আবারও প্রমাণ করল, মানবসেবার জন্য প্রয়োজন শুধু সামর্থ্য নয়, প্রয়োজন আন্তরিক ইচ্ছা ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা। সমাজের অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটানো এবং তাঁদের দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোর মধ্যেই যে প্রকৃত মানবধর্মের পরিচয় নিহিত রয়েছে, লাতুর এই শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি তারই এক সুন্দর উদাহরণ। স্বামী বিবেকানন্দের সেই চিরন্তন মানবসেবার আদর্শকে সামনে রেখে শ্রীভূমি রামকৃষ্ণ মিশনের এই প্রয়াস আগামী দিনেও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে সেবার মনোভাব ও মানবিকতার আলো ছড়িয়ে দেবে, এমনটাই প্রত্যাশা সচেতন মহলের।

দুল্লভছড়ায় নেশাজাতীয় দ্রব্যের অবাধ ব্যবসা বন্ধের দাবিতে মিছিল



নেশাদ্রব্যের অবাধ ব্যবসা বন্ধের দাবিতে মহিলা চা-শ্রমিকদের মিছিল।

সাময়িক প্রসঙ্গ, দুল্লভছড়া, ৬ নভেম্বর : মদ, জুয়া ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের অবাধ ব্যবসা এবং সেবনের বিরুদ্ধে এবার রাস্তায় নামলেন দুল্লভছড়ার মহিলা চা শ্রমিকরা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দুল্লভছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বিজলি লাইন, জংলি লাইন ও বড়বাজার এলাকার প্রায় শতাধিক মহিলা চা শ্রমিকের উদ্যোগে এক বিশাল মশাল মিছিল বের করা হয়। মিছিল থেকে 'জুয়া বন্ধ করো, নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা বন্ধ করো' ইত্যাদি বিভিন্ন স্লোগান তোলা হয়। মিছিল শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আন্দোলনকারী মহিলারা অভিযোগ করেন, দুল্লভছড়ার বড়বাজার-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় মদ, জুয়া, গুটখা ও বিভিন্ন ধরনের নেশাজাতীয় সামগ্রীর ব্যবসা এবং সেবন উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে এলাকার স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। তাঁদের দাবি, মদ্যপানের কারণে চা বাগান এলাকায় যুবক থেকে মধ্যবয়স্ক একাধিক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। যদিও এসব মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে প্রশাসনিকভাবে নিশ্চিত কোনও তথ্য জানা যায়নি। পাশাপাশি দুল্লভছড়া বড়বাজার তেমাথায় বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক আড্ডা বসার অভিযোগও তুলেছেন তাঁরা।

আন্দোলনকারী মহিলাদের আশঙ্কা, আসন্ন কালীপূজাকে কেন্দ্র করে জুয়াড়ি ও মদ্যপ ব্যক্তিদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পেলে এলাকায় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। তাঁদের অভিযোগ, দুল্লভছড়ার প্রায় আধা কিলোমিটার এলাকার মধ্যে চারটি বিদেশি মদের দোকান থাকা সত্ত্বেও দেশি চোলাই মদের রমরমা কারবার চলছে। পাশাপাশি বিভিন্ন নেশাজাতীয় সামগ্রীর অবাধ ব্যবসা এবং জুয়ার আসরও বসছে বলে অভিযোগ তাঁদের।

মহিলা শ্রমিকদের বক্তব্য, এই অসামাজিক কার্যকলাপের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ছে দরিদ্র শ্রমজীবী পরিবারগুলির ওপর। সংসারে আর্থিক সংকটের পাশাপাশি মহিলাদের ওপর শারীরিক ও পারিবারিক নির্যাতনের ঘটনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে তাঁদের অভিযোগ। শুধু তা-ই নয়, এলাকার পড়ুয়ারাও নেশাজাতীয় সামগ্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তে পারে বলে তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এর ফলে শিক্ষার পরিবেশ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়ন ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেও মত তাঁদের।

আন্দোলনকারী মহিলারা আরও অভিযোগ করেন, চা বাগানে পাতা তোলার কাজ করে তাঁরা যে অর্থ উপার্জন করেন, অনেক ক্ষেত্রেই সেই টাকার পুরোটাই বাড়ির পুরুষ সদস্যদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। এমনকী সরকারের অরুণোদয় প্রকল্পের আর্থিক সহায়তার টাকাও তাদের হাতে তুলে দিতে হয় বলে অভিযোগ। অন্যথায় শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয় বলে দাবি করেন তাঁরা। সংসারের আর্থিক নিরাপত্তা ও মহিলাদের মর্যাদা রক্ষার স্বার্থেই এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ গড়ে তুলেছেন বলে জানান আন্দোলনকারীরা।

চান্দপুর চতুর্থ খণ্ডের পুরাতন জামে মসজিদ পুনর্নির্মাণে সভা অনুষ্ঠিত



দোয়া মহফিলে বক্তব্য রাখছেন মওলানা আলিম উদ্দিন।

সাময়িক প্রসঙ্গ, বড়খলা, ৬ নভেম্বর : বড়খলার চান্দপুর চতুর্থ খণ্ডের পুরাতন জামে মসজিদ অনেক পুরনো মসজিদ। মসজিদের মুসল্লিদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছেন। তাই পুরাতন মসজিদে মুসল্লিদের সঙ্কুলান হচ্ছে না। তাই মসজিদকে পুনর্নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এব্যাপারে পরামর্শের জন্য বৃহস্পতিবার গ্রামবাসীর উদ্যোগে এক দোয়া মহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাঁশকান্দি মাদ্রাসার শায়খুল হাদিস হাফিজ মওলানা আলিম উদ্দিন। তিনি বলেন, প্রয়োজনে মসজিদ পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ নিতে পারেন মহল্লাবাসী।

তিনি আরও বলেন, মসজিদ হল আল্লাহর ঘর, মসজিদে আল্লাহর এবাদত করা হয়। আর মসজিদ নির্মাণ করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। মওলানা ইসলাম উদ্দিনের সভাপতিত্বে দোয়া মহফিলে তিনি বলেন, শুধু মসজিদ নির্মাণ করলে চলবে না। মসজিদের খোরাক হচ্ছে জামাতে নামাজ আদায় করা। তিনি মহল্লার পুরুষ মানুষদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত জামাতে নামাজ আদায় করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, এই সাংসারিক জীবন ক্ষণস্থায়ী, পরকালের জীবন চিরস্থায়ী। তাই সবাইকে ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহ ত্যাগ করে পরকালের জীবনের কঠিন শাস্তির কথা মাথায় রেখে কোরান হাদিসের আলোকে জীবন গঠনের আহ্বান জানান।

তাঁর কথায়, প্রাণী মাত্রেই সবাইকে একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মানুষের জন্য পরকাল অর্থাৎ কবর থেকে শুরু করে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে। এই সাংসারিক ক্ষণস্থায়ী জীবনে কোরান-হাদিসের আলোকে জীবন পরিচালনা করতে পারলে পরকালে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে পারবেন। আর যদি এই সাংসারিক জীবন যেমন খুশি কাটালে পরকালের জীবনে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। মৃত্যু পর কবরের আজাব, শেষ বিচারের দিন ইত্যাদি নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

দোয়া মহফিলে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন হাইলাকান্দি জামিয়া তৈয়াবিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক মওলানা রুহুল ইসলাম নদয়ী। এছাড়া স্থানীয় উলামাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা এনামুল হক, মওলানা হেদায়েত হোসেন বড়ভুইয়া।

দীপাবলি ও কালীপুজোকে ঘিরে পাথারকান্দি সমজেলা প্রশাসনের নীরবতা!

এসএম জাহির আব্বাস

কটামণি, ৬ নভেম্বর : আসন্ন দীপাবলি ও কালীপুজো ঘিরে পাথারকান্দি সমজেলা প্রশাসনের নীরবতা আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপের দাবি অতীতের অপ্রীতিকর ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা, সর্বদলীয় বৈঠক ও কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণে প্রশাসনের প্রতি সচেতন মহলের আহ্বান। ৮ নভেম্বর আলোর উৎসব দীপাবলি ও কালীপুজোকে কেন্দ্র করে বরাক উপত্যকাজুড়ে যখন শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, বাজি বিক্রি ও পোড়ানোর ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে, তখন পাথারকান্দি সমজেলা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে দেখা দিয়েছে একাধিক প্রশ্ন।

শ্রীভূমি জেলা প্রশাসন-সহ বরাক উপত্যকার বিভিন্ন মহকুমা ও সমজেলায় উৎসবকে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ও বিধিনিষেধের উদ্যোগ নজরে এলেও পাথারকান্দিতে এখনও পর্যন্ত এ ধরনের কোনও প্রকাশ্য প্রশাসনিক নির্দেশিকা, সর্বদলীয় বৈঠক কিংবা বিশেষ সতর্কতামূলক পদক্ষেপের খবর সামনে আসেনি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় সচেতন মহলে উদ্বেগ বাড়ছে। দীপাবলি নিছকই আলোর উৎসব নয়, এটি সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও আনন্দের বার্তাবাহক। কিন্তু অসতর্কভাবে বাজি পোড়ানো, শব্দ ও বায়ুদূষণ, জনবহুল সড়কে আতসবাজির ব্যবহার কিংবা সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিশেষ করে পাথারকান্দির মতো স্পর্শকাতর এলাকায় উৎসবের আগে প্রশাসনিক সতর্কতা ও সমন্বিত উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছেন সচেতন নাগরিকদের একাংশ।

উল্লেখ্য, অতীতেও দীপাবলির সন্ধ্যায় পাথারকান্দিতে সড়কের ওপর বাজি পোড়ানোকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে একসময় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল গোটা এলাকা। সেই ঘটনার স্মৃতি এখনও অনেকের মনে রয়েছে। তাই অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আগেভাগেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রশাসনের দায়িত্ব বলে মনে করছেন স্থানীয় সচেতন মহল। প্রশ্ন উঠছে, অন্যান্য প্রশাসনিক এলাকার মতো পাথারকান্দিতেও কেন এখনও পর্যন্ত সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন, ব্যবসায়ী সমিতি, পূজা কমিটি এবং বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে না? কেন বাজি বিক্রি ও পোড়ানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সরকারি নির্দেশিকা, নিরাপত্তাবিধি এবং জনসাধারণের করণীয় সম্পর্কে আগাম প্রচার চালানো হচ্ছে না? উৎসবের দিন কোনও অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তখন তৎপরতা দেখানোর পরিবর্তে আগে থেকেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাই কি প্রশাসনের পক্ষে অধিক যুক্তিযুক্ত নয়? এক্ষেত্রে পাথারকান্দি সার্কল প্রশাসন ও সমজেলা প্রশাসনের কাছে সচেতন নাগরিকদের দাবি, অবিলম্বে একটি সর্বদলীয় ও সর্বজনীন সমন্বয় সভার আয়োজন করা হোক। পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে স্পর্শকাতর এলাকা ও জনবহুল সড়কে বিশেষ নজরদারি, বাজি বিক্রির ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম মেনে চলা নিশ্চিত করা, বিপজ্জনক ও নিষিদ্ধ আতসবাজির ব্যবহার রোধ এবং গুজব ও উস্কানিমূলক পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। উৎসবের আনন্দ যেন কোনওভাবেই অশান্তি, সংঘাত কিংবা অপ্রীতিকর ঘটনার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়, সে বিষয়ে প্রশাসনকে এখনই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ, কোনও ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর ব্যবস্থা গ্রহণের চেয়ে আগাম সতর্কতা অবলম্বন করাই প্রশাসনিক দক্ষতার প্রকৃত পরিচয়। পাথারকান্দির সাধারণ মানুষ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দীপাবলি ও কালীপুজো উদ্‌যাপন করতে চান। তাই অতীতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে পাথারকান্দি সমজেলা প্রশাসনকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আন্তরিক অনুরোধ জানানো হচ্ছে। প্রশাসনের সামান্য আগাম তৎপরতাই পারে একটি বড় ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে এবং উৎসবের আনন্দ ও সামাজিক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখতে।

কালীপূজা উপলক্ষে সেরা পাঁচটি পূজা কমিটিকে পুরস্কৃত করবে লায়ন্স ক্লাব অব শিলচর ভ্যালি ভিউ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ নভেম্বর : প্রতি বছরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবারও শারদীয় কালীপূজা উপলক্ষে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে 'লায়ন্স ক্লাব অব শিলচর ভ্যালি ভিউ'। ২০২৬ সালের কালীপূজা উপলক্ষে শিলচর শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সেরা পাঁচটি কালীপূজা কমিটিকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

প্যান্ডেল, প্রতিমা, আলোকসজ্জা, সমাজসেবামূলক কার্যকলাপ এবং সামগ্রিক শৃঙ্খলা— এই পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে নির্ণায়ক মণ্ডলী বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে বিজয়ী পূজা কমিটিগুলিকে নির্বাচন করবেন। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কারের পাশাপাশি আরও দু'টি সান্ত্বনা পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের স্মৃতির উদ্দেশে আকর্ষণীয় ট্রফি ও মর্যাদাপূর্ণ শংসাপত্র বিজয়ী পূজা কমিটিগুলির হাতে তুলে দেওয়া হবে।

উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য কোনও প্রবেশমূল্য বা এন্ট্রি ফি দিতে হবে না। আগ্রহী পূজা কমিটিগুলিকে আগামী ৯ নভেম্বর ২০২৬-র মধ্যে ইটখলা, শিলচরে লায়ন্স ক্লাব অব শিলচর ভ্যালি ভিউ-র সদস্যদের কাছে নিজেদের ক্লাবের নাম, ঠিকানা ও যোগাযোগের নম্বর জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

আগামী ২২ নভেম্বর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠানের সময় ও স্থান যথাসময়ে বিজয়ী পূজা কমিটিগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হবে বলে ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এদিকে, ক্লাবের সভাপতি সঞ্জীব রায় আগাম শারদীয় কালীপূজা ও দীপাবলির আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন। পাশাপাশি সকলকে নিরাপদ ও আনন্দময় উৎসব উদ্‌যাপনের আহ্বান জানিয়েছেন।

শ্রীভূমিতে 'নিপুণ সারথি'দের দু'দিনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন



'নিপুণ সারথি'-দের প্রশিক্ষণের একটি মুহূর্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ৬ নভেম্বর : শ্রীভূমি সমগ্র শিক্ষার উদ্যোগে আয়োজিত বুনিয়াদি সাক্ষরতা ও সাংখ্যিকতা (এফএলএন) বিষয়ক দু'দিনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বৃহস্পতিবার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গত ৪ ও ৫ নভেম্বর শ্রীভূমির বিবেকানন্দ কলেজ অব এডুকেশনে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণে জেলার ছয়টি ব্লকের বিভিন্ন ক্লাস্টার ও পিএমশ্রী স্কুলের মোট ১৯১ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা নিজ নিজ মণ্ডলের 'নিপুণ সারথি' হিসেবে প্রশিক্ষণ নেন। 'নিপুণ অসম অভিযান'-কে আরও গতিশীল করা এবং ২০২৬-২৭ সালের মধ্যে প্রতিটি শিশুর দ্বিতীয় শ্রেণি শেষে বুনিয়াদি সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞান অর্জনের লক্ষ্য পূরণই ছিল এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। প্রশিক্ষণে এফএলএন কৌশল, মূল্যায়ন, তথ্য নথিভুক্তকরণ, বিদ্যাপ্রবেশ, বহুস্তরীয় শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা এবং উদ্ভাবনী শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কর্মসূচির উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা কমিশনার তথা সমগ্র শিক্ষার জেলা মিশন সমন্বয়ক সপ্ততী এন্দো। উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিক নীলমজ্যোতি দাস, ডায়েটের অধ্যক্ষ মাহুল চৌধুরী-সহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা। প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষকরা বিদ্যালয় পর্যায়ে অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করে প্রতিটি শিশুর বুনিয়াদি শিক্ষার মানোন্নয়নে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার করেন।

বোধন থেকে বিসর্জনে বামাকালীর পুজো নিয়ে হাজির ক্লাব প্রগতি

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ৬ নভেম্বর : বিগ বাজেট বা জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন নয়— একেবারে সাধারণভাবে সম্পূর্ণ সাত্ত্বিকতা মেনে কালীপূজা আয়োজন হলেও বিসর্জন পর্বে বরাকবাসীকে বিগত বছরে চমক দিয়েছে শ্রীভূমি ক্লাব প্রগতি। পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার শান্তিপুরের বামাকালীর সেই নৃত্যের সঙ্গে যেমন শ্রীভূমিবাসীর পরিচয় হয়েছে, তেমনই প্রগতির বিসর্জন ছিল গোটা বরাকের সবথেকে চর্চিত, প্রশংসিত এবং ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। এবারও বোধন থেকে বিসর্জনে বামাকালীর পুজো নিয়ে হাজার শহরের টাউন কালীবাড়ি রোডের ক্লাব প্রগতি।



প্রগতি ক্লাবের পুজোর বিসর্জন (ফাইল ছবি)।

শুধু বৈষ্ণব সংস্কৃতি ও তাঁতশিল্পের জন্যই নয়, শাক্ত সাধনা এবং প্রাচীন কালীপুজোর ঐতিহ্যের জন্যও বিশেষভাবে পরিচিত নদিয়ার শান্তিপুর। সেখানকার ঐতিহ্যবাহী বামাকালী পুজো ধর্মীয় বিশ্বাস, লোকসংস্কৃতি ও ভক্তির এক অনন্য নিদর্শন। বিশেষ করে বিসর্জনের আগে দেবীর নৃত্য এবং কাঁধে করে প্রতিমা নিরঞ্জনের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এই পুজোকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। শান্তিপুরের সেই ঐতিহ্যকে সামনে রেখেই শ্রীভূমি শহরে বামাকালী পুজোর আয়োজন করে চলেছে কালীবাড়ি রোডের প্রগতি ক্লাব।

২০২৫ সালে শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ বামাকালীর আদলে প্রতিমা নির্মাণ করে পুজোর আয়োজন এবং কাঁধে করে প্রতিমা নিরঞ্জনের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে শহরবাসীর বিশেষ নজর কেড়েছিল প্রগতি ক্লাব। গত বছরের সেই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে এবারও একই ঐতিহ্য ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে বামাকালী পুজোর আয়োজন করছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। ইতোমধ্যে পুজোকে কেন্দ্র করে জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করেছেন ক্লাবের সদস্যরা।

ক্লাব সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারের পুজোর বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা। বামাকালীর প্রতিমা নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছেন হিমাশিস রায় ও কিশোর দে। মণ্ডপ নির্মাণ করছেন কৃষ্ণেন্দুকুমার বিশ্বাস। অন্যদিকে, পুজো মণ্ডপকে আকর্ষণীয় করে তুলতে আলোকসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন অর্ণব রায় (জুয়েল) ও দীপক দত্ত।

পুজোর প্রতিটি আয়োজনেই বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ধর্মীয় রীতিনীতি ও সাত্ত্বিকতার ওপর। পুজো উপলক্ষে ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে প্রগতি ক্লাবের এবারের পুজোর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হতে চলেছে কাঁধে করে বামাকালীর প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা। গত বছরের মতো এবারও ঢাকের বাদ্য ও ভক্তদের জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে দেবীকে নিরঞ্জনের পথে নিয়ে যাওয়া হবে।

উল্লেখ্য, শান্তিপুরের বামাকালী পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বিসর্জনের আগে দেবীর নৃত্য। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, দেবী সিদ্ধেশ্বরী ও চাঁদুনীকে নিজের সখী বা বন্ধু মনে করেন। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের আনন্দ থেকেই দেবীর নৃত্যপরম্পরার প্রচলন হয়েছে বলে কথিত রয়েছে। সেই ঐতিহ্যকে ঘিরে আজও ভক্তদের মধ্যে বিশেষ আবেগ ও আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়।

প্রগতি ক্লাবের সদস্যদের আশা, গত বছরের মতো এবারও বামাকালী পুজো ও প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা শহরবাসীর মন জয় করবে। পুজো ও নিরঞ্জন শোভাযাত্রায় উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ক্লাবের পক্ষ থেকে সমগ্র শ্রীভূমিবাসীর প্রতি আন্তরিক আহ্বান জানানো হয়েছে।

বারইগ্রাম আশ্রমে নামকীর্তন আয়োজিত

সাময়িক প্রসঙ্গ, বিনোদিনী বাজার, ৬ নভেম্বর : দিনভর নামকীর্তন, ভক্তদের বিপুল সমাগম ও মহাপ্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে শ্রীভূমি জেলার বারইগ্রাম শ্রীশ্রী গোপাল জিউ, শ্রীশ্রী রাধাবিনোদ জিউ ও শ্রীশ্রী রাধারমণ গোস্বামী জিউর আশ্রমের প্রয়াত বৈষ্ণব প্রধান প্রণবানন্দ দাস বাবাজির মহাপ্রয়াণের ৪৫ দিন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।

এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই আশ্রম প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দিনভর বিশেষ নামকীর্তনে অংশগ্রহণ করে বিষ্ণুগোপাল সম্প্রদায়ের দু'টি দল। তাদের সুমধুর কীর্তনে ভক্তদের মধ্যে আধ্যাত্মিক আবহ ও আনন্দের সঞ্চার হয়।

অনুষ্ঠানে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন জেলা ছাড়াও অসমের অন্যান্য স্থান এবং ত্রিপুরা, মেঘালয় ও মণিপুর থেকে অসংখ্য ভক্তের সমাগম ঘটে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় তিন হাজারেরও বেশি ভক্তের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় বলে জানান আশ্রমের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি বাদল পাল। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বিশেষ নামকীর্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ। কর্মসূচি সফল করতে কমিটির সহ-সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়, নারায়ণ পাল, অলোক রায়, কিশোর দেবরায়, সুনয়ন দাস-সহ অন্যান্য সদস্যরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। প্রয়াত বৈষ্ণব প্রধানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই বিপুল ভক্ত সমাগম আশ্রমের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে।

রোজগার.com

শিক্ষানবিশ পদে কাজের সুযোগ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে শিক্ষানবিশ পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। মোট ১,৫০০টি শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে। যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ব্যাঙ্কের নিজস্ব ওয়েবসাইট indianbank.bank.in-এ গিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। ৫ নভেম্বর ২০২৬ থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আবেদন জমা দেওয়ার শেষ দিন ২৫ নভেম্বর ২০২৬।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

আবেদনকারীদের যে কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকৃত কোনও সমতুল্য যোগ্যতা থাকলে তা গ্রহণ করা হবে। তবে স্নাতক উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ হতে হবে ১ এপ্রিল ২০২২ থেকে ১ নভেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে।

বয়সসীমা

১ নভেম্বর ২০২৬ তারিখের নিরিখে প্রার্থীদের বয়স হতে হবে ২০ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ, আবেদনকারীর জন্ম ২ নভেম্বর ১৯৯৮-এর আগে এবং ১ নভেম্বর ২০০৬-এর পরে হলে চলবে না। সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীদের জন্য বয়সের ছাড় থাকলে তা বিস্তারিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি থেকে দেখে নিতে হবে।

নিয়োগ পদ্ধতি

প্রার্থীদের বাছাই করা হবে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষায় মোট ১০০টি প্রশ্ন থাকবে, পূর্ণমান ১০০। পরীক্ষার সময়সীমা ৬০ মিনিট। পাঁচটি বিভাগ থেকে প্রশ্ন করা হবে;

১। রিজনিং অ্যাপ্টিটিউড।
২। কম্পিউটার জ্ঞান।
৩। ইংরেজি ভাষা।
৪। কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড।
৫। ব্যাঙ্কিং শিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব-সহ সাধারণ জ্ঞান।

আবেদনমূল্য

সাধারণ, ওবিসি এবং অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল শ্রেণির প্রার্থীদের জন্য আবেদনমূল্য ৮০০ টাকা এবং তার সঙ্গে যুক্ত হবে জিএসটি।

তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং বিশেষ ভাবে সক্ষম প্রার্থীদের জন্য আবেদনমূল্য ১৭৫ টাকা এবং তার সঙ্গে জিএসটি থাকবে।

আবেদন করবেন কী ভাবে?

১। প্রথমে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিজস্ব ওয়েবসাইট indianbank.bank.in-এ যেতে হবে।

২। হোমপেজে থাকা 'রিক্রুটমেন্ট' বিভাগে ক্লিক করতে হবে।

৩। নতুন পেজে 'অ্যাপ্রেন্টিস রেজিস্ট্রেশন' লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে।

৪। প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ করতে হবে।

৫। আবেদনপত্রে চাওয়া সমস্ত তথ্য পূরণ করতে হবে।

৬। নির্ধারিত আবেদনমূল্য জমা দিতে হবে।

৭। সব তথ্য যাচাই করে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। এর পর নিশ্চিতকরণ পৃষ্ঠাটি ডাউনলোড করে প্রিন্ট নিয়ে নিজের কাছে রাখতে হবে।

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ায় স্পেশ্যালিস্ট অফিসার পদে চাকরির সুযোগ



স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (এসবিআই)-তে স্পেশ্যালিস্ট অফিসার পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা ব্যাঙ্কের নিজস্ব ওয়েবসাইট sbi.co.in-এ গিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। এই নিয়োগের মাধ্যমে মোট ৭৭টি শূন্যপদ পূরণ করা হবে। আবেদন জমা দেওয়ার শেষ দিন ২৫ নভেম্বর ২০২৬।

শূন্যপদের বিবরণ

মোট ৭৭টি পদের মধ্যে;

১। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার : ইঞ্জিনিয়ার (ফায়ার): ১৭টি।
২। ম্যানেজার (সিকিউরিটি) / ডেপুটি ম্যানেজার (সিকিউরিটি) : ৬০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার--ইঞ্জিনিয়ার (ফায়ার) : আবেদনকারীদের নাগপুরের ন্যাশনাল ফায়ার সার্ভিস কলেজ থেকে ফায়ার বিষয়ে বি.ই. ডিগ্রি অথবা সেফটি অ্যান্ড ফায়ার ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ফায়ার টেকনোলজি অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বি.ই./বি.টেক ডিগ্রি থাকতে হবে। এ ছাড়া, ইউজিসি স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা এআইসিটিই অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে ফায়ার সেফটি বিষয়ে চার বছরের সমতুল্য ডিগ্রি হলেও আবেদন করতে পারবেন।

ম্যানেজার (সিকিউরিটি) / ডেপুটি ম্যানেজার (সিকিউরিটি) : সরকার দ্বারা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে কোনও বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

নিয়োগ পদ্ধতি

দুটি পদের ক্ষেত্রে নিয়োগের পদ্ধতি আলাদা। কোন পদে কীভাবে প্রার্থী বাছাই করা হবে, তা বিস্তারিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

আবেদন করার আগে প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিটি ভাল করে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

আবেদনমূল্য

সাধারণ, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির প্রার্থীদের জন্য আবেদনমূল্য ৭৫০ টাকা। তফসিলি জাতি, উপজাতির প্রার্থীদের কোনও আবেদনমূল্য দিতে হবে না।

কীভাবে আবেদন করবেন?

১। প্রথমে স্টেট ব্যাঙ্কের নিজস্ব ওয়েবসাইট sbi.co.in-এ যেতে হবে।

২। হোমপেজে থাকা 'কেরিয়ার' বিভাগে ক্লিক করতে হবে।

৩। নতুন পেজ খুললে সংশ্লিষ্ট নিয়োগের 'অ্যাপ্লাই অনলাইন' লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে।

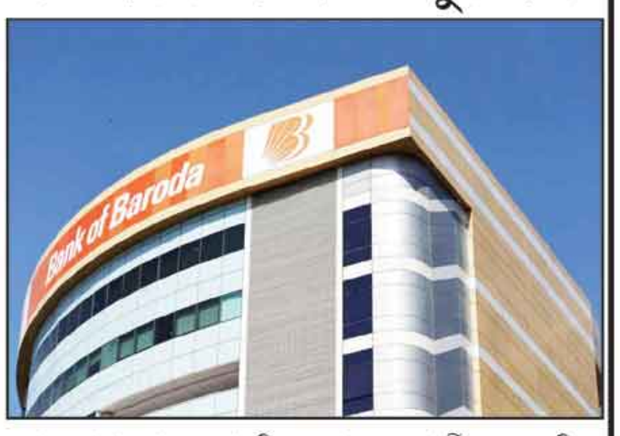
৪। প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ করতে হবে।

৫। রেজিস্ট্রেশনের পর অ্যাকাউন্টে লগ-ইন করে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।

৬। নির্ধারিত আবেদনমূল্য জমা দিতে হবে।

৭। সব তথ্য যাচাই করে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। শেষে আবেদনপত্রের একটি কপি ডাউনলোড করে প্রিন্ট নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিতে হবে।

ব্যাঙ্ক অব বরোদায় ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট বিভাগে চাকরির সুযোগ



ব্যাঙ্ক অব বরোদা ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস বিভাগে কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্যাঙ্ক। মোট ৮০৫টি ম্যানেজার পর্যায়ের পদে নিয়োগ করা হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা ব্যাঙ্কের নিজস্ব ওয়েবসাইট bankofbaroda.bank.in-এ গিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ তারিখ ২৪ নভেম্বর, ২০২৬।

কোন পদে কত শূন্যপদ?

ব্যাঙ্কের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী,

১। গ্রুপ হেড (অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট,২): ৮টি
২। হেড ইনভেস্টমেন্ট (অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, ২): ১টি
৩। টেরিটরি হেড (অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট,১): ৩৫টি
৪। ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাক্ট ম্যানেজার (অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট,১): ২টি
৫। ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাক্ট ম্যানেজার (অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট,১): ৭৯১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়ঃসীমা

প্রতিটি পদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বয়সের শর্ত আলাদা হতে পারে। আবেদন করার আগে ব্যাঙ্কের প্রকাশিত বিস্তারিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে যোগ্যতা ও বয়ঃসীমা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তার পর আবেদন জমা দিতে হবে।

কীভাবে হবে নিয়োগ?

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে আবেদনপত্র যাচাই করা হবে। এর পর অনলাইন পরীক্ষা, মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য কোনও পরীক্ষা নেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। সবশেষে নির্বাচিত প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে। মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে প্রার্থীদের ব্যক্তিত্ব, যোগাযোগের দক্ষতা, চিন্তার স্বচ্ছতা, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, নতুন ভাবনা প্রয়োগের দক্ষতা এবং কাজের প্রতি আগ্রহ যাচাই করা হবে। ইন্টারভিউয়ের জন্য কত জনকে ডাকা হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেবে ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ।

আবেদন ফি কত?

সাধারণ, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির প্রার্থীদের ফি ৮৫০ টাকা। তসিলি জাতি, উপজাতি, বিশেষ ভাবে সক্ষম, প্রাক্তন সেনাকর্মী এবং মহিলা প্রার্থীদের ফি ১৭৫ টাকা।

জুয়া খেলায় নিষেধাজ্ঞা হাফলং পুরসভার

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাফলং, ৬ নভেম্বর : হাফলং পুরসভা এলাকায় জুয়া ও অন্যান্য ধরনের বেআইনি জুয়াখেলার কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল হাফলং পুরসভা। একইসঙ্গে পুরসভার এই নির্দেশ অমান্য করে কেউ জুয়া বা সংশ্লিষ্ট কোনও বেআইনি কার্যকলাপে যুক্ত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরসভা সূত্রে জারি করা এই নিষেধাজ্ঞার মূল উদ্দেশ্য হল এলাকায় জুয়া ও বেআইনি বাজির প্রবণতা রোধ করা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা ও সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা। পুরসভা কর্তৃপক্ষের মতে, এ ধরনের কার্যকলাপ সমাজের স্বাভাবিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে যুবসমাজকে এ ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে দূরে রাখা এবং এলাকার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। হাফলং পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার পরেও যদি কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী জুয়া খেলার আয়োজন করে, তাতে অংশগ্রহণ করে কিংবা এ ধরনের কার্যকলাপে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকে, তা হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে কোনও রকম শিথিলতা দেখানো হবে না বলেও সতর্ক করা হয়েছে। পুরসভার এই পদক্ষেপকে এলাকায় বেআইনি জুয়া ও বাজির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে। একই সঙ্গে পুরসভা এলাকার বাসিন্দাদেরও এই নির্দেশ মেনে চলার এবং কোনও রকম বেআইনি জুয়াখেলার সঙ্গে যুক্ত না থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রশাসনিক নির্দেশ অমান্য করে কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করলে তার পরিণতি যে কঠোর হতে পারে, পুরসভার এই সতর্কবার্তায় সেই বার্তাই স্পষ্ট হয়েছে।

তাওয়াং মঠে বুদ্ধের পবিত্র দেহাবশেষ দর্শনে প্রচুর ভক্ত সমাগম

পিএনসি, শিলচর, ৬ নভেম্বর : অরুণাচল প্রদেশের ঐতিহাসিক তাওয়াং মঠে শাক্যমুনি বুদ্ধের পবিত্র দেহাবশেষ দর্শন ও শ্রদ্ধা নিবেদনে ভক্তদের ব্যাপক সমাগম ঘটেছে। এখনও পর্যন্ত ২১ হাজারেরও বেশি ভক্ত এই পবিত্র দেহাবশেষ দর্শন করেছেন। আগামীকাল, ৭ নভেম্বর পর্যন্ত সাধারণ মানুষের জন্য খোলা থাকবে এই বিশেষ প্রদর্শনী। তাওয়াং এবং পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিদিন অসংখ্য বৌদ্ধ ভিক্ষু, ভিক্ষুণী ও সাধারণ ভক্ত আশীর্বাদ লাভের আশায় গাদেন নামগিয়াল লাতসে তথা তাওয়াং মঠে সমবেত হচ্ছেন। দীর্ঘ ১৩ বছর পর শাক্যমুনি বুদ্ধের পবিত্র দেহাবশেষ অরুণাচল প্রদেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। নয়াদিল্লির জাতীয় সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত এই দেহাবশেষের প্রদর্শনীকে ঘিরে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও আবেগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ১৮৯৮ সালে উত্তরপ্রদেশের পিপরাহওয়ায় আবিষ্কৃত হয়েছিল বুদ্ধের এই পবিত্র দেহাবশেষ। বৌদ্ধধর্মের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসে এই আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্বসম্পন্ন এই নিদর্শন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রতীক। প্রদর্শনীকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে তাওয়াং মঠে আয়োজন করা হয়েছে দুটি বিশেষ প্রদর্শনীর। ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট কনফেডারেশন (আইবিসি)-এর উদ্যোগে 'আনআর্থিং দ্য সেক্রেড পিপরাহওয়া: দ্য স্টোরি অব দ্য হোলি বুদ্ধ রেলিক্স অ্যান্ড দেয়ার ডিসকভারি' শীর্ষক প্রদর্শনীতে পবিত্র দেহাবশেষের আবিষ্কার ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে।

অন্যদিকে, নয়াদিল্লির জাতীয় সংগ্রহশালার উদ্যোগে আয়োজিত 'ক্রসরোডস অব ধম্মা: ক্লাসিক্যাল লিগ্যাসিজ, লিভিং আর্ট অ্যান্ড অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল পার্সপেক্টিভস' শীর্ষক প্রদর্শনীতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। তাওয়াং থেকে প্রদর্শনী শেষ হওয়ার পর আগামী ৮ থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত বোমডিলার টিজিএল মঠ (লোয়ার গোম্ফা)-এ দর্শনার্থীদের জন্য প্রদর্শিত হবে বুদ্ধের পবিত্র দেহাবশেষ। এরপর ১৪ থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত নামসাইয়ের গোল্ডেন প্যাগোডায় চলবে প্রদর্শনী। আগামী ২১ নভেম্বর পবিত্র দেহাবশেষ পুনরায় নয়াদিল্লির জাতীয় সংগ্রহশালায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক, ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট কনফেডারেশন এবং অরুণাচল প্রদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। দেশের সমৃদ্ধ বৌদ্ধ ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের পাশাপাশি শান্তি, করুণা, প্রজ্ঞা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের বার্তা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। দীর্ঘ ১৩ বছর পর বুদ্ধের পবিত্র দেহাবশেষের এই প্রদর্শনী উত্তর-পূর্ব ভারতের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে।

কালীপুজো ও দীপাবলি উপলক্ষে চালমার্স বিদ্যালয়ের মাঠ সাফাইয়ে অ্যাথলিটরা



মাঠ সাফাই অভিযানের পর খেলো ইন্ডিয়া সেন্টারের উঠতি অ্যাথলিটরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, কাটলিছড়া, ৬ নভেম্বর : কালীপুজো ও দীপাবলি উপলক্ষে কাটলিছড়ার চালমার্স উচ্চতর বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ সাফাই অভিযানে নামলেন খেলো ইন্ডিয়া সেন্টারের অ্যাথলিটরা। বৃহস্পতিবার সকালে নিয়মিত অনুশীলন শেষে সেন্টারের কোচ রাজা দাসের উদ্যোগে বিভিন্ন বিভাগের ছেলে-মেয়েরা হাতে কোদাল ও টুকরি নিয়ে মাঠের চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে হাত লাগান। মাঠের চারপাশের আগাছা ও জঙ্গল পরিষ্কার করতে গিয়ে প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিক ও অন্যান্য আবর্জনা উদ্ধার হয়। মাঠের সীমানা প্রাচীর সংলগ্ন নালা এবং আশপাশের এলাকায় খাবারের প্যাকেট, প্লাস্টিক বর্জ্য, মদের বোতল ও অসংখ্য গুটখার খালি প্যাকেট জমে ছিল। পাশাপাশি সন্তোষ কুমার রায় প্যাভিলিয়নের পিছনে ও ভিতর থেকেও প্রচুর আবর্জনা বের করা হয়। সাফাই চলাকালীন প্যাভিলিয়নের ভিতরে একটি বিষধর সাপ দেখতে পান কোচ রাজা দাস। পরে সাপটিকে ধরে নিরাপদে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, প্রায় এক দশক আগে প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রায়ের উদ্যোগে খেলাধুলার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই মাঠে প্যাভিলিয়ন কাম গ্যালারি নির্মাণ করা হয়েছিল। গত বছর মাঠ সংস্কারের জন্য মাটি ফেলা হলেও তা দীর্ঘদিন স্তূপাকারে পড়েছিল। প্রায় দু'মাস আগে মাঠের চারপাশে বালি-মাটি বিছিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তারপরও মাঠের সার্বিক অবস্থা সন্তোষজনক নয়। মাঠে অনুশীলন কিংবা দৌড়ঝাঁপ করতে গিয়ে খেলোয়াড়দের আহত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। ফলে খেলোয়াড়দের জন্য মাঠটি এখনও পুরোপুরি নিরাপদ হয়ে ওঠেনি। তবে মাঠের এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও হাইলাকান্দি জেলার অন্যতম সফল খেলো ইন্ডিয়া সেন্টার এগিয়ে চলেছে। কোচ রাজা দাসের অভিজ্ঞ প্রশিক্ষণ এবং কাটলিছড়া মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সক্রিয় সহযোগিতায় প্রত্যন্ত এলাকার একাধিক ছেলে-মেয়ে আন্তঃরাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় সোনা, রুপো ও ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছে। কোচ রাজা দাস দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে অ্যাথলেটিক্সের প্রতি উঠতি খেলোয়াড়দের আগ্রহও ক্রমশ বাড়ছে। অন্যদিকে, চালমার্স বিদ্যালয়ের মাঠের প্রতিবেশীদের একাংশের অসচেতন আচরণ নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমীরা। অভিযোগ, মাঠের সীমানা প্রাচীরের ভিতরে ও বাইরে নিয়মিত আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। এমনকি অনেকে বাড়ির পচনশীল বর্জ্য ও অন্যান্য নোংরা সরাসরি বালতি ভর্তি করে মাঠের পাশে ফেলে দিচ্ছেন। এর ফলে মাঠের পরিবেশ দূষিত হওয়ার পাশাপাশি খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হচ্ছে।



দীপাবলি উপলক্ষে ৯ নভেম্বর ছুটি ঘোষণা ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাফলং, ৬ নভেম্বর : দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে আগামী ৯ নভেম্বর সোমবার স্থানীয় ছুটি ঘোষণা করল ডিমা হাসাও স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদ। শুক্রবার পরিষদের সাধারণ প্রশাসন বিভাগের পক্ষ থেকে জারি করা এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে এই ছুটির কথা জানানো হয়েছে। পরিষদের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী ৯ নভেম্বর দীপাবলি উপলক্ষে ডিমা হাসাও স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদের সমস্ত দফতর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আদালত এবং পরিষদের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন অন্যান্য সরকারি কার্যালয় বন্ধ থাকবে। ৬ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে হাফলং থেকে জারি করা ওই বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর করেছেন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত প্রধান সচিব। দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে এই ছুটি ঘোষণার ফলে পরিষদের অধীন বিভিন্ন সরকারি দফতর ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মী এবং পড়ুয়ারা উৎসব উদ্‌যাপনের সুযোগ পাবেন।

কামাখ্যা-নিউ বঙাইগাও সেকশন পরিদর্শন এনএফ রেলের জিএমের

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৬ নভেম্বর : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর রেল পরিকাঠামোর সুরক্ষা, পরিচালনগত দক্ষতা এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে কামাখ্যা-নিউ বঙাইগাঁও রেল সেকশন পরিদর্শন করলেন বিবেক খারে। গত ৫ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এই পরিদর্শনে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রঙিয়া ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার-সহ জোনের অন্যান্য বরিষ্ঠ রেল আধিকারিক। পরিদর্শনকালে জেনারেল ম্যানেজার প্রথমে আইকনিক সরাইঘাট ব্রিজ পরিদর্শন করেন। এরপর কামাখ্যা থেকে নিউ বঙাইগাঁও পর্যন্ত উইন্ডো-ট্রেইলিংয়ের মাধ্যমে রেললাইন, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামোর সামগ্রিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। এ সময় রেল চলাচলের সুরক্ষা মানদণ্ড, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি এবং পরিচালনগত প্রস্তুতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই সফরে তিনি সেকশনের লেভেল ক্রসিং গেট নম্বর এসকে-১২ ও এসকে-২২ এবং বেকি নদীর ওপর অবস্থিত ৪৬৭ নম্বর রেল সেতুও পরিদর্শন করেন। সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামোগুলির রক্ষণাবেক্ষণের অবস্থা, সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং পরিচালনগত প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন তিনি। রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদগুলির নির্ভরযোগ্যতা বজায় রেখে নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করাই ছিল এই পরিদর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য। নলবাড়ি রেলওয়ে স্টেশনে জেনারেল ম্যানেজার পয়েন্ট ও ক্রসিংগুলি পরিদর্শন করে পরিচালনগত সুরক্ষা এবং স্টেশন পরিকাঠামোর অবস্থা পর্যালোচনা করেন। পাশাপাশি অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে চলমান স্টেশন পুনর্বিকাশের কাজও খতিয়ে দেখেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে যাত্রীদের জন্য উন্নত সুযোগ-সুবিধা, উন্নত পরিষেবা এবং আরও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, নিউ বঙাইগাঁও স্টেশনে তিনি কোচ পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যবহৃত পিট লাইন পরিকাঠামো পরিদর্শন করেন। ট্রেনের কোচগুলি পরিষেবায় যুক্ত করার আগে সেগুলির উপযুক্ততা ও প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে এই পরিকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদিন নিউ বঙাইগাঁওয়ে সংস্কারকৃত ক্রু লবিরও উদ্বোধন করেন জেনারেল ম্যানেজার বিবেক খারে। ট্রেন পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান, কাজের পরিবেশ উন্নত করা এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আরও ভালো সমন্বয় গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই ক্রু লবিকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এর ফলে রেল পরিচালন ব্যবস্থার সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা মিলবে বলে আশা করা হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের এই পরিদর্শন কর্মসূচির মাধ্যমে রেল পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ, সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও মজবুত করা, পরিচালনগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং যাত্রী ও রেলকর্মীদের জন্য উন্নত পরিষেবা প্রদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও যাত্রীবান্ধব রেল পরিষেবা নিশ্চিত করতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ধারাবাহিক প্রচেষ্টারই প্রতিফলন এই উদ্যোগ।



কিশলয়



কাজলদার মর্নিং ওয়াক

পর্ব-৭ : খেলাধুলোর মজা

শ্রাবণী দেবরায় গঙ্গোপাধ্যায়

এক সময় এই শিলচর শহরে কাজলবাবু তাঁর দাদার সঙ্গে কত ঘুরে বেড়িয়েছেন। তখন এই শহর এত ব্যস্ত ছিল না। তবুও ঘর থেকে বের হলে মা ডেকে বলতেন, সাবধানে যেও, যা গাড়িঘোড়া রাস্তায়। আর আজকের এই শহর কত বদলে গেছে। আর বদলাতে তো হবেই। লোকজনের সংখ্যা বেড়েছে, দোকানপাটের সংখ্যাও কত বেড়েছে। এই সেন্ট্রাল রোডে হাঁটতে রীতিমত তাঁর ভয় লাগে। এসব পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করতে করতে মর্নিং ওয়াকে পৌঁছে গেলেন কাজলবাবু এবং তাঁর টিম। আজকের গন্তব্য ডিএসএ গ্রাউন্ড। কাজলবাবুর নাতি-নাতনিরা তো এত বড় ফিল্ডে এসে খুব খুশি। শুধু দৌড়েই যাচ্ছে। হাত দুটোকে পাখির ডানার মত মেলে দিয়ে দৌড়চ্ছে দু'জনে। কাজলবাবু গিন্নির কথা রাখার জন্য একটু হেঁটে নিলেন এই সুযোগে। আর ইকবাল তো আছে এই বাচ্চাদের সঙ্গে সঙ্গে।

বেশ কিছু সময় পর একটি তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সি মেয়ে কাজলবাবুর কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, দাদু আমাদের ম্যাচ আছে, এক্ষুনি শুরু হবে, ওই বাচ্চাদের একটু ডেকে নিন না প্লিজ। মেয়েটি সাদা রঙের ক্রিকেট খেলার ইউনিফর্ম পরে আছে। হাতে ব্যাট রয়েছে। মাথায় সাদা রঙের টুপি। কাজলবাবু কিছু বলার আগেই, মেয়েটি খুব বিনম্রভাবে বলল, আসলে স্যারই আপনাকে বলতে বলেছেন। পাশেই একজন ভদ্রলোক বেশ কিছু খেলোয়াড়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন। মেয়েটি তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, উনি আমাদের স্যার। মেয়েটির ওমন তাকানোতে ভদ্রলোক কাজলবাবুকে দেখে 'আরে কাজলদা যে' বলে খুব খুশি হয়ে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন। কাজলদাও আরে মিহির কেমন আছিস, কতদিন পর দেখা হল। কাজলদা তাঁর অর্পণ-আদৃতা আর ইকবালকে নিয়ে মিহিরের অনুরোধে ম্যাচ দেখতে মিহিরের সঙ্গে বসলেন। অর্পণ আর আদৃতা তো গ্যালারিতে বসে খুব খুশি। একবার এক সিঁড়ি উপরে উঠছে আবার এক সিঁড়ি নীচে নামছে। আর ইকবাল তো মোবাইলে সেলফি তুলতেই ব্যস্ত। অর্পণ কখনও একেবারে উপরে কোণায় চলে যাচ্ছে তো আবার লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে। আর আদৃতা তো নেচেই যাচ্ছে নিজের মনে। কাজলবাবু তাঁর বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন, শিলচরের বাচ্চাদের মধ্যে খেলার উৎসাহটা এখন কেমন রয়েছে। কাজলবাবুও একসময় কলেজে ক্রিকেট খেলতেন। পরবর্তী সময়ে চাকরির চাপে খেলা আর হত না। কিন্তু খেলার জগতে ছিলেন সবসময়। বিভিন্ন ক্লাবের সদস্যও ছিলেন। মিহিরবাবু আর আমাদের কাজলদা জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই ইকবাল ক্রন্দনরত অর্পণকে কোলে নিয়ে এসে হাজির। কী হয়েছে কী হয়েছে বলে দু'জনই উঠে দাঁড়ালেন।

ইকবাল বলল, লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে গেছে। বেশ কিছুটা জায়গায় ব্যথা লেগেছে, রক্তও বেরোচ্ছে। মিহিরবাবু সঙ্গে সঙ্গে ফার্স্ট এইড বক্স আনিয়ে ড্রেসিং করিয়ে দিলেন। অর্পণ কিছুক্ষণ কাঁদলেও খেলা শুরু হতেই চুপ করে গেল। খুব মন দিয়ে দেখছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন একজন কমবয়সি মেয়ে এসে জল সবাইকে জলখাবারের প্যাকেট দিয়ে গেল।

মিহিরবাবু জানালেন, একজন বড় ব্যবসায়ী তাঁর মায়ের স্মৃতির উদ্দেশে ম্যাচ করাচ্ছে। আজ ফাইনাল। কথাটা শুনে আদৃতা বলল, ফাইনাল? কিন্তু লোক এতো কম কেন? মিহিরবাবু ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, দিদিভাই খুব করুণ অবস্থা গো। এর মধ্যে একজন এসে জানাল বৃষ্টি এসে যাচ্ছে, বলতে না বলতেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। খেলা আর শুরু করা গেল না। অর্পণ আর আদৃতার তাতে কী। তারা তো খেলোয়াড় দিদিদের পেয়ে খুব খুশি। সিঁড়িতে লাফাচ্ছে। ওদের ব্যাট নিয়ে বারবার দেখছে। একটু আগে যে ব্যথা লেগেছে, সেদিকে কোনও খেয়ালই নেই। আদৃতা দৌড়ে গিয়ে দাদুকে বলল, দা, বড় হয়ে ক্রিকেটই খেলব। ব্যাট নিয়ে মাঠে যাব আর অনেক লোকের সামনে সিক্স মারব। তার বক্তব্য শেষ করেই সে আবার দৌড়ে চলে গেল। আমাদের কাজলদা মিহিরবাবুর সঙ্গে বসে গেলেন জমিয়ে আড্ডা দিতে। মিহিরবাবু কথা প্রসঙ্গে বললেন, প্রাচীনকাল থেকেই অসমে বিভিন্ন রকমের খেলার প্রচলন রয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ধোপখেল। অসমের এই খেলাটি বল নিয়ে খেলা হয়। এটি খেলতে ১১ জনের দু'টি দলের প্রয়োজন হয়। খেলাটি সংঘটিত হয় ৪টি পতাকা দ্বারা বেষ্টিত বেশ বড় একটি মাঠে। একটি বল নিয়ে খেলোয়াড়রা প্রতিপক্ষের দিকে ছুড়ে মারে। খেলাটি কিন্তু ফুটবলের মতো নয়। কারণ, বলটি ছুড়ে মারার পর প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়রা সেটা ধরে চিহ্নিত হওয়া থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করে। এক সময় এই খেলাটি আহোম রাজপরিবারকে আনন্দ প্রদান করার জন্য করা হত, তবে এখন এই খেলাটি খুব একটা খেলা হয় না। কাজলবাবু বললেন, হ্যাঁ, সে তো অনেক আগের কথা। আমরা আমাদের সময় খেলতাম কবাডি, ফুডবল আরও কত কী। তখন তো আর এই মোবাইল আর এসব ছিল না। খোলা আকাশে খেলেছি, বৃষ্টি-রোদ সব গায়ে লাগিয়েছি। গ্যালারির পেছন দিকে বসে একটি বাচ্চামেয়ে সব শুনছিল। সে বলল, আরও বল না আগের দিনের গল্প! কাজলবাবু মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, আচ্ছা বলছি, আমাদের ছোটবেলায় কবাডি এক অন্যতম খেলা ছিল। মূলত বিহুর সময় বিভিন্ন ধরনের খেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। তরোয়াল খেলা এবং মল্লযুদ্ধও অসমের ক্রীড়াগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কবাডি আমাদের এক প্রাচীন খেলা। দল বেঁধে কবাডি খেলা হয়, খেলোয়াড়রা অন্য দলের খেলোয়াড়দের ছুঁয়ে নিজের জায়গায় ফিরে আসতে হয়। তলোয়ার খেলা প্রাচীন খেলাসমূহের মধ্যে অন্যতম। এটি তলোয়ার নিয়ে দু'জনের মধ্যে খেলা হয়। মল্লযুদ্ধ অসমে মুকনা নামে পরিচিত। মল্লযুদ্ধ এখনও অসমের বেশ কিছু গ্রামে খেলা হয়ে থাকে। আরও একটি মজার খেলা হচ্ছে রশিটানা। এই খেলাটি দুই দলের মধ্যে খেলা হয়। একটি রশির দুই প্রান্ত ধরে দুই দলের খেলোয়াড়রা টানতে থাকে এবং এই টানাটানি করেই একটি দল জয় লাভ করে।

বিছর সময় খেলা হয়ে থাকা আরও একটি জনপ্রিয় খেলা হচ্ছে টেকেলি ভাঙা। এই খেলায় খেলোয়াড়দের চোখে কাপড় বেঁধে দেওয়া হয় এবং তারা একটি মাটির পাত্রের উদ্দেশে ঢিল ছুড়তে থাকে বা লাঠি দিয়ে ভাঙার চেষ্টা করে। এই খেলাগুলিতে কোনও রকম কৃত্রিমতা নেই। নেই আধুনিক জীবনের চিকচাক্য। এই সারল্য অসমের মানুষদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে রাখে এবং প্রকৃতির অনেক কাছে নিয়ে যায়। কখন যে সব ছেলেমেয়ে তাঁদের কথা শোনার জন্য ঘিরে দাঁড়াল, সে তারাও লক্ষ্য করেননি। হঠাৎ মিহিরবাবু দেখেন, কমবয়সি খেলোয়াড়রা সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছে। তাদের উদ্দেশে বললেন, বাহ, দেখ কাজলদা, সবাই কেমন তোমায় ভিড় করে শুনছে। অর্পণ এক লাফ দিয়ে দাদুকে জড়িয়ে ধরে বলল, দা খুব ভালো গল্প বলেন।

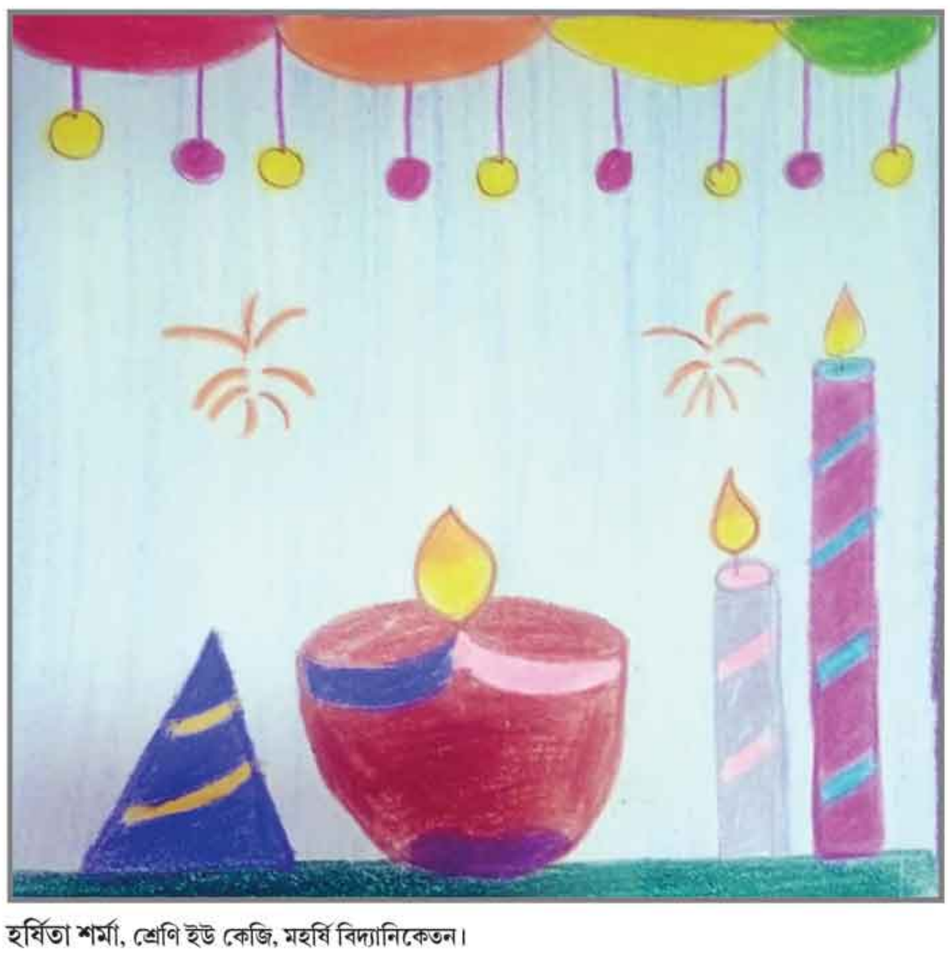
মিহিরবাবু বললেন, আসলে ইংরেজদের হাত ধরে সমগ্র ভারতের সঙ্গে অসমেও বিদেশি কিছু ভাবনা, আচার-আচরণ, খাওয়া-দাওয়া, এমনকী খেলাধুলো সাধারণ মানুষের জীবনে ধীরে ধীরে প্রভাব ফেলে। খেলার জগতেরও অনেক পরিবর্তন হয়। দেশীয় খেলার সঙ্গে বিদেশি খেলাগুলিও নিজেদের জায়গা করে নিতে লাগল। ফুটবলও ইংরেজদের সঙ্গেই এসেছিল এবং এ দেশের মানুষের এক প্রিয় খেলা হয়ে ওঠে। অসম ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন সংঘটিত হয়েছিল ১৯৪৬ সালে। কিন্তু ঠিক কবে কোন্ তারিখে অসমে প্রথম ফুটবল খেলা হয়েছিল তা বলা শক্ত। যোরহাট স্টেডিয়ামটি অসমের সবচেয়ে পুরনো স্টেডিয়াম। মিহিরবাবু থামলে কাজলদা বললেন, প্রথম একদিবসীয় ক্রিকেট খেলা সংঘটিত হয়েছিল স্বাধীনতার পর। স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশ চা উদ্যোগপতিরাই মূলত ক্রিকেট খেলত। যোরহাট জিমখানা ক্লাব সেই সময়ে ক্রিকেট খেলায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তখন ক্রিকেট খেলা যেন ইংরেজদের এক নিজস্ব সম্পত্তির মতো ছিল। চা বাগানের ইংরেজ সাহেব এবং ইংরেজদের মনোনীত দু'-একজন দেশীয় সেই খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারত। কিন্তু স্বাধীনতার পর তা পরিবর্তন হয়ে গেল অসমের সাধারণ মানুষও ভালোবেসে ক্রিকেট খেলল। ঠিক তখনই কাজলবাবুকে থামিয়ে একটি বাচ্চামেয়ে ক্রিকেটের ব্যাটটি দিয়ে মাঠের দিকে ইশারা করে বললেন, ওই দেখ রোদ, বৃষ্টি থেমে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই খেলতে নামল মাঠে। আমাদের কাজলবাবুও খেলা দেখে মিষ্টি খেয়ে সদলবলে বাড়ি ফিরলেন। বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই অর্পণ আদৃতা দাদুকে জড়িয়ে ধরে বলল, কাল সকালেও কিন্তু যাব মর্নিং ওয়াকে।



জুহি নাথ, একাদশ শ্রেণি, জনতা কলেজ, কাবুগঞ্জ।



বিপ্রজিতা দাস, কেজি, শিশুসদন (আরটি) ইংলিশ মিডিয়াম হাইস্কুল, হাইলাকান্দি।



হর্ষিতা শর্মা, শ্রেণি ইউ কেজি, মহর্ষি বিদ্যানিকেতন।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা :

বিভাগীয় সম্পাদক

কি শ ল য়

সাময়িক প্রসঙ্গ

মালুগ্রাম, ঘনিয়ালা, শিলচর-২

কিশলয়-র প্রবেশপত্র

কিশলয়-র সভ্য হতে চাই

নাম : .....

পিতার নাম : .....

মাতার নাম : .....

ঠিকানা : .....

শ্রেণি : .....

বিদ্যালয় : .....

শখ : .....

জন্মতারিখ : .....

এই কুপনটি অবশ্যই লেখার সঙ্গে পাঠাতে হবে



উজল প্রভাত

হাস্না আরা শেলী

হেমন্ত ফিরে যে আজ, এসেছে আবার,
মাঠগুলো খালি পড়ে, ধরা মুখ ভার।
সব ধান জমা হয়, চাষীর আঙিনায়,
সোনালি ধানের কুচি, গোলা ভরে যায়।
ঝরা ধান খুঁটে খায়, পাখি উড়ে উড়ে,
ন্যাড়া মাঠে মুষিকরা, লুকোচুরি করে।
হিমেল চাদরে ঢাকা, কুয়াশা ধূসর,
রাত কেটে ভোর হলো পাখি ছাড়ে ঘর।
উদাসী বাউল ঘুরে, একতারা হাতে
বিশ্ব ভুবন জাগে, স্বর্ণালী প্রভাতে।
দীপাবলি কালীপুজো, আসে আলো করে,
রাজপথ জনপদ, দীপ ঘরে ঘরে।
আকাশ প্রদীপ ওই, জ্বলে বাড়ি বাড়ি,
হাসিখুশি মন আজ আনন্দ ভারী।
অশুভশক্তি ঘুচে, দীপ্তি ছড়াক,
নতুন প্রভাত আসুক, সব ভেসে যাক।
হিংসা-বিভেদ ভুলে, বসুধা হাসুক,
উজল জ্যোতিতে আজ, তমসা কাটুক।
ধরনী সোনায় মোড়া, সোনা চারধার,
এসো আজ হাতে হাত, রাখি যে সবার।

ভূত চতুর্দশীর রাতে

অনামিকা পাল, দ্বাদশ শ্রেণি

গ্রামের দীপাবলি বেশ অন্য রকম,
জ্বালালাম মাটির প্রদীপ নানা রকম।
চারিদিক থমথমে, নেই কোনও শব্দ,
অমাবস্যার রাতে সব যেন স্তব্ধ।
গভীর জঙ্গলে দেখা যায় আলো,
শোনা যায়—'আত্মারা! এসো যদি চাও ভালো।'
দূরে শোনা যায় মৌনি বাবার মন্ত্র জপ,
তন্ত্রসাধক তিনি, গলার মুণ্ডমালার বড় মাপ।
নূপুর পায়ে কে যেন আমার পাশে আসে,
ও মা! ঘুরে দেখি কেউ নেই আশেপাশে।
গভীর রাতে কে করছে এরকম ছলনা?
কেউ আছো? ডাকছি যে বাপু? সাড়া দাও না!
চেনা গলায় কে যেন ডাকে আমার নাম ধরে,
ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা, ফিরতে হবেই এবার ঘরে।
মাকে সুধালাম— 'কে ছিল গো আমার সাথে?'
'বারণ করেছিলাম না বেরোতে ভূত চতুর্দশীর রাতে?'



শিরোপার লড়াইয়ে আজ ডিস্ট্রিক্ট রেঞ্জার্স বনাম অল জারিবন

রাহুল চক্রবর্তী

হাইলাকান্দি, ৬ নভেম্বর : অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে এবার শিরোপা নির্ধারণের পালা। ৭১তম ভারতরত্ন লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ ট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতার জেলা পর্যায়ের ফাইনালে আজ মুখোমুখি হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট রেঞ্জার্স এফসি ও অল জারিবন স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। হাইলাকান্দির নেতাজি সুভাষ বসু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিতব্য এই ফাইনাল ঘিরে ইতোমধ্যেই ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে ব্যাপক আগ্রহ। দুই দলের সেমিফাইনালের পারফরম্যান্স বিচার করলে ফাইনালে যে জমজমাট লড়াই হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য। গ্রুপ পর্বের পরিসংখ্যান বলছে, দুই দলই নিজেদের গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে সেমিফাইনালে পৌঁছেছিল। গ্রুপ 'এ'-তে তিন ম্যাচে একটি জয় ও দুটি ড্রয়ের সুবাদে ৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে অল জারিবন স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। এই পর্বে তারা ১০টি গোল করার পাশাপাশি ৬টি গোল হজম করে। অন্যদিকে গ্রুপ 'বি'-তে ডিস্ট্রিক্ট রেঞ্জার্স এফসি তিন ম্যাচে দুটি জয় ও একটি পরাজয়ে ৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে। তাদের গোলসংখ্যা ১৪ এবং বিপক্ষের গোলসংখ্যা ৮। তবে দুই দলের ফাইনালে ওঠার পথ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথম সেমিফাইনালে বিএমএসির বিরুদ্ধে নির্ধারিত সময়ে ১-১ গোলে ড্র করে ডিস্ট্রিক্ট রেঞ্জার্স। টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে জয় ছিনিয়ে নিয়ে ফাইনালে পৌঁছায় তারা। অন্যদিকে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে চন্দ্রপুর এফসিকে ৮-৩ গোলে বিধ্বস্ত করে নিজেদের আক্রমণাত্মক শক্তির পরিচয় দিয়েছে অল জারিবন স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। দুই দলের শক্তির জায়গাতেও রয়েছে স্পষ্ট পার্থক্য। ডিস্ট্রিক্ট রেঞ্জার্সের সবচেয়ে বড় শক্তি তাদের লড়াকু মানসিকতা। কঠিন পরিস্থিতিতে ম্যাচে ফিরে আসার ক্ষমতা এবং টাইব্রেকারের স্নায়ুর চাপ সামলে জয় ছিনিয়ে নেওয়ার অভিজ্ঞতা ফাইনালে তাদের বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে। অন্যদিকে অল জারিবনের প্রধান শক্তি তাদের গোল করার ক্ষমতা ও আক্রমণভাগের ধার। সেমিফাইনালে এক ম্যাচেই আটটি গোল করে তারা বুঝিয়ে দিয়েছে, সুযোগ পেলে প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগকে কতটা বিপাকে ফেলতে পারে। বিশেষ নজর থাকবে অল জারিবনের বুলংকুসান সাকাচেপের উপর। চন্দ্রপুরের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করে তিনি ইতোমধ্যেই নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। পাশাপাশি অজিত সিংহের জোড়া গোলও দলের আক্রমণভাগের গভীরতা তুলে ধরেছে। অন্যদিকে ডিস্ট্রিক্ট রেঞ্জার্সের তামিম আহমদ বড়ভূইয়া সেমিফাইনালে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সমতাসূচক গোল করে দলের ফাইনালে ওঠার পথ প্রশস্ত করেছেন। ফাইনালেও তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। একদিকে রক্ষণ সামলে সুযোগ কাজে লাগানোর লড়াকু ডিস্ট্রিক্ট রেঞ্জার্স, অন্যদিকে গোলের পর গোল করে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখার ক্ষমতাসম্পন্ন অল জারিবন। ফলে ফাইনালে শেষ হাসি কে হাসবে, তা নিয়ে এখন থেকেই শুরু হয়েছে জল্পনা। গ্রুপ পর্বের পরিসংখ্যান একদিকে, সেমিফাইনালের দাপট অন্যদিকে। শেষ পর্যন্ত মাঠের লড়াইয়েই নির্ধারিত হবে ৭১তম বরদলৈ ট্রফির জেলা পর্যায়ের শিরোপা কার হাতে উঠবে।

রোনাল্ডোর অবসরে 'চুপ' লিওনেল মেসি



বুয়েনস আয়ারস, ৬ নভেম্বর : তাঁরা আজীবন একে ওপরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এসেছেন। দুই মহাতারকার ভক্তকুল যেন তাঁদের একে ওপরের শত্রু বানিয়ে ফেলেছেন। দু'জনেই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন। কিন্তু বিদায়বেলাতে ভিন্ন ছবি। লিওনেল মেসির অবসরে আবেগভরা বার্তা দিয়েছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তবে পর্তুগিজ মহাতারকার বিদায় ঘোষণার পর ২৪ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। অথচ এখনও পর্যন্ত চুপ মেসি। শুক্রবার পর্তুগালের অধিনায়ক নিজেই সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। ২৩ বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ইতি টানার আগে দেশের জার্সিতে একের পর এক নজির গড়েছেন তিনি। প্রায় ৫ মিনিটের দীর্ঘ বিদায়বার্তায় নিজের ফুটবল জীবনের অনেক গল্প বলেছেন সিআর ৭। সেই পোস্টের কমেন্টে নেইমার লিখেছেন, 'কিংবদন্তি'। ভিনিসিয়াস জুনিয়র লিখেছেন, 'চিরকালের ১ নম্বর।' প্রাক্তন সতীর্থ পেপে লিখেছেন, 'তোমাকে ধন্যবাদ ক্রিস।' এরকম আরও অনেক ফুটবলার মন্তব্য করেছেন। কিন্তু সেই তালিকায় মেসির নাম নেই। অথচ রোনাল্ডোর অবসর ঘোষণার পর নিজের ইনস্টাগ্রামে ভিডিও পোস্ট করে বিজ্ঞাপনী প্রচার করেছেন। কিন্তু 'চিরশত্রু' হয়েও মেসির অবসর বার্তায় মন্তব্য করেছিলেন রোনাল্ডো। অক্টোবরে আর্জেন্টিনার জার্সিকে বিদায় জানান মেসি। সেই পোস্টের কমেন্টে পর্তুগিজ কিংবদন্তি লিখেছিলেন, 'লিও, এত বছর ধরে তুমি তোমার দেশের জন্য লড়ে গিয়েছ। যে কাহিনি ফুটবল লোকগাথায় স্থান পাবে। তোমার প্রতি সহস্র সম্মান থাকল আমার পক্ষ থেকে। তুমি আর্জেন্টিনার হয়ে যা করে দেখিয়েছ, অতুলনীয়। তোমাকে অনেক ভালোবাসা লিও।' কিন্তু মেসি পুরো চুপ। এমনিতে সোশাল মিডিয়ায় খুব একটা সক্রিয় থাকেন না। তবে নেটিজেনদের প্রশ্ন, এক্ষেত্রে কি কমেন্ট করতে পারতেন না? বিশেষ করে রোনাল্ডো যেখানে আগেই সৌজন্য দেখিয়েছিলেন। এই নিয়ে ফের যুদ্ধ বেঁধেছে দুই ফুটবলারের ভক্তদের মধ্যে।

আবেগঘন বার্তা ফিফা প্রেসিডেন্টের

জুরিখ, ৬ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর বিদায়ের ঘোষণায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। পর্তুগিজ কিংবদন্তির জাতীয় দল ছাড়ার ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পর নিজের অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে আবেগঘন বার্তা দেন তিনি। সুইস-ইতালিয়ান এই ফুটবল প্রশাসক লেখেন, খুব কম খেলোয়াড়ই রোনাল্ডোর মতো করে ফুটবলভক্তদের হৃদয় স্পর্শ করতে পেরেছেন। তাঁর ভাষায়, অসাধারণ প্রতিভা, অটল সংকল্প এবং সম্ভাবনার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার নিরন্তর আকাঙ্ক্ষাই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ক্যারিয়ারকে সংজ্ঞায়িত করেছে। ইনফান্তিনো বলেন, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর অর্জিত পরিসংখ্যান সম্ভবত আর কেউ পুনরাবৃত্তি করতে পারবে না।

বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতার মর্যাদা এবং প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ছয়টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেন তিনি। ফিফা প্রেসিডেন্ট বলেন, 'ক্রিশ্চিয়ানো এমন কিছু কীর্তি গড়েছেন, যা সম্ভবত আর কখনো পুনরাবৃত্তি করা যাবে না। তবে তার অবদান কেবল রেকর্ড, শিরোপা ও গোলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি একটি প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছেন, লক্ষ লক্ষ ভক্তকে এক সুতোয় বেঁধেছেন এবং পর্তুগালের আশা ও গৌরবকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মঞ্চে বহন করে নিয়ে গেছেন।' বার্তার শেষে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে ধন্যবাদ জানান ইনফান্তিনো।

হাসানের ৬ উইকেট, লড়ছে বাংলাদেশ



সিলেট, ৬ নভেম্বর : বল হাতে আলো ছড়ালেন হাসান মাহমুদ। কিন্তু তারপর সিলেট টেস্টের দ্বিতীয় দিনটা বাংলাদেশের হলো না। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৩৫৬ রানের বিপরীতে ব্যাটিংয়ে নেমে যে ৩ উইকেট হারিয়ে বসেছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় দিন শেষে বাংলাদেশের প্রথম ইনিংসের স্কোর দাঁড়িয়েছে ৩ উইকেটে ৮৮ রান। প্রতিপক্ষের থেকে এখনো ২৬৮ রানে পিছিয়ে স্বাগতিকরা। আলোকস্বল্পতায় আজও আগেভাগে দিন শেষ হওয়ার আগে লড়াই করেছেন তাওহিদ হৃদয় ও মুশফিকুর রহিম। আঙুলের চোটে প্রথম টেস্ট খেলতে না পারা মুশফিকের ১৯ রানের বিপরীতে ২৯ রানে অপরাজিত আছেন হৃদয়। উইকেট তিনটি ভাগাভাগি করে নিয়েছেন তিন পেসার জেইডন সিলস, শামার জোসেফ ও জাস্টিন গ্রিভস। ফিল্ডিংয়ের সময় পায়ে চোট পাওয়া আজ নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে নাঈম হাসানের। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথমবার ওপেনারের ভূমিকায় দেখা গেছে অফস্পিনারকে। অভিজ্ঞতাটা অবশ্য মোটেও সুন্দর হয়নি তার। দলীয় ১৩ রানের সময় আউট হন নাঈম (৫)। দ্রুত ফেরেন অন্য ওপেনার তানহজিদ হাসান তামিমও। ১৬ রানের বেশি করতে পারেনি বাঁহাতি ব্যাটার। দলীয় ২২ রানে দুই ওপেনারকে হারানো বাংলাদেশের হয়ে প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেন নাজমুল হোসেন শান্ত ও হৃদয়। তবে অধিনায়ক শান্ত ১৮ রানে বোল্ড হলে তৃতীয় উইকেটের জুটিটা ২৯ রান পর্যন্ত টিকতে পারে। এরপরের মুশফিক-হৃদয়ের ৩৭ রানের জুটি। আগামীকাল তাদের কাঁধে থাকছে আরো বড় দায়িত্ব। এর আগে ৪ উইকেটে ২৩৫ রান নিয়ে দিন শুরু করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ব্যক্তিগত ১৩৩ রানে আমির জাঙ্গুকে আউট করে বাংলাদেশকে দিনের প্রথম সাফল্য এনে দেন হাসান। ৩০৮ বলের ইনিংসটি সাজান ১৩ চার ও ২ ছক্কায়। ফিরতি বলে আনন্দ আরো দ্বিগুণ হয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক রোস্টন চেসকে 'গোল্ডেন ডাকে' লিটন দাসের ক্যাচ বানালে। তবে হ্যাটট্রিক পাওয়া হয়নি বাংলাদেশি পেসারের। দলীয় ২৬৪ রানে হাসান জোড়া আঘাত হানলেও ক্যারিবিয়ানদের শেষ দিকের ব্যাটাররা বেশ ভুগিয়েছে বাংলাদেশকে। তার প্রমাণ ৩৫৬ রানে অতিথিদের থামা। এতে অবদান রেখেছেন অষ্টম ব্যাটার হিসেবে ৫১ রানে আউট হওয়া গ্রিভস। ক্যারিবিয়ানদের শেষ চার ব্যাটারও পনেরোর্ধ্ব ইনিংস খেলে বড় সংগ্রহে অবদান রেখেছেন। তার আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাকি ৬ উইকেটের ৪টি পঞ্চমবারের মতো টেস্টে ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েছেন হাসান। বিপরীতে ক্যারিয়ারে দ্বিতীয়বারের মতো ইনিংসে ৬ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েন তিনি।

রোনাল্ডোবিহীন পর্তুগাল দলে ৪ নতুন মুখ

লিসবন, ৬ নভেম্বর : সবকিছুরই শুরু আর শেষ আছে। তেমনি গতকাল পর্তুগালের হয়ে এক অধ্যায়ের ইতি টেনেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। আন্তর্জাতিক ফুটবলে দীর্ঘ ২৩ বছরের পথচলা থামিয়ে দিয়েছেন পর্তুগিজ কিংবদন্তি। আন্তর্জাতিক ফুটবলের সর্বোচ্চ গোলদাতা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর বিদায়ের পর প্রথমবারের মতো দল ঘোষণা করেছেন নতুন কোচ জর্জ জেসুস। নেশনস লিগের পরবর্তী দুই ম্যাচের জন্য ঘোষিত এই দলে ৭ পরিবর্তন এনেছেন কোচ। অভিষেকের অপেক্ষায় ৪ ফুটবলার। ২৭ সদস্যের দলে প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন আলবার্তো কস্তা ও গুস্তাভো ভারেলা। আছেন রদ্রিগো মোরা ও জিওভানি কুয়েন্দাও। সাবেক কোচ রবার্তো মার্তিনেজের সময়ে জাতীয় দলে ডাক পেলেও এখনো মূল দলে অভিষেক হয়নি তাদের। অন্যদিকে, উয়েফার নিষেধাজ্ঞার কারণে দলে নেই ফ্রান্সিসকো কনসেইসাও। নরওয়ের বিপক্ষে লাল কার্ড দেখায় তিন ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন তিনি। চোটের কারণে নেই পিএসজির ফুলব্যাক নুনো মেন্দেস। আর কোচের কৌশলগত সিদ্ধান্তে বাদ পড়েছেন গনসালো ইনাসিও। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর অবসরের পর পর্তুগালকে নেতৃত্ব দেবেন কারা তাদের নামও জানিয়েছেন জেসুস। আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার সংখ্যার ভিত্তিতে এই দায়িত্ব পেয়েছেন বের্নার্দো সিলভা, রুবেন দিয়াস, জোয়াও কানসেলো, রুবেন নেভেস ও ব্রুনো ফার্নান্দেস। নেশনস লিগে দারুণ ছন্দে আছে পর্তুগাল।

প্রথম চার ম্যাচের প্রতিটিতে জিতে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে তারা। গ্রুপসেরা হতে প্রয়োজন মাত্র এক পয়েন্ট। আগামী ১৫ নভেম্বর ডেনমার্কের বিপক্ষে এবারের ফিফা উইন্ডোর প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে তারা। ফিরতি ম্যাচ ১৮ নভেম্বর ওয়েলসের বিপক্ষে।

পর্তুগাল স্কোয়াড :
গোলরক্ষক : দিয়োগো কস্তা, রুই সিলভা, স্যামুয়েল সোয়ারেস।
ডিফেন্ডার : জোয়াও কানসেলো, দিয়োগো দালোত, আলবার্তো কস্তা, রুবেন দিয়াস, রেনাতো ভেইগা, টমাস আরাউহো, অ্যান্তোনিও সিলভা, নুনো তাভারেস।
মিডফিল্ডার : রুবেন নেভেস, জোয়াও পলিনিয়া, ম্যাথিউস ফার্নান্দেস, জোয়াও নেভেস, ভিতিনহা, ব্রুনো ফার্নান্দেস, বের্নার্দো সিলভা।
ফরোয়ার্ড : পেদ্রো নেতো, রদ্রিগো মোরা, ফ্রান্সিসকো ত্রিনকাও, রাফায়েল লিয়াও, জিওভানি কুয়েন্দা, কার্লোস ফোরবস, জোয়াও ফেলিক্স, গনসালো রামোস, ফাবিও সিলভা, গুস্তাভো ভারেলা।

'গিল সেঞ্চুরি করলে আমাকে কটূক্তি শুনতে হয় : আয়ার

বেঙ্গালুরু, ৬ নভেম্বর : শুভমান গিল সেঞ্চুরি করলে আজও কুকথা শুনতে হয়। অনেক দিন কেটে গেলেও সেই নিয়ে রীতিমতো হতাশ আরেক প্রাক্তন নাইট তারকা। এখন তিনি আরসিবি'তে খেলেন। টানা দু'বছর আইপিএল জিতেছেন। তবু গিলের সেঞ্চুরির পর নাইট রাইডার্স সমর্থকদের ঘৃণার শিকার হন তিনি। সেই ক্রিকেটার হলেন ভেঙ্কটেশ আয়ার। একসময় গিলের সঙ্গে তিনি কেকেআরেই ছিলেন। কিন্তু ২০২২-র আইপিএলের আগে বিচ্ছেদ। নাইট ম্যানেজমেন্ট গিলকে ছেড়ে গিয়ে ভেঙ্কটেশকে ধরে রেখেছিল। এরপর গিল ৮ কোটি টাকায় গুজরাট টাইটান্সে চলে যান। এখন তিনি সেই দলের অধিনায়ক। অন্যদিকে, ভেঙ্কটেশের পারফরম্যান্স ক্রমশ খারাপ হয়েছে। কেকেআর ছেড়ে দেওয়ার পর বেঙ্গালুরুতে গিয়েছেন। আকাশ চোপড়ার সঙ্গে পডকাস্টে ভেঙ্কটেশ বলেন, 'আমাকে বহুদিন ধরে আক্রমণ করা হয়েছে। এমনকী এখনও যদি শুভমান সেঞ্চুরি করে, তাহলে কেকেআরের পেজ দেখবেন। সেখানে অনেকে মন্তব্য করেছে, 'সোনার খোঁজে আমরা সত্যিকারের হিরে হারিয়েছি'। এরকম আরও অনেক ঘৃণ্য মন্তব্য দেখতে পাবেন।' ২০২৫-এ আইপিএল নিলামের আগে ভেঙ্কটেশকে ছেড়ে দেয় কেকেআর। তার আগের মরশুমে ২৩.৭৫ কোটি টাকা দিয়েছিল নাইটরা। সেই তুলনায় পারফর্ম করতে পারেননি ৩১ বছর বয়সি অলরাউন্ডার। এই 'বাদ' পড়ার সিদ্ধান্ত ভালোভাবে নেননি। তাই সোজা শাহরুখ খানের সঙ্গে দেখা করেন। শেষ পর্যন্ত হতাশই হতে হয়। তবে এখন আরসিবি'ই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। বিরাট কোহলির ফ্র্যাঞ্চাইজি ও ভক্তদের প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'আপনি বিশ্বাস করবেন না। আমি দেখেছি ওখানে লোকেরা আরসিবি জার্সিকে ম্যাচের আগে পুজো করে। ওদের ভালোবাসা অন্য পর্যায়ের।'

টি-১০ লিগে খেলবেন পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা

আবুধাবি, ৬ নভেম্বর : অবশেষে কাটল অনিশ্চয়তা। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছেছে আবুধাবি টি-২০ লিগের আয়োজকরা। ফলে আসন্ন আসরে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের অংশগ্রহণের পথ অনেকটাই পরিষ্কার হয়েছে। খেলোয়াড়দের ছাড়ার জন্য পিসিবিকে ২ লক্ষ মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিতে রাজি হয়েছে আয়োজকরা। বিষয়টি নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি ও পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা পিসিবির কাছে অনাপত্তিপত্র দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সমঝোতায় পৌঁছেছে দুই পক্ষ। এর আগে প্রতি ক্রিকেটারের ছাড়পত্রের জন্য ১০ হাজার ডলার ফি দাবি করেছিল পিসিবি। শেষ মুহূর্তে এই দাবি ওঠায় বিপাকে পড়েছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। এমনকি পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের পরিবর্তে বিকল্প খেলোয়াড় নেওয়ার কথাও ভাবতে হয়েছিল তাদের। এবারের আসরে ১৬ জন পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে দলে নিয়েছে পাঁচটি ফ্র্যাঞ্চাইজি।

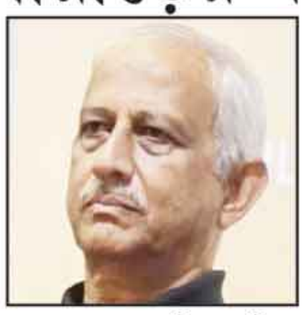
কাবুগঞ্জে জয়ী পুনিরমুখ ভিডি এনজিও



ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন অতিথিরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, সোনাবাড়িঘাট, ৬ নভেম্বর : কাবুগঞ্জ ফুটবল অ্যাকাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত ৯-এ সাইড নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টে রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের পর টাইব্রেকারে জয় ছিনিয়ে নিল পুনিরমুখ ভিডি এনজিও। শুক্রবার অনুষ্ঠিত টানটান উত্তেজনার ম্যাচে ভুবনখালের বিরুদ্ধে নির্ধারিত সময়ের খেলা ২-২ গোলে অমীমাংসিত থাকায় ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয় টাইব্রেকারে। সেখানে ৫-৪ গোলের ব্যবধানে জয়লাভ করে পুনিরমুখ ভি ডি এনজিও। ম্যাচের শুরু থেকেই দুই দলের মধ্যে চলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। খেলার ২৫ মিনিটে সাহেলের গোলে এগিয়ে যায় পুনিরমুখ ভিডি এনজিও। এরপর ৩৮ মিনিটে সাজিদ দ্বিতীয় গোল করে দলের ব্যবধান বাড়ান। তবে পিছিয়ে পড়েও লড়াই ছাড়েনি ভুবনখাল। খেলার ৪৬ মিনিটে জাহিদের গোলে ব্যবধান কমানোর পর রিদওয়ানের গোলে সমতা ফেরায় তারা। নির্ধারিত সময়ের খেলা ২-২ গোলে শেষ হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানেই ৫-৪ গোলে জয় নিশ্চিত করে পুনিরমুখ ভিডি এনজিও। ম্যাচে অসাধারণ পারফরম্যান্সের সুবাদে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন পুনিরমুখ ভিডি এনজিওর গোলরক্ষক আলামিন। তাঁর হাতে ম্যাচ সেরার পুরস্কার তুলে দেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা রুকনী ইস্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের ওয়ার্ড সদস্য সাজুল হক বড়ভূইয়া এবং অ্যাকাডেমির সদস্য হরেকৃষ্ণ শুক্লবৈদ্য। ম্যাচ পরিচালনা করেন জাফর বড়ভূইয়া, শামিম আহমদ বড়ভূইয়া, শহিদ চৌধুরী ও এনাম উদ্দিন। এদিকে, টুর্নামেন্টের পরবর্তী ম্যাচে আগামী রবিবার মুখোমুখি হবে ইয়ংস্টার ক্লাব বাঁশখাল ও ধোয়ারবন্দ এফসি।

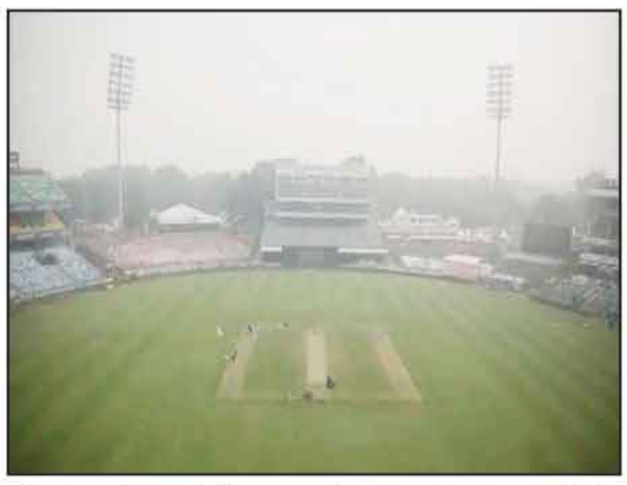
অলিম্পিক্সের সোনার পদক চুরি হকি খেলোয়াড়ের বাড়ি থেকে



রুপোর পদক, ১৯৮৬ সিয়োল এশিয়ান গেমস এবং ১৯৮২ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ব্রোঞ্জ পদকও খোয়া গিয়েছে। থানায় অভিযোগে জানা হয়েছে, চোরেরা নগদ ৩০ হাজার টাকা, সোনা এবং রুপোর গয়নাও নিয়েছে। তার সর্বমোট মূল্য প্রায় ৩.৮ লক্ষ টাকা। সোমায়ার প্রতিবেশীদের সৌজন্যে বিষয়টি নজরে এসেছে। তাঁরা সোমায়ার বাড়ির তালা ভাঙা অবস্থায় দেখেন। উল্টো দিকের একটি বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ২৮ অক্টোবর রাত ২.৩৪ নাগাদ সোমায়ার বাড়িতে ঢোকে দু'জন ব্যক্তি। একজনের পরনে নীল জামা, অপরজনের পরনে লাল জামা ছিল। ইন্দিরানগর থানা একাধিক জামিনঅযোগ্য ধারায় তদন্ত শুরু করেছে। সোমায়া দীর্ঘ দিন ভারতীয় হকি দলে হাফ-ব্যাক পজিশনে খেলেছেন। তিনি তিনটি অলিম্পিক্সে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। অধিনায়কও ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ভারতের হকি দল ১৯৮৮-তে নাইরোবিতে পুজো কাপ জেতেন। তিনি ১৯৮৮ অলিম্পিক্সে ভারতের অধিনায়ক ছিলেন। ১৯৮৫-তে অর্জুন পুরস্কারে সম্মানিত হন।

বেঙ্গালুরু, ৬ নভেম্বর : চুরি হয়ে গেল প্রাক্তন অলিম্পিয়ান এম এম সোমায়ার বাড়িতে। নগদ টাকা, সোনাগয়না তো খোয়া গিয়েছেই, পাশাপাশি সোমায়ার একাধিক পদকও নিয়ে গিয়েছে চোরেরা। তার মধ্যে রয়েছে ১৯৮০ মস্কো অলিম্পিক্সে হকিতে জেতা সোনার পদকও। থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন সোমায়া। তবে চোরেরা এখনও অধরা। পাওয়া যায়নি চুরি হওয়া জিনিসও। বেঙ্গালুরুর হ্যাল থার্ড স্টেজ এলাকায় সোমায়ার বাড়ি। সেখানেই চুরি রয়েছে। এলাকাটি ইন্দিরানগর থানার অন্তর্গত। ঘটনার সময় সোমায়া বাড়ি ছিলেন না। পরিবারের সঙ্গে তিনি কোডাগু যাচ্ছিলেন। সুযোগ বুঝে ফাঁকা বাড়িতে ঢোকে চোরেরা। অলিম্পিক্সের সোনার পদক ছাড়াও ১৯৮২ এশিয়ান গেমসের

ডিসেম্বরের দিল্লির বাতাসে দমবন্ধ হওয়ার আশঙ্কা ! সরল গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ



নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : দিল্লি থেকে সরে গেল ভারত-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচ। আগামী ১৩ ডিসেম্বর দিল্লিতে হওয়ার কথা ছিল দু'দলের প্রথম ওয়ানডে। যদিও শেষ পর্যন্ত সেই ম্যাচ আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিশাখাপত্তনমকে। নতুন সূচি অনুযায়ী, ১৩ ডিসেম্বর এসিএ-ভিডিসিএ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবেন শুভমান গিলরা। দিল্লি ও জেলা ক্রিকেট সংস্থার আবেদনের ভিত্তিতেই ভেন্যু পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এমন সময় ম্যাচ ছিল, যখন ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা থাকে রাজধানী। বাতাসে দৃশ্যমানতাও কম থাকে। থাকে বাতাসে দমবন্ধ হওয়ার আশঙ্কাও। পাশাপাশি অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সংস্কারকাজের পরিকল্পনাও রয়েছে। সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত। আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনের জন্য স্টেডিয়ামটি প্রস্তুত থাকবে না বলে বোর্ডকে জানিয়েছিল ডিডিসিএ। কেবল ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচই নয়, ঘরোয়া ক্রিকেটের সূচিতেও তার প্রভাব পড়তে চলেছে। গুজরাট, সার্ভিসেস এবং মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দিল্লির রনজি ট্রফির ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল দিল্লিতে। পাশাপাশি মহিলা ও জুনিয়র ক্রিকেট প্রতিযোগিতাও আয়োজনের কথা ছিল সেখানে। কিন্তু পিচ ও মাঠের সংস্কারকাজের জন্য আপাতত ঘরোয়া ম্যাচ আয়োজন করতে পারবে না দিল্লি। সেখানকার ক্রিকেট সংস্থার এক শীর্ষ কর্তার কথায়, আধুনিক ক্রিকেটের চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতেই মাঠ সংস্কারের উদ্যোগ। তিনি বলেন, 'আমরা ক্রিকেটারদের জন্য সর্বোচ্চ মানের পরিকাঠামো তৈরি করতে চাই। যাতে তাঁরা মাঠে নিজেদের সেরাটা দিতে পারেন এবং গ্যালারিতে আসা দর্শকেরাও ভালো ক্রিকেট উপভোগ করতে পারেন। নতুন পিচ এবং আউটফিল্ডের মান হবে অত্যন্ত উন্নত।' জানা গিয়েছে, দিল্লির স্টেডিয়ামে আধুনিক নিকাশি ব্যবস্থাও তৈরি হবে। বৃষ্টির পর দ্রুত খেলা শুরু করার উপযোগী পরিকাঠামো গড়ে তুলতে চাইছে দিল্লি ক্রিকেট সংস্থা। ওই কর্তার কথায়, 'আমরা এমন একটি উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা তৈরি করছি, যাতে যত বৃষ্টিই হোক না কেন, আধ ঘণ্টার মধ্যে খেলা শুরু করা সম্ভব হয়।

আধুনিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই সিদ্ধান্ত। মাঠে আসা দর্শক এবং ক্রিকেটারদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ।' অর্থাৎ, সাময়িক ভাবে আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে দূরে থাকলেও দিল্লির স্টেডিয়ামকে আরও আধুনিক করে ফেরানোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ডিডিসিএ। অন্যদিকে, দিল্লির বদলে বিশাখাপত্তনমে ভারত-শ্রীলঙ্কা সিরিজের প্রথম ম্যাচ আয়োজনের দায়িত্ব পড়ায় নতুন করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আসর বসতে চলেছে এসিএ-ভিডিসিএ স্টেডিয়ামে।

ইংল্যান্ড দলে বেলিংহাম ভ্রাতৃদ্বয়, বাদ পালমার

লন্ডন, ৬ নভেম্বর : ঘরের উঠানে একসঙ্গে অনেকবারই খেলেছেন বেলিংহাম ভ্রাতৃদ্বয়। তবে পেশাদার ফুটবলে কখনো একসঙ্গে খেলা হয়নি জুড বেলিংহাম ও জুব বেলিংহামের। এবার উঠানের সেই বালকদ্বয় আন্তর্জাতিক ফুটবল মাতাবেন। ইংল্যান্ডের হয়ে কাঁধে কাঁধ রেখে লড়বেন। ইংল্যান্ডের জার্সিতে অনেকদিন ধরেই খেলছেন জুড বেলিংহাম। অবশ্য শুধু খেলছেন না, দলটির মিডফিল্ডের অন্যতম ভরসাও। এবার মাঝমাঠে পাশে পাচ্ছেন ছোট ভাই জুব বেলিংহামকে। প্রথমবারের মতো জুব জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন। ২১ বছর বয়সী বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের মিডফিল্ডারকে রেখে আজ দল ঘোষণা করেছেন ইংল্যান্ডের কোচ টমাস টুখেল। তবে বেলিংহাম ভাইদের সুদিনে দুঃখের সংবাদ কোল পালমারের। বিশ্বকাপের মতো এবারও ইংল্যান্ড দলে চেলসির মিডফিল্ডারকে রাখেননি টুখেল। দ্বিতীয় মৌসুমে ডর্টমুন্ডের হয়ে দারুণ সময় কাটাচ্ছেন জুব। সেই পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেয়েছেন প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পে

আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে দাপট ধরে রাখাই লক্ষ্য ভারতের

ওয়েলিংটন, ৬ নভেম্বর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে মরিয়া ভারতীয় দল। অনভিজ্ঞ হলেও ভারতের প্রতিশ্রুতিশীল চার পেসারের আক্রমণ সামলাতে এবার কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে পারেন কিউই ব্যাটাররা। শনিবার ওয়েলিংটনে দু'দলের ম্যাচে ভারতের লক্ষ্য থাকবে বোলিংয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সিরিজে ব্যবধান বাড়ানো।

সিরিজের প্রথম ম্যাচের আগে ভারতের অনভিজ্ঞ বোলিং বিভাগ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছিল। তবে প্রথম ম্যাচে দুরন্ত পারফরম্যান্স করে সে-সব সংশয় দূর করেছেন গুরনুর ব্রার, অংশুল কম্বোজ এবং অর্শদীপ সিং। তাঁদের পারফরম্যান্সে ভারতীয় বোলিং বিভাগ নতুন আত্মবিশ্বাস পেয়েছে।

প্রথম ম্যাচে অর্শদীপ সর্বাধিক উইকেট পেলেও ভারতের সেরা বোলার ছিলেন অংশুল কম্বোজ। ৪৬টি ডট বল করে কিউই ব্যাটারদের চাপে রেখেছিলেন তিনি। অন্য বোলাররা যেখানে পিচে বল ফেলে অতিরিক্ত বাউন্স আদায়ের চেষ্টা করেছেন, সেখানে কম্বোজ ধারাবাহিকভাবে টেস্ট ম্যাচের লেন্থে বল করে সাফল্য পেয়েছেন।

ওয়েলিংটনের হ্যাগলি ওভাল নয়, এইচএনআরআই স্টেডিয়ামের মাঠের বাউন্ডারির মাপ অনুযায়ী বোলারদের কৌশল বদলাতে হবে। বিশেষ করে স্কোয়ার বাউন্ডারি তুলনামূলক ছোট হওয়ায় পেসারদের কিছুটা ফুলার লেন্থে বল করতে হতে পারে। প্রথম ম্যাচে শর্ট বল দিয়ে কিউই ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলেছিল ভারত। তবে এবার পরিস্থিতি অনুযায়ী বোলিংয়ে পরিবর্তন আনতে হবে।

প্রথম ম্যাচে অর্শদীপের সঙ্গে নতুন বলে আক্রমণ শুরু করেছিলেন আকিব নবি। তবে কম্বোজের দুরন্ত বোলিংয়ের পর তাঁকে নতুন বল দেওয়ার কথাও ভাবতে পারে টিম ম্যানেজমেন্ট। অন্যদিকে, নবি উইকেট না পাওয়ায় তাঁর পরিবর্তে অভিজ্ঞ মহম্মদ সিরাজকে খেলানোর সম্ভাবনাও রয়েছে। যদিও সিরাজের খেলা নিয়ে এখনই মুখ খুলতে নারাজ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

ব্যাটিং বিভাগেও ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য ভারতের। প্রথম ম্যাচে প্রথম ওভারেই আউট হওয়া রোহিত শর্মা দ্বিতীয় ম্যাচে রান পাওয়ার চেষ্টা করবেন। অন্যদিকে, বিরাট কোহলির দুরন্ত ছন্দ ভারতের জন্য বড় স্বস্তি। প্রথম ম্যাচে অতিরিক্ত বাউন্স সামলেও সাবলীল ব্যাটিং করেছেন তিনি। তবে শ্রেয়স আয়ার ও অক্ষর প্যাটেল শর্ট বলের বিরুদ্ধে সমস্যায় পড়েছেন। দ্বিতীয় ম্যাচে এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠাই তাঁদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

অন্যদিকে, প্রথম ম্যাচে ভারতীয় পেসারদের বাউন্স সামলাতে ব্যর্থ হয়েছে নিউজিল্যান্ড। কিউই অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনারও স্বীকার করেছেন, অতিরিক্ত বাউন্সের বিরুদ্ধে তাঁদের ব্যাটাররা প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স করতে পারেননি।

ম্যাচের আগে আরও বড় ধাক্কা খেয়েছে নিউজিল্যান্ড শিবির। কনকাশনের কারণে সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন দলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটার ডেভন কনওয়ে। তাঁর পরিবর্তে দলে সুযোগ পেয়েছেন কেলি। তবে ম্যাট হেনরি চোট কাটিয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে খেলার জন্য প্রস্তুত। নিউজিল্যান্ডের পেসার ব্লেয়ার টিকনার জানিয়েছেন, কনওয়ের অনুপস্থিতি দলের কাছে বড় ক্ষতি হলেও অন্য ক্রিকেটারদের সামনে নিজেদের প্রমাণ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ভারতের পেস আক্রমণ বনাম নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লড়াই-ই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। প্রথম ম্যাচের সাফল্য ধরে রেখে সিরিজে এগিয়ে যাওয়াই এখন টিম ইন্ডিয়ার প্রধান লক্ষ্য।

আজ কাছাড়ে শুরু খেল মহারণ ৩.০

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ নভেম্বর : গ্রাম থেকে শহর, সর্বত্র ক্রীড়াচর্চার প্রসার এবং স্থানীয় স্তরের প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের তুলে ধরার লক্ষ্যে কাছাড় জেলায় শুরু হচ্ছে খেল মহারণ ৩.০। আগামী ৭ থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত জেলার মোট ১৬৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুর এলাকায় অনুষ্ঠিত হবে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। কাছাড় জেলা প্রশাসনের প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, জেলার বিভিন্ন উন্নয়ন খণ্ডের পাশাপাশি নগর স্থানীয় সংস্থাগুলির অধীন এলাকাগুলিকেও এই প্রতিযোগিতার আওতায় আনা হয়েছে। তৃণমূল স্তরে খেলাধুলোর সুযোগ সম্প্রসারণ এবং আরও বেশি সংখ্যক তরুণ-তরুণীকে সংগঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

এবারের খেল মহারণ ৩.০-এ অ্যাথলেটিক্স, ফুটবল ও ভলিবল— এই তিনটি প্রধান বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে যোগাসন ও দাবা প্রতিযোগিতা। ফলে বিভিন্ন ক্রীড়া ও শরীরচর্চার সঙ্গে যুক্ত খেলোয়াড়দের জন্য অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। প্রশাসনের নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ৭ ও ১০ নভেম্বর, ১২ ও ১৩ নভেম্বর, ১৬ ও ১৭ নভেম্বর, ১৮ ও ১৯ নভেম্বর এবং ২০ ও ২১ নভেম্বর বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুর এলাকায় পর্যায়ক্রমে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

জেলার কালাইন, কাটিগড়া, লক্ষীপুর, বিন্নাকান্দি, রাজাবাজার, রংপুর, উধারবন্দ, শিলচর, সোনাই, বাঁশকান্দি, ধলাই-নরসিংপুর, বড়জালেঙ্গা, পালংঘাট, বড়খলা ও তাপাং-সহ বিভিন্ন উন্নয়ন খণ্ডে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও বিভিন্ন মিউনিসিপাল বোর্ড এবং শিলচর পুর নিগম এলাকায়ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি এলাকার জন্য নির্দিষ্ট খেলার মাঠ ও ক্রীড়াঙ্গন চিহ্নিত করেছে জেলা প্রশাসন।

প্রতিযোগীদের জন্য রিপোর্টিংয়ের সময়ও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রত্যেক প্রতিযোগীকে নিজ নিজ বিভাগের জন্য নির্ধারিত প্রতিযোগিতার স্থানে সকাল ৮টার মধ্যে উপস্থিত হতে হবে। জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শহরাঞ্চল পর্যন্ত ক্রীড়ার পরিকাঠামো ও অংশগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারণের পাশাপাশি নতুন প্রতিভা অন্বেষণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে খেল মহারণ ৩.০ বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় স্তরে সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ গড়ে তুলে কাছাড় জেলায় আরও শক্তিশালী ক্রীড়া সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠাই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।

কিউই সিরিজেই বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সারতে চাইছেন গিল



ওয়েলিংটন, ৬ নভেম্বর : পরের বছর একদিনের বিশ্বকাপ। আয়োজন করবে সাউথ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে ও নামিবিয়া। এ বছর নিউজিল্যান্ড সিরিজের সাহায্যেই বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সেরে ফেলতে চাইছেন শুভমন গিল। ভারত অধিনায়ক দুই দেশের মিল এবং একই পরিবেশের কথা জানিয়েছেন। কেন আগে নিউজিল্যান্ডে পৌঁছে অনুশীলন শুরু করেছেন, সেই কারণও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। পরের বছর অক্টোবর-নভেম্বরে হবে বিশ্বকাপ। তার আগে এ বছরের নভেম্বরে নিউজিল্যান্ড সিরিজকে পাখির চোখ করেছেন শুভমন। বোর্ডের প্রকাশিত ভিডিওয় তিনি বলেছেন, 'বিশ্বকাপে আমরা যে পরিবেশ পেতে চলেছি সেই একই পরিবেশ পাওয়া যাচ্ছে এখানেও। বিশেষ করে নভেম্বরের শুরুর দিকে। সাধারণ, আমরা সাউথ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে গেলে ডিসেম্বর বা জানুয়ারিতে সফর করি। বিশ্বকাপ হবে অক্টোবর ও নভেম্বরে। তাই আমার মনে হয় ওখানকার পরিবেশও একই রকম হবে। আমাদের কাছে একটা ভাল অভিজ্ঞতা হতে চলেছে।'

গোটা দলের থেকে কিছুটা আগেই নিউজিল্যান্ডে চলে এসেছিলেন শুভমন। লাল বলের প্রস্তুতি নিয়েছেন। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছেন। শুভমন জানিয়েছেন, নিউজিল্যান্ডে লাল বলের ক্রিকেট খেলার কম অভিজ্ঞতা থাকায় তিনি কোনও ফাঁক রাখতে চাইছেন না।

শুভমনের কথায়, 'দলে যোগ দেওয়ার আগে চার-পাঁচটা বাড়তি সেশন চাইছিলাম। বিশেষ করে লাল বলে। এখানে এসে নিজের খেলা নিয়ে কাজ করতে চেয়েছিলাম। দেখতে চেয়েছিলাম লাল বলে কেমন খেলতে পারি। কারণ, এই দেশে আগে টেস্ট খেলিনি। ভারত 'এ' দলের হয়ে গোটাদুয়েক ম্যাচ খেলেছি। কিন্তু টেস্ট নয়।'

ভারতের জোরে বোলারদের প্রশংসা করেছেন শুভমন। বলেছেন, 'পিচে ভাল বাউন্স রয়েছে। অংশুল, আকিব, গুরনুর হোক বা অর্শদীপ, আমাদের জোরে বোলাররা দারুণ খেলছে। ওদের যে দক্ষতা রয়েছে তাতে এই পিচে কাজ সহজ হয়ে যাওয়ার কথা।'

'এ' দলের হয়ে খেলবেন বুমরা-জাদেজা, ছিটকে গেলেন পন্থ

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ভারত শেষবার টেস্ট সিরিজ জিতেছিল সেই ২০০৮-০৯ সালে। তারপর ১৮ বছরের অপেক্ষা। এবার সেই অপেক্ষার অবসান ঘটাতে মরিয়া টিম ইন্ডিয়া। তাই প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখা হচ্ছে না। এমনকী চোটের ঝুঁকি নিয়ে দলের প্রথম সারির তারকাদের নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে 'এ' দলের হয়ে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে। আসলে এই টেস্ট সিরিজটা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নিরিখেও ভারতের জন্য ডু অর ডাই সিরিজের মতো। ইতোমধ্যে প্রস্তুতির জন্য নিউজিল্যান্ড 'এ' দলের বিরুদ্ধে দু'টি বেসরকারি টেস্ট খেলে ফেলেছেন ভারতের টেস্ট দলের নিয়মিত সদস্যদের বেশ কয়েকজন। এবার যশপ্রীত বুমরা, রবীন্দ্র জাদেজাদের মতো টেস্ট দলের নিয়মিত সদস্যরাও খেলবেন ভারতের এ দলের হয়ে। শনিবার থেকে কিউইদের বিরুদ্ধে তৃতীয় বেসরকারি টেস্ট শুরু হচ্ছে, সেই ম্যাচে খেলার জন্য ভারতীয় দলে যোগ দিলেন বুমরা এবং জাদেজা। তাঁদের দু'জনকেই শনিবার খেলতে দেখা যাবে। আসলে বোর্ড চাইছে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে থাকা দুই তারকা কিছুটা ম্যাচ প্র্যাকটিস পান। তাঁদের সঙ্গে 'এ' দলে যোগ দিয়েছেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণও। চোটের জন্য তিনি কিউইদের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে খেলতে পারছেন না। এদিকে, এসবের মধ্যে দুঃসংবাদও রয়েছে ভারতীয় শিবিরে। তৃতীয় বেসরকারি টেস্টেও ভারত পাচ্ছে না ঋষভ পন্থকে। এখনও চোট পুরোপুরি সারিয়ে উঠতে পারেননি পন্থ। এখনও তিনি রয়ে গিয়েছেন বিসিসিআই-র সেন্টার অব এক্সেলেন্সে। শেষবার আগস্ট মাসে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্টে মাঠে নামেন পন্থ। সেখানেই তাঁর সাইড স্ট্রেন ধরা পড়ে। কিউইদের বিরুদ্ধে সব ক'টি বেসরকারি টেস্টেই খেলার কথা ছিল পন্থের। প্রথম দুই চারদিনের ম্যাচে খেলতে পারেননি। তৃতীয়টিতেও পারলেন না। তাঁর বদলে তিলক বর্মাকে দলে নিয়েছে ভারত। পন্থের খেলতে না পারাটা ভারতের জন্য অশনিসংকেত। আগামী ১৯ নভেম্বর প্রথম টেস্ট। সেই ম্যাচের আগে আদৌ ফিট হবেন তো পন্থ, চিন্তা বোর্ডের অন্দরে। তাছাড়া ফিট হলেও কতদিন আগে ফিট হতে পারবেন বা কিউই পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার সময় পাবেন কিনা, সে-সব নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে।

ঝড়ো ব্যাটিং বীরু-পুত্রের, ছোটদের এশিয়া কাপে জয় ভারতের

মাসকট, ৬ নভেম্বর : সহজ জয় দিয়েই অনূর্ধ্ব-১৯ ওয়ানডে এশিয়া কাপ অভিযান শুরু হল ভারতের। 'এ' গ্রুপে নেপালকে ১০ উইকেটে হারাল টিম ইন্ডিয়ার নতুন প্রজন্ম। ঈশান সুদ, অর্জুন রাজপুতদের আগুনে বোলিংয়ে কাজ সহজ হয়ে গিয়েছিল। ব্যাটিংয়ে নেমে মাত্র ১৯.১ ওভারে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেন অধিনায়ক লক্ষ্য রায়চন্দানি ও বীরেন্দর সেওয়াগের পুত্র আর্যবীর। পরের ম্যাচে ভারতের প্রতিপক্ষ পাকিস্তান।



ওমানে আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে টসে জিতে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় ভারত। শুরু থেকেই নিয়মিত উইকেট তুলতে থাকে ভারতীয় বোলিং। ২ রানের মাথায় প্রথম উইকেট হারায় নেপাল। ১০০ রান তুলতে তুলতেই নেপালের অর্ধেক টিম প্যাভিলিয়নে। শেষ ৫ উইকেট পড়ে মাত্র ১৩ রানে। শেষমেশ মাত্র ১২৮ রানে অলআউট হয়ে যায় নেপাল। তরুণ পেসার ঈশান সুদ ১০ ওভারে ১৮ রান দিয়ে ৩ উইকেট তোলেন। অন্যদিকে, অলরাউন্ডার অর্জুন রাজপুত মাত্র ৮ রান দিয়ে ৩ উইকেট পান।

জবাবে মাত্র ১৯.১ ওভারের মধ্যে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ভারত। সাম্প্রতিক সময়ে দারুণ ছন্দে আছেন আর্যবীর ও লক্ষ্য। আর নেপাল বোলিংয়ের সামনে ঝড়ের গতিতে রান তুলে নেন দু'জনে। বাবার মতো আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ব্যাট করেন আর্যবীর। এদিন মাত্র ৫২ বলে ৭০ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। ব্যাট থেকে আসে ৭টা চার ও চারটি ছক্কা। অন্যদিকে, তারকা পুত্রের মতোই উজ্জ্বল অধিনায়ক লক্ষ্য। তিনি করেন ৬৩ বলে ৫৩ রান। তাঁর ব্যাট থেকে আসে ৭টা চার। ১০ উইকেট হাতে নিয়েই ছোটদের এশিয়া কাপে জয়ের অভিযান শুরু করল ভারত। উল্লেখ্য, এই দলে রাহুল দ্রাবিড়ের পুত্র অন্বয়ও আছেন।

গ্রুপ স্টেজে এরপর ভারতের প্রতিপক্ষ হতে চলেছে পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। ভারত-পাকিস্তান মহামোকাবিলা ৮ নভেম্বর। সেমিফাইনাল ১২ নভেম্বর ও ফাইনাল ১৫ নভেম্বর। ২০২৫-র অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ফাইনালে পাকিস্তান দল ভারতকে বিরাট ব্যবধানে হারায়। সেই দলে ছিল বৈভব সূর্যবংশী, আয়ুষ মাত্রেরা।

হকিতে এশিয়া-শ্রেষ্ঠ ভারত

জলন্ধর, ৬ নভেম্বর : ম্যাচের বয়স তখন মিনিট তিনেক। ভারতের জালে জড়িয়ে গেল বল। তখন অনেকেই ভেবেছিলেন, এই চাপ হয়তো আর সামলে উঠতে পারবেন না হরমনপ্রীত সিংরা। কিন্তু শেষপর্যন্ত দারুণ লড়াই করে জাপানকে ৪-১ গোলে হারিয়ে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। গোল করলেন শীলানন্দ লাকরা, দিলপ্রীত সিং, যুগরাজ সিং এবং বিবেক সাগর প্রসাদ। এ নিয়ে ষষ্ঠবার এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হল ভারত।

এদিন শুরুতেই গোল খাওয়ার পাশাপাশি জাপানের ক্রমাগত আক্রমণ এবং চমৎকার রক্ষণভাগ ভারতের ওপর ক্রমান্বয়ে চাপ বাড়াচ্ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তৃতীয় কোয়ার্টারে লাকরা গোল করে সমতা ফেরান। এই একটি গোলেই যেন পরিস্থিতি বদলে গেল রাতারাতি। শেষ কোয়ার্টারে ভারতের উপর্যুপরি আক্রমণে কার্যতই দিশাহারা দেখাচ্ছিল 'উদিত সূর্যের দেশ'কে। পরপর গোল করেন দিলপ্রীত, যুগরাজ ও বিবেক।

এবারের প্রতিযোগিতায় ভারত চ্যাম্পিয়নের মতোই খেলেছে শুরু থেকে। এমনিতেও এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দল ভারত। এর আগে পাঁচবার এই প্রতিযোগিতার খেতাব জিতেছে ভারতীয় দল। ২০১১, ২০১৬, ২০১৮, ২০২৩ ও ২০২৪ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। এবারও ঘরের মাঠে খেতাব-জয়ের অন্যতম দাবিদার ছিল তারাই। আর সেটা বোঝা গিয়েছিল প্রথম ম্যাচ থেকেই। বাংলাদেশকে ১৩-০ হারিয়ে প্রতিযোগিতার দৌড় শুরু হয়েছিল তাদের। এরপর সব ম্যাচেই অব্যাহত ছিল সেই আধিপত্য। একটিও ম্যাচে হারেনি ভারত। চিনকে ৫-২, জাপানকে ৪-১, মালয়েশিয়াকে ৪-২ হারানোর পরে



দক্ষিণ কোরিয়াকে ৮-০ গোলে চূর্ণ করে সেমিতে পৌঁছয় ভারত। আর সেমিতেও সেই দক্ষিণ কোরিয়াকেই ফের উড়িয়ে দেয় তারা। ফলাফল হয় ৮-১। এবার ফাইনালেও অব্যাহত থাক যুগরাজদের সোনার দৌড়।

পঞ্জাবের জলন্ধর ও মোহালিতে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল ছ'টি দল— ভারত, বাংলাদেশ, চিন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও মালয়েশিয়া। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির নবম সংস্করণ ২৭ অক্টোবর শুরু হয়েছিল। প্রতিযোগিতার লিগ পর্বের সব ম্যাচ হয়েছিল জলন্ধরের অলিম্পিয়ান সুরজিৎ সিং হকি স্টেডিয়ামে। এরপর ৪ নভেম্বর সেমিফাইনাল এবং ৫ নভেম্বর পদক নির্ধারণী ম্যাচ আয়োজিত হয় মোহালির অলিম্পিয়ান বলবীর সিং সিনিয়র ইন্টারন্যাশনাল হকি স্টেডিয়ামে।

বায়োপিকের আগে নির্মাতাদের 'দুসরা' সৌরভের!

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : জোরকদমে চলছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক তৈরি কাজ। তার মধ্যেই নয়া বিতর্ক। অক্টোবর মাসে মুক্তি পেয়েছে অভিনয় দেও পরিচালিত সিনেমা 'দুসরা'। যা ২০০২-র ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জয়ের কাহিনি নিয়ে তৈরি। যা নিয়ে সৌরভের আবেদনের প্রেক্ষিতে দিল্লি হাইকোর্ট জানাল, প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের ব্যক্তিত্ব স্বত্ব লঙ্ঘন করা হয়েছে। 'দুসরা' নির্মাতাদের ২ কোটি টাকা নিঃশর্ত ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি জমা রাখতে হবে।

কিন্তু সৌরভের অভিযোগ কী? আসলে 'দুসরা'র কাহিনিতে ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে তাঁর কার্যকলাপ, ২০০২ ন্যাটওয়েস্ট সিরিজ জয়, লর্ডসের ব্যালকনিতে সেই ঐতিহাসিক জার্সি ওড়ানো— প্রত্যেকটি ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। তবে এ নিয়ে সৌরভের অনুমতি নেওয়া হয়নি বলেই অভিযোগ। সৌরভের অভিযোগ, বিখ্যাত



ক্রীড়াবিদের উদাহরণ এভাবে তুলে ধরার অর্থ তাঁর ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করা। বিনা অনুমতিতে সৌরভের মতো ব্যক্তিত্বকে বাণিজ্যিক কারণে ব্যবহার করা হয়েছে এই ছবিতে।

সেই মামলায় বড়সড় ধাক্কা খেল 'দুসরা' নির্মাতারা। বিচারপতি তেজস কারিয়া জানিয়েছেন, সিনেমাটি ব্যক্তিত্বের স্বত্ব লঙ্ঘন করেছে। তবে তাঁর পর্যবেক্ষণ, সৌরভের ব্যক্তিত্ব এই সিনেমার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে যে, সেগুলো বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই আদালত নির্দেশ দিয়েছে 'দুসরা' প্রযোজক সংস্থাকে সিনেমার শুরুতে ও শেষে, হিন্দি ও ইংরেজিতে বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ দিতে হবে। তারা জানাবে, এই সিনেমার জন্য সৌরভ তাঁর ব্যক্তিত্ব ব্যবহারের অনুমতি দেননি। আর এই সিনেমাটি সৌরভের ব্যক্তিত্ব ও জনস্বার্থ লঙ্ঘনের জন্য নয়।

এছাড়া বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, নির্মাতাদের আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে আদালতের রেজিস্ট্রারের কাছে ২ কোটি টাকা নিঃশর্ত ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি হিসেবে জমা রাখতে হবে। তবে সিনেমাটির প্রচারে হস্তক্ষেপ করেনি দিল্লি হাইকোর্ট।

বরদলৈ ট্রফির ফাইনাল আজ, মুখোমুখি কালাইন স্পোর্টস ক্লাব ও ভেটারেন এফসি

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ নভেম্বর : শনিবার শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৭১তম ভারতরত্ন লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ ট্রফির বহু প্রতীক্ষিত ফাইনাল ম্যাচ। বেলা ১টায় শুরু হবে এই গুরুত্বপূর্ণ ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত লড়াই। ফাইনালে মুখোমুখি হবে কালাইন স্পোর্টস ক্লাব ও ভেটারেন এফসি। ট্রফি জয়ের লক্ষ্যে দুই দলের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রত্যাশা করছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা। এই গুরুত্বপূর্ণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সংবাদ পরিবেশন এবং ফুটবলের এই বিশেষ মুহূর্ত বৃহত্তর জনসমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সকল সাংবাদিক, সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি ও সংবাদকর্মীদের উপস্থিতি কামনা করেছেন আয়োজকরা। পাশাপাশি, সংবাদমাধ্যমের সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই ক্রীড়া আয়োজন আরও সার্থক ও স্মরণীয় হয়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

যুব অলিম্পিকে রুপোলি সাফল্য ১৫ বছরের তন্বীর

ডাকার, ৬ নভেম্বর : শেষ পর্যন্ত সোনা জেতা হল না। কিন্তু হার না মানা লড়াইয়ে মন জয় করে নিল তন্বী পাত্রী। মাত্র ১৫ বছর বয়সে যুব অলিম্পিক ব্যাডমিন্টনে রুপো জিতে নজির ওড়িশার এই শাটলারের। সেনেগালের ডাকারে মেয়েদের সিঙ্গলসের ফাইনালে চিনের জুনিয়র বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ঝাং ই



জিনের কাছে হারলেও তন্বীর এই লড়াই দীর্ঘদিন মনে থাকবে। ১ ঘণ্টা ২২ মিনিটের টানটান দ্বৈরথে ১৫-২১, ২১-১৩, ২৬-২৪ ব্যবধানে জিতে সোনা ছিনিয়ে নেন ঝাং। যুব অলিম্পিক ব্যাডমিন্টনে প্রথম ভারতীয় মহিলা খেলোয়াড় হিসেবে পদক জিতল তন্বী। এর আগে এইচএস প্রণয় (২০১০) এবং লক্ষ্য সেন (২০১৮) এই প্রতিযোগিতায় রুপো জিতেছিলেন। ফাইনালের তৃতীয় গেমে একটা সময় ১০-১৯ পিছিয়ে ছিল তন্বী। সেখান থেকে ম্যাচে ফেরা কার্যত অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু হার মানতে রাজি ছিল না ভারতীয় কিশোরী। পরের দশটি পয়েন্টের মধ্যে ন'টি জিতে স্কোর নিয়ে যান ১৯-২০-তে। এরপর ২০-২০। একাধিকবার ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচায়। একটা সময় স্কোর লাইন ছিল ২৪-২৪। যদিও শেষ হাসি হাসেন চিনের শাটলারই। টানা দু'পয়েন্ট জিতে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন ঝাং।

জানুয়ারিতে বাংলাদেশ সফরে যাচ্ছেন রোহিত-বিরাটরা?

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে আশার আলো। সবকিছু ঠিকঠাক চললে আগামী জানুয়ারিতেই বাংলাদেশ সফরে যেতে পারে টিম ইন্ডিয়া। দু'বার পিছিয়ে যাওয়া ছয় ম্যাচের সাদা বলের সিরিজ আয়োজন নিয়ে দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে আলোচনা ইতিবাচক দিকে এগোচ্ছে। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে এই সিরিজ আয়োজনের সম্ভাবনা। যদিও বিসিসিআই বা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে এখনও চূড়ান্ত ঘোষণা করা হয়নি। প্রস্তাবিত সূচি অনুযায়ী, তিনটি এক দিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচের পাশাপাশি তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলবে দু'দল। তবে সিরিজের দিনক্ষণ চূড়ান্ত করা নিয়ে কিছুটা জটিলতা রয়েছে। কারণ, ৩ থেকে ৯ জানুয়ারি জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ভারতের তিনটি ওয়ানডে ম্যাচ খেলার কথা। আবার, ২১ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়ার কথা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ। ফলে এই দুই সিরিজের মাঝেই বাংলাদেশ সফরের জন্য সময় বের করা কতটা সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। তবে শেষ পর্যন্ত সফর হবে কিনা, তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে ভারত সরকারের অনুমতির ওপর। জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশ সফর চূড়ান্ত করার আগে প্রয়োজনীয় সরকারি ছাড়পত্রের অপেক্ষায় রয়েছে বিসিসিআই। ভারতের এই সফর প্রথমবার স্থগিত হয়েছিল গত বছরের জুলাইয়ে। পরবর্তী সময়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসতে রাজি হয়নি বাংলাদেশ। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'দেশের ক্রিকেট বোর্ডের সম্পর্কেও প্রভাব পড়ে। তবে বাংলাদেশের



সাধারণ নির্বাচনের পর সে-দেশের ক্রিকেট প্রশাসনে এসেছে বড় পরিবর্তন। প্রাক্তন অধিনায়ক আমিনুল ইসলামের জায়গায় বিসিবি-র নতুন সভাপতি হয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার তামিম ইকবাল। ক্রিকেটীয় সম্পর্কের পাশাপাশি প্রশাসনিক স্তরেও ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী তামিম। এশীয় ক্রিকেট কাউন্সিল এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলেও ভারতীয় বোর্ডের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে চান তিনি। সেই কারণেই দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আয়োজনের উদ্যোগকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। সংবাদমাধ্যমকে তামিম জানিয়েছেন, দুই বোর্ডের মধ্যে কথাবার্তা আশাব্যঞ্জক। তামিমের কথায়, 'আমরা সম্ভাব্য সময়সূচি নিয়ে আলোচনা করছি। বিসিসিআই-র সঙ্গে আমাদের আলোচনা যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে আমি আশাবাদী, ভারতীয় দল বাংলাদেশে খেলতে আসবে। দুই বোর্ডই অত্যন্ত ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে কাজ করছে।' এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সফরকে জায়গা করে দিতে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ভারতের তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ পিছিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। শেষ পর্যন্ত দুই বোর্ডের আলোচনা এবং ভারত সরকারের সবুজ সংকেতের ওপরই নির্ভর করছে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এই সিরিজের ভবিষ্যৎ।

রিপন কুমার নাথ কর্তৃক সেলিমা পাবলিকেশন্স (প্রাঃ) লিমিটেড, মালুগ্রাম, ঘনিয়ালা, শিলচর :